ইসলামী বসন্ত

الربيع الإسلامي

النصر
AN-NASR

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

AN-NASR

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ১]

بسمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه

আমার প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা!

আসসালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ আমরা ইসলামের আশুবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করব। আজ ওয়াজিরিস্তান থেকে মালি পর্যন্ত প্রতিটি ইসলামীভূখণ্ড ক্রুসেডীয় বাহিনীর নির্মম আক্রমণের লক্ষবস্তু। ধর্মদ্রোহী শক্তিগুলো ক্ষত-বিক্ষত আরব মুজাহিদিনদের উত্থানকে ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর। সেকুলারিজম ও জাতীয়তাবাদের কাঁধে ভর করে তথা শরিয়াহ অনুমোদিত পন্থাকে পাশ কাটিয়ে যে সকল ইসলামী দল শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তাদের চেষ্টা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এতদসত্তেও দেখতে পাচ্ছি- কাঙ্ক্ষিত ইসলামী বসন্ত আজ উদয়ের দ্বারপ্রান্তে।

মূল আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইঃ

১। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইল কর্তৃক মসজিদুল আকসাকে ইহুদিকরণের প্রচেষ্টা। আল্লাহ যদি চান তাহলে এই হীনপ্রয়াস ঘুমন্ত মুসলিমদের জাগিয়ে তুলবে। বিস্ফোরিত হবে তাদের সুপ্ত শৌর্যবীর্য। এটি আরো প্রমাণ করে যে, আলোচনা-পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক সালিশি ও বিশ্বাসঘাতক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে আপোষ-রফার সকল প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থতার ষোলকলা পূর্ণ করেছে। মুজাহিদগণ পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, যারা এসকল পথে অগ্রসর হচ্ছে তার সফলতার মুখ দেখতে পাবে না। কারণ, এসকল পথ ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। উপরন্তু তাদের দ্বীন-দুনিয়া দুটোই খোয়াতে হবে।

ইহুদিদের ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পরিহার করতে হবে সেইসকল বিবাদ-বিসংবাদ ও মতপার্থক্য যা কতিপয় লোক সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

ইহুদি ও খৃষ্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের এক সারিতে আসতে হবে। তারা আজ সাফাবী, নুসাইরী ও আ'লাভীদের সাথে জোটবদ্ধ হচ্ছে। যা শামের জিহাদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে।

তাই আমদেরকে এ অঞ্চলে সকল প্রকার ফিৎনা-ফাসাদ ও আত্মকলহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

কারণ, শামের বিজয় আল্লাহর ইচ্ছায় বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পটভূমি তৈরি করবে।

ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোন পর্বে ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে আলোচনার প্রয়াস পাব।

২। শায়েখ মুখতার আবু যোবায়ের রহ. এর পরলোক গমনে শোক প্রকাশ। মুসলিম উম্মাহ, সারা দুনিয়ার মুজাহিদগণ, বিশেষত পূর্ব-আফ্রিকার ও জর্ডানের মুজাহিদগণকে শায়েখ মুখতার আবু যোবায়েরের মৃত্যুতে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

আল্লাহ ত'আ'লা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণের সঙ্গ নসীব করুন। আল্লাহ তা'আ'লা যেন এই অধমকেও জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকামে তার সঙ্গী হওয়ার তাওফীক দান করেন।

(আরবী কবিতা)
কবিতার অনুবাদঃ

যদি আব্দুল্লাহ নিহত হয়ে থাকে তাহলে সকলের জনা থাকা উচিৎ যে, সে ভীরু, কাপুরুষ বা চপল ছিল না!!

সে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তৎপর, চরম ধৈর্যশীল। দুর্গম ও বন্ধুর পথের পথিক অর্থাৎ দুর্দম সাহসী।

বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতার অভিযোগ তার ছিল না। সে ছিল ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক।

তার কীর্তিসমূহ ছিল ত্রুটিমুক্ত ও সমালোচনার উর্ধ্বে।

তুমি তাকে দেখবে বুভুক্ষ অথচ আহার্যের সংকট তার ছিল না। সে বিচরণ করত সাধাসিধে ও জীর্ণ বস্ত্রে।

যখন সে অভাবগ্রস্থ হত তখন তার দানের হাত অধিক প্রসারিত হত। আল্লাহ যেন তোমাকে দূরে সরিয়ে না নেন।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে কোন ভূখণ্ড যখন কাউকে উর্ধ্বে ধারন করে তখন সে দূরে সরে যায়।

আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন হে আবু যোবায়ের! আপনি ছিলেন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, ভাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু, উত্তম সহায়ক। আপনার কথা ও কাজ কখনো দুই রকম হত না।

১৪৩৪ হিঃ রমজান মাসে তিনি আমার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লেখেন- আল্লাহ তা'আ'লা দাউলার (ISIS) ভাইদের ক্ষমা করুন। তারা বিদ্রোহ করেছে এবং দাবী করেছে যে, তার যথার্থ কাজটিই করেছে। অন্তত তাদের থেকে এমনটি আশা করছিলাম না। অথচ, আমরা দিবা-নিশি এমন একটি খিলাফাহ ব্যবস্থার কাজ করছি। গোটা দুনিয়ার মুসলিম একতাবদ্ধ হয়ে যার অধীনে থাকবে। আমরা শায়েখের (শায়েখ জাওয়াহিরী হাফি.) কাছে আশা করব যে, তিনি ধৈর্যধারণ করবেন এবং তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

১৪৩৫ হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে আমি তার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছি। আমি তাতে লিখেছিলাম- শামে একের পর এক ঘটতে থাকা বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কতটা চিন্তিত তা আমি জানি। শাম আজ ফিতনার আগুনে জ্বলছে। শরীয়তের অমর্যাদা করা হচ্ছে। দাউলা তানজীম আল-কায়েদার বাইয়াত অস্বীকার করছে এবং এই নিয়ে প্রতিনিয়ত ছলচাতুরী ও প্রতারণা করে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে ঢালাওভাবে তাকফীর করা হচ্ছে। এমনই সময়ে একটি অডিও বার্তা পেলাম, যা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি অধমকে সেখানে তাকফীর করে নানা কথা

বলা হয়েছে। এই রেকর্ডের সত্যাসত্য যাচাইয়ে না গিয়েও এ থেকে এতটুকু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এর মাধ্যমে ফিতনায় আটকে পড়াদের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এতি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের চিন্তা চেতনা কতটা নিচে নেমে গেছে।

যারা আমি অধমকে তাকফীর করতে পারে, আবু খালেদ আস-সূরীর দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে তারা কোন সমালোচককেই তাকফীর করতে দ্বিধা করবে না। সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ যে, আপনারা অন্যদেরকে বুঝিয়ে দিন যেন তার চলমান এই ফিতনায় শরীক না হয়। ভাল কিছু বলা সম্ভব না হলে যেন অন্তত চুপ থাকে। আর দাউলা ও জাবহাতুন নুসরার ভাইদেরকে একথাটি বুঝিয়ে দিবেন যে, ঐক্য হচ্ছে আল্লাহর রহমত আর অনৈক্য হচ্ছে আল্লাহর আজাব।

ইতিপূর্বে আমি শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-জাওলানীর কাছে বার্তা পাঠিয়েছি যেন তিনি মুজাহিদীনদের উপর কোন বাড়াবাড়িতে অংশ না নেন। এমনিভাবে আমি জাবহাতুন নুসরার সকল ভাইকে আদেশ করছি যেন তারা মুসলমান ও মুজাহিদগণের উপর কোন সীমালঙ্ঘনে অংশগ্রহণ না করেন। আর দাউলাকে বলেছি অনতি বিলম্বে ইরাকে ফিরে যেতে এবং

পুনরায় ঐক্যের পথে ফিরে যেতে। দাউলা যদি আমার এ বক্তব্যকে জুলুম মনে করে তবুও তা মেনে নেয়া উচিৎ। কারণ, এর মাধ্যমে আত্মকলহ, খুনখারাবী ও গৃহযুদ্ধের পথ রুদ্ধ হবে।

আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন হে আবু যোবায়ের! আপনার বিদায়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি পূরণ করে দিন। আজ আমাদের সান্ত্বনা লাভের অনেক উপকরণই রয়েছে। কারণ ক্রুসেডারদের সাথে সম্মুখ-সমরে লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাতের ঈর্ষনীয় মাকাম অধিকার করেছেন; পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। দো'আ করি, আল্লাহ তা'আ'লা আপনার এবং আপনার দুই ভাইয়ের শাহাদাত কবুল করুন। বিচ্যুতিসমূহ মার্জনা করুন এবং আপনাদের মর্তবা বুলন্দ করুন। আমরা শুধু এমন কথা বলব যা আমাদের রবের সন্তুষ্টির কারণ হবে। তিনি অতিশয় দয়ালু।

(আরবী কবিতা)

কবিতার অর্থঃ

'তিনিই যুগের নিয়ন্তা। যুগের চাকার সাথে আমাদের ভাগ্যের চাকাটাও অবিরাম ঘুরছে।

তাই কোন বিধি-নিষেধ যুগের রশি টেনে ধরতে পারে না।

তুমি ধৈর্য ধর। যদিও এই সংকটে আকাশ কাঁদে। জমিন বিলাপ করে। স্থল ও জল অশ্রু বর্ষণ করে।

পবিত্র সেই সত্তা যিনি নৈকট্যপ্রাপ্তদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন।

বাহ্যদর্শীদের কাছে এটি প্রতিশোধ বলে মনে হতে পারে, বাস্তবে তো তা প্রতিশোধ নয়।

এর মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান আল্লাহ প্রিয়জনকে নিজের কাছে টেনে নেন।

এরাই আমাদের সাথী। মুখে মুখে আলোচিত। সীমান্তে রয়েছে তাদের সমাধি।

তাদের কবর দুর্গম সীমান্তে, যেখানে নেই কারো পদচারণা।

নির্জন ভুমিতে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ইহজগতে অখ্যাত; কিন্তু তারা উর্ধ্ব জগতে বিখ্যাত ও আলোচিত।

এখানে তাদের জন্য চোখের জল ফেলার লকের বড় অভাব; কিন্তু নিজ ভুমিতে তাদের জন্য ক্রন্দনকারীর অভাব নেই।

তাদের সমাধিগুলো জনমানবশূন্য অঞ্চলকে আবাদ করে অথচ লোকালয়ে তাদের বাসগৃহ একেবারে বিরান।

আরশ অধিপতি তাদের পান করিয়েছেন অসামান্য অমৃত সুধা।

এরা আমাদের সঙ্গী সাথী। কে দেখাতে পারবে তাদের সমকক্ষ?

তাদের উসিলায় নেমে আসে খোদায়ী সাহায্য। বর্ষিত হয় রহমতের বারি।’

পূর্ব-আফ্রিকার যেসকল ভাই বুকের তাজা রক্ত ঢেলে ইসলামী সীমানা পাহারা দিচ্ছেন আমি তাদেরকে বলব, হে প্রানপ্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনারা নিজেদের আদর্শে অটল থাকুন। কারণ, এই আদর্শ এবং এই আদর্শের অবিচলতা খোদায়ী নুসরত লাভের পূর্বশর্ত। আল্লাহ তা’আ’লা বলেন,

“তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাব, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তমাদের পূর্বে অতিত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে কম্পিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্ত নিকটবর্তী।”(সূরা বাক্বারা- ২১৪)

আমার দ্বীনি ভাই আবু উবাইদা আহমদ উমরকে তারা নিজেদের আমীর নির্বাচন করেছে। আমি উক্ত নির্বাচনকে স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং এই সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর

কাছে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি তাকে দা'ওয়াহ ও জিহাদের এই গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেন।

আমি ভাই আবু উবাইদার কাছে আশা করব যে, তিনি পুর্ব আফ্রিকায় ইসলামী শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন। মধ্য ও পূর্ব-আফ্রিকায় মুসলমানদের মান-সম্মান, শান্তি-নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণে সামাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে, এমনকি জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুসংহত করবেন। আল্লাহ আপনাকে সেই শক্তি ও সাহস দান করুন। আমীন।

আমি তার কাছে আশা করব যে, তিনি শরয়ী আদালতের প্রভাব ও গাম্ভীর্যতা সুদৃঢ় করবেন। দুর্বলের পূর্বে সবল ও প্রজার পূর্বে রাজার উপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। মুজাহিদ ভাইদের সাথে সৌহার্দ্যপুর্ণ আচরণ করবেন। তাদের ব্যয়ভার বহন করবেন। তারা ও তাদের পরিবার যেন স্বচ্ছ্যন্দে চলতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। শহিদগণের বিধবাপত্নী ও সন্তান্দের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে যত্নবান হবেন। কারারুদ্ধ ভাইদের পরিবারের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকবেন। তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন

না।

আমি আরো আশা করব যে, তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের যত্ন নিবেন। কারণ, এগুলো জিহাদের দুর্গ ও মুজাহিদ তৈরির মারকায। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবেন। পথের দিশারী আলেমসমাজ ও দা'ঈগণের অভাব অনতনে পাশে থাকবেন। যাতে তারা নির্বিঘ্নে দা'ওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। পরামর্শ করাকে আবশ্যক মনে করবেন। ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও ক্ষমার বিষয়ে যত্নবান হোন। কারণ, এগুলো শাসক ও আমীরের বিশ্বস্ত সহযোগী। অবশেষে বলব, আপনি সোমালিয়ার মুসলিমদের সাথে কল্যাণকামিতার সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করুন। দুর্বলের উপর দয়া করুন। অভাবীদের সাহায্য করুন এবং তাদের ডাকে সাড়া দিন। জানি এ দায়িত্ব অনেক কঠিন। এ বোঝা অনেক ভারী। তাই বিচক্ষন ও বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করুন। আর এসবকিছুর পূর্বে নির্জনে আল্লাহর কাছে নিজের হীনতা, দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করুন এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করুন।

"আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম।"(সূরা সাফফাত-৭৫)

আমি আরো একটি বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছি যে, আমি, তিনি (শায়েখ আবু উবাইদা) এবং তানযীম আল-কায়েদার সকল আমীর ও দায়িত্বশীলগণ মোল্লা মোহাম্মাদ উমর মুজাহিদের একেকজন সৈনিক মাত্র। যতক্ষণ তিনি কোরআন সুন্নাহর আলোকে আমাদের নেতৃত্ব দিবেন ততক্ষণ আমরা তার আনুগত্য করব। তার আদেশের অন্যথা করব না। কোন অঙ্গীকার ভংগ করব না এবং বাইয়াত ভংগ করব না। আল্লাহ তা'আ'লা মাকে, আপনাকে ও সকল মুসলিমকে তার আনুগত্য করতে সাহায্য করুন।

৩। আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে জানাতে হচ্ছে যে, আনসারুশ শরিয়াহ লিবিয়ার আমীর মুহাম্মাদ যাহাবী (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) শাহাদাত বরণ করেছেন। তার বিদায়ে এ শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তা পূরণ করে দিন। মুজাহিদ ভাইদেরকে আমীরের আনুগত্য ও জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন যতক্ষণ না দ্বীনের বিজয় হয় এবং কুফর পরাজিত হয়ে সমগ্র লিবিয়ায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হয়।

৪। আলোচনার মুল পর্বে যাওয়ার পূর্বে আরো একটি বিষয়ে

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তানযীম আল-কায়েদার নায়েবে আমীর এবং তানযীম আল-কায়েদা 'জাজিরাতুল আরব' শাখার আমীর আবু নাসের উহাইশী এবং তানযীম আল-কায়েদা 'বিলাদুল মাগরিব' শাখার আমীর ভাই আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদুদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা শাম ও ইরাকে গৃহযুদ্ধ বন্ধে অতি মূল্যবান বিবৃতি দিয়েছেন। মুসলমানদের মাঝে খুন-খারাবী রোধে এই মুবারক প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ক্রুসেডার, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে সকলকে একই সারিতে দাঁড় করানোর চেষ্টাও তারা করেছেন।

তারা তো তাদের ঐক্যপ্রচেষ্টার বদলা আল্লাহর কাছে পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর প্রতিউত্তরে বাগদাদী নিজে এবং তার অনুসারীরা যেভাবে বাইয়াত ভংগ করেছেন সেভাবে ইয়েমেন এবং আল-জাজিরায় মুজাহিদগণকে পূর্ব বাইয়াত ভংগ করে বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মনে হচ্ছে, বাইয়াত তার কাছে পরিধেয় বস্ত্রতুল্য, ইচ্ছে হলে খুলে ফেলা যায় আবার ক্রয়-বিক্রয়ও করা যায়। আমাদের এই দুই শায়েখ চেয়েছিলেন শামের ফিতনা নির্মূল করতে। আর বাগদাদী চাচ্ছেন শামের ফিতনা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে।

(আরবী) “যদিও কাফিররা অপছন্দ করে” শিরোনামে আবু বকর আল-বাগদাদীর বিবৃতির জবাবে হারেস ইবনে গাযী আন নাযযারী রহ. যথাযথ বিবৃতি প্রদান করেছেন। তাই আমি তার কাছে ও তানযীমের সাথে জড়িত জাজিরাতুল আরবের ভাইদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ তা’আ’লা হারেস আননাযযারীর উপর সন্তুষ্টি ও রহমতের বারী বর্ষণ করুন। তিনি শিক্ষার্থী ও আলিমসমাজের জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যারা ময়দানে জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি ও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করবেন এবং হুজ্জাত কায়েম করবেন সেসকল লোকের বিরুদ্ধে যারা মুসলিম ভূখণ্ডে খৃষ্টান, রাফেযী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে জিহাদে অংশগ্রহণ করছে না, আল্লাহ তা’আ’লা তার শুন্যতা পূরণ করে দ্বীন এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবার ও তার বন্ধু-বান্ধবকে সবরে -জামীল নসীব করুন। আর আমাদেরকে তার সাথে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। বাগদাদী ও তার অনুসারীরা যে ফিতনা উস্কে দিতে যাচ্ছে এবং মুজাহিদগণকে বাইয়াত ভাঙ্গার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ফিরে আসছি সে প্রসঙ্গে।

শাম ও ইরাকে ক্রুসেডারদের আক্রমণ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে সিরিজ আলোচনার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় শাম ও ইরাকে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে বিস্তারিত শরয়ী দলীল-প্রমাণ ও বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণের কাজে হাত দিলাম। বিশেষ করে আবু বকর আল-বাগদাদীর খলিফা হওয়ার দাবী। অতঃপর দলীয় মুখপাত্র কর্তৃক সকল জিহাদী তানযীমকে বাইয়াত ভঙ্গের নির্দেশ ও তড়িঘড়ি করে বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহন করার আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা করলাম। ইতোমধ্যে বর একটি অংশের বিশ্লেষণ করেও ফেলেছিলাম এবং প্রকাশের দ্বারপ্রান্তে ছিল। কিন্তু ক্রুসেডারদের চলমান হামলা শুরু হওয়ার পর পূর্ব পরিকল্পিত আলোচনা মুলতবি করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে মুহূর্তে আমি অধম দৌড়-ঝাঁপ দিচ্ছি সে সময় বাগদাদী (যদিও কাফিররা অপছন্দ করে) শিরোনামে তার বিবৃতি প্রচার করলেন এবং যথারীতি বাইয়াত ভঙ্গের ও তার হাতে বাইয়াত গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

এতদসত্ত্বেও চলমান ক্রুসেডীয় হামলার বিরুদ্ধে শাম ও ইরাকে মুজাহিদগণকে একতাবদ্ধ করার ব্যাপারে আমি এখনো আশাবাদী। এর একটা বিহিত করতে আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত

থাকবে। আশাকরি, অভিজ্ঞ মহল এর মূল্যায়ন করবেন এবং আমাকে স্পর্শকাতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করবেন না। আশা করি আমার ভাইয়েরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হবেন এমনসব ইজতিহাদ থেকে নিবৃত হবেন যা করতে গিয়ে তারা অন্য সকল ভাইয়ের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছেন। তানযীম আল-কায়েদার সকল ভাইয়ের কাছে আমি পূর্বেই বার্তা পাঠিয়েছি, যেন তারা কেবল এমন বাক্যই উচ্চারণ করেন যা শামের মুজাহিদগণের মধ্যকার চলমান সংঘাত বন্ধে সহায়ক হবে। তাদের কাছে এই বার্তাও পাঠিয়েছি যে, এই ফিতনা নির্মূলে তারা সাধ্যের সবকিছু করবেন। এমনিভাবে তানযীম আল-কায়েদার নায়েবে আমীর শায়েখ আবু নাসের উহাইশীকে দায়িত্ব দিয়েছি, যেন তিনি এ সংঘাত বন্ধে সাধ্যমত চেষ্টা-তদবীর অব্যাহত রাখেন।

আবু বকর আল-বাগদাদী ও তার অনুসারীদের অনেক জুলুম সহ্য করেছি এবং ফিতনার আগুন নির্বাপণের জন্য প্রচেষ্টাস্বরূপ সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। সংশোধনকামীদের জন্য ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করেছি; কিন্তু বাগদাদী আমাদের কোন সুযোগই দিলেন না। তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন- সকল মুজাহিদকে বাইয়াত ভংগ করতে হবে এবং স্বঘোষিত খলিফাটির হাতে

বাইয়াত গ্রহন করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, তারা বিনা পরামর্শে নিজেদেরকে মুসলমানদের নেতা মনে করতে লাগলেন। অথচ মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের পরিকল্পনা তাদের হাতে নেই। তাদের কাজ একটাই ধরে ধরে সকলকে বাইয়াত গ্রহণ করানো এবং অনৈক্যের ফাটল আরো প্রলম্বিত করা।

যে সময় সোমালিয়ার মুজাহিদ ভাইয়েরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খৃষ্টশক্তির তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি এবং তাদের নেতা মুখতার আবু যোবায়েরের শাহাদাতের শোকে মুহ্যমান, তখন হরকাতুশ শাবাবের মুজাহিদ ভাইদেরকে ইমারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

যে সময় মাগরিবুল ইসলামের মুজাহিদ ভাইয়েরা ফ্রান্স ও আমেরিকার যৌথ হামলার মুখোমুখি, প্রতিরোধ বুহ্য নির্মাণে ব্যস্ত; সে মুহূর্তে বাগদাদী ও তার অনুসারীরা তাদেরকে ইমারাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বলল এবং তারা যাকে খলিফা বানিয়েছে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে বলল।

যে সময়ে জাজিরাতুল আরবে আমাদের ভাইয়েরা খৃষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরেপেক্ষতাবাদীদের নির্মম আক্রমণের শিকার

সে সময়ে তারা সেখানকার তানযীম আল-কায়েদার ভাইদের ইমারার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা যাকে খলিফা বানিয়েছে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করানোর জন্য উঠে পড়ে লাগলো। এমনকি আবু বকর আল-বাগদাদী বলে বসল, 'হুথীরা এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না যারা তাদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে।' ইসরায়েলী হায়েনাদের বোমার আঘাতে যখন গাজা ভূখণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছিল তখন তিনি টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না; বরং তখন তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন মুজাহিদগণ দলে দলে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

বাগদাদী নিজেকে খলিফা ঘোষণার আনুমানিক বিশ দিন পূর্বে পাকিস্তান ও আমেরিকা পূর্ব-ঘোষণা মাফিক ওয়াজিরিস্তানে হামলা শুরু করল। তখন তাকে এব্যাপারে কোন কথা বলতে শুনা যায় নি। তার দৃষ্টি ছিল কখন মুজাহিদগণ তানযীম আল-কায়েদা থেকে বেরিয়ে এসে তার হাতে বাইয়াত হবে সেদিকে।

যে সময় আফগান মুজাহিদগণ নিজেদের মাটিতে ইসলামী ইতিহাসের এক দীর্ঘতম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের, তাদের ও বাগদাদীর আমীর মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ

তখন এ নিয়ে তারা কোন মাথাব্যথা ছিল না। অথচ মুজাহিদগণ ন্যাটো ও আমেরিকার বোমারু বিমানগুলোর ছায়ায় দিনাতিপাত করছেন। আর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কারাগারগুলোতে বন্দী হয়ে আছেন হাজার হাজার মুজাহিদ। সে সময় বাগদাদী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নতুন নতুন বাইয়াত প্রত্যাশীর অপেক্ষায়, যারা মোল্লা মোহাম্মাদ উমর মুজাহিদের বাইয়াত ভংগ করে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে ছুটে আসবে।

বাগদাদী ও তার অনুসারীরা চায়, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মধ্যএশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশের মুজাহিদগণ এবং মোল্লা মোহাম্মাদ উমর মুজাহিদের এর আরো যারা বাইয়াত গ্রহণ করেছেন তারা সকলে যেন বাইয়াত ভংগ করে বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অথচ তিনি যাদের পরামর্শে নিজেকে খলিফা দাবী করছেন তাদের নাম, উপনাম ও ছদ্মনাম কোনটাই আমাদের জানা নেই।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যিনি মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইয়াত ভংগ করেছেন তিনি কোন শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে তা করেছেন? ইমারাতে ইসলামিয়া কি এমন অপরাধ করেছে যার কারণে বাইয়াত ভংগ করতে হবে? যদি এ বিষয়ে

কোন দলীল আপনাদের হাতে থাকে তাহলে তা প্রকাশ করুন। কারণ, আমরা ইমারাতে ইসলামিয়ার আমীর মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি কোরান-সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে। যদি ইমারাতে ইসলামিয়া বা এর আমীরের পক্ষ থেকে কোন শরিয়ত বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়- যার কারণে বাইয়াত ভংগ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না- তাহলে আমরা আমীরকে সংশোধনের আহ্বান জানাব। এতে সাড়া না দিলে তাকে বর্জন করব। কারণ দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা বাইয়াত গ্রহণ করিনি।

এখন আমরা যদি দলীল ছাড়া বা শরয়ী বৈধতা ছাড়া বাইয়াত প্রত্যাহার করি তাহলে এটা হবে কোরান-সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরোধিতা। বাইয়াত ভংগ করতে অনেকে দলীল হিসেবে বলেন যে, 'মুসলমানদের সংকটকালে এবং তাদের সুরক্ষায় ইমারাতে ইসলামিয়ার অতীত অবস্থান পরিষ্কার নয়।' এধরনের অভিযোগ উত্থাপনকারীরা ইতিহাস ও বাস্তবতা দুটোই অস্বীকার করেছেন। আমরা তানযীম আল-কায়েদার মুজাহিদগণ জীবন্ত সাক্ষী যে, ইমারাতে ইসলামিয়া মুহাজির ও মুজাহিদগণের সুরক্ষায় আমেরিকা, ইউরোপের খৃষ্টান ও তাদের মিত্রদের হুমকি-ধমকি ও হামলাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আসছে। মুহাজির ও মুজাহিদ

ভাইদের বিশেষ করে তানযীম আল-কায়েদার মুজাহিদ ভাইদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজত্ব, নেতৃত্ব সবই বিসর্জন দিয়েছেন। সুতরাং যিনি বলবেন, মুসলমানদের সংকটকালে ইমারাতে ইসলামিয়ার অবস্থান অস্পষ্ট- সন্দেহ নেই তিনি ইতিহাস ও বাস্তবতা দুটোই অস্বীকার করেছে।

'রৌদ্রজ্জ্বল দিনকেও যদি দলীল প্রমাণের সাহায্যে সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে বিবেকের কাছে আর কোন কিছুই বোধগম্য হবার কথা নয়।'

আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ফিলিস্তিন ও সারা দুনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি তার আবেগ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। অপর দিকে বাগদাদী গাজা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানের মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা তো দুরের কথা টু শব্দটি পর্যন্ত করেননি। পক্ষান্তরে ইমারাতে ইসলামিয়ার বাচনিক ও কর্মগত অবস্থান সকলের কাছেই পরিষ্কার। আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ নিজের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রক্ষার্থে রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। আর বাগদাদী রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভের নেশায় প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারকে (বাইয়াতকে) বলি দিয়েছেন।

দুজনের মাঝে পার্থক্যটা এখানেই।

মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ও তার সাথীবর্গের নীতি ও অবস্থানকে পরিষ্কার করতে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করব- সবেমাত্র আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের হামলা শুরু হয়েছে। ইমারাতে ইসলামিয়া স্থির করল যে, মুজাহিদগণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে সম্মুখসমরে লড়বে না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সে মতে নিজেদের বাহিনীগুলোকে গ্রামাঞ্চল ও পাহাড়-পর্বতে ছড়িয়ে দিল। এই পদ্ধতি অল্প সময়ের মধ্যে সফলতার মুখ দেখতে শুরু করল এবং আল্লাহর সাহায্যে এই কৌশল আফগানিস্তানে ক্রুসেড বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করল।

যখন ইমারাতে ইসলামিয়া এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করল তখন স্থির হল যে, মুজাহিদগণ কান্দাহার থেকে সরে পড়বে। তবে ক্রুসেডারদের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটি তুলে দেয়া হবে না। তাই সমঝোতার ভিত্তিতে অঞ্চলটি ছেড়ে দেয়ার লক্ষ্যে সাবেক মুজাহিদ মোল্লা নকীবকে নির্বাচন করা হয়। (তখন তিনি একটি ইসলামী দলের সাথে জড়িত ছিলেন) কারজাই উক্ত সমঝোতার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে আমেরিকা

ঐ সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করে। সমঝোতার সেই সময়গুলোতে কান্দাহারের উপর আমেরিকার বোমারু বিমানগুলো বৃষ্টির মত বোমা ফেলছিল। এমন সংকটময় মুহূর্তে মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ কান্দাহারের ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনদিন বিলম্ব করেন এবং কান্দাহার থেকে আরব পরিবারগুলোকে অন্যত্র সরে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। অথচ, সমঝোতা হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমতার হাত বিলম্বিত করা তার নিজের জীবনের জন্য এবং ইমারাতে ইসলামিয়ার কর্মচারী, কর্মকর্তা ও সৈনিকগণের জীবনের জন্য ছিল চরম হুমকিস্বরূপ। এই বিলম্বের ফলে পুরো সমঝোতা ভেঙ্গে যেতে পারত। যখন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ নিশ্চিত হলেন যে, আরব ও মুহাজিরগণ কান্দাহার থেকে বেরিয়ে গেছেন তখন তিনি ও মুজাহিদগণ কান্দাহার ত্যাগ করেন। এই মহান কিংবদন্তীর গোটা জীবন এধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাকে আমৃত্যু হক্কের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন।

এই যখন অবস্থা তখন আবির্ভাব ঘটল এক অবাধ্য বিদ্রোহীর, যে কিনা আমীরুল মু'মিনিনের বাইয়াত অস্বীকার করল এবং অন্যদেরকে বাইয়াত ভংগ করতে বলল। যেমনটি সে নিজে করেছে। যে সময় কাশ্মীর, ভারত, বার্মা, বাংলাদেশের

মুসলমানগণ নির্যাতন নিপীড়নে নিষ্পেষিত হচ্ছেন সে সময় তার এবং তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে বাইয়াত ভঙ্গের আমন্ত্রণ আসে। আমাদের ককেশাসের ভাইয়েরা যখন রুশ হায়েনাদের শিকার, যা পাঁচ যুগ ধরে চলছে তখন বাগদাদী বাইয়াত ভঙ্গের আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া ভিন্ন কিছু চিন্তা করারা ফুসরত পাননি।

অপর দিকে মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের অবস্থান লক্ষ্য করুন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র চেচনিয়াকে একমাত্র তিনিই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং এই প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি শহীদ সালিম খান ইয়ানদারভীকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়ে বলেছিলেন, 'সম্ভাব্য সব কিছু করতে আফগানিস্তান আপনাদের পাশে থাকবে এবং এর পক্ষ থেকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনারা ভোগ করবেন।' আমীরুল মু'মিনিন রহ. চেচনিয়াকে সহযোগিতা করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করেননি। আর বাগদাদী ও তার অনুসারীরা ককেশাসের মুজাহিদগণকে বাইয়াত ভংগ করে তাদের অনুসরণ করতে বলেন। সুবহানাল্লাহ! মুজাহিদগণকে বিছিন্ন করারা এ কেমন প্রয়াস? কার স্বার্থেই বা এমন করা হচ্ছে? যিনি মুসলমানদের সন্তুষ্টি ও পরামর্শে খলিফা হবেন তার পক্ষে এধরনের কর্মকান্ড কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। এর কারণ শত্রুর সাথে যুদ্ধরত মুজাহিদগণ দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন।

সুতরাং এ ধরনের কর্মকান্ড ঐ ব্যক্তির জন্য কিভাবে বৈধ হতে পারে যিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ না করে খলিফা হওয়ার হাস্যকর দাবী করছেন। আর যদি পরামর্শ করেও থাকেন তাহলে হয়তবা এমন কতিপয় লোকের সাথে করেছেন যাদের আমরা জানি না। মুসলমানদের ঐক্যকে অটুট রাখা এবং তাদের সীমান্ত সুরক্ষা কি একজন খলিফার দায়িত্বে পড়ে না?

যেসকল মুজাহিদ ভাই যুগের পর যুগ জিহাদের পথে কাটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে শত বাধা মাড়িয়ে এখনও সে পথে পরিচালিত হচ্ছেন তিনি তো তাদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ প্রদান করতে দুটো শব্দ উচ্চারণ করার দায়িত্ব বোধ করলেন না। তিনি ভুলে থাকলেন মরক্কো, সোমালিয়া ও জাজিরাতুল আরবের মুজাহিদগণকে। ভুলে থাকলেন আফগানিস্তান, গাজা ও ভারতীয় উপমহাদেশের মুজাহিদগণকে। ভুলে থাকলেন চেচনিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার মুজাহিদগণকে। না তাদেরকে স্মরণ করলেন আর না তদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন। তিনি ও তার সাথীরা কেবল বাইয়াতের চিন্তায় বিভোর রইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে সকল অঞ্চলের কোন দল,

উপদল বা শুধু কয়েকজন লোক বাগদাদীর হাতে বাইয়াত করেছেন তিনি সে অঞ্চলসমূহের ইসলামী দলগুলোকে বিলুপ্তির ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কার স্বার্থে করেছেন? কাদের স্বার্থে করেছেন? অথচ তিনি নিজেকে খলিফা মনে করেন।

এই ঘোষণার পূর্বে তার দলীয় মুখপাত্র আরো একটি ফতওয়া জারী করেন। যাতে বলা হয়- মজলিসে শুরা বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পর সকল ইসলামী দল বা ইমারাহ বৈধতা হারিয়েছে। যদিও ততাকথিত শুরা সদস্যের নাম-ঠিকানা ও মতিগতি সবই অজ্ঞাত। বাগদাদী কার স্বার্থে সব ইসলামী দল ইসলামী ইমারাকে বিলুপ্তির ঘোষণা দিলেন? অথচ এই দলগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে মিলিয়নোর্ধ অনুসারী। যারা জিহাদ ও কিতালের পথে অভূতপূর্ব নজীর স্থাপন করেছে। তারা আফগানিস্তানে জিহাদ করেছেন। হামায় (সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর) জিহাদ করেছেন। আনোয়ার সাদাতের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। বাগদাদী জিহাদের পথে পা বাড়ানোর কয়েকযুগ পূর্ব থেকে এ ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আজও পর্যন্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে বুক টান করে জিহাদ করে যাচ্ছেন। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন হাজার হাজার মুজাহিদ।

আর কুফরি শক্তি তার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দোসরেরা আল্লাহর এই বান্দাগণকে নিঃশেষ করে দিতে বছরের পর বছর ধরে খরচ করেছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।

কোন সেই কিতাব আর কোন সেই শরীয়ত যার উপর ভিত্তি করে তিনি ইমারাতে ইসলামিয়াকে বিলপ্ত ঘোষণা করলেন? অথচ এই ইমারার বাইয়াত গ্রহণ করে আছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, মধ্য-এশিয়া, পূর্ব-তুর্কিস্তান, ইরান এবং আরো অনেক দেশের কয়েক মিলিয়ন মানুষ। অধিকন্তু আল-কায়েদা তার সকল শাখা-প্রশাখা সহ তার বাইয়াত গ্রহণ করে আছে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ.। তিনি নিজে মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি জীবদ্দশায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমনকি বাগদাদী নিজেও ইমারাতে ইসলামিয়ার আমীর মোল্লা ওমরের হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী ছিলেন। অতঃপর বিদ্রোহ করলেন এবং বাইয়াত ভংগ করলেন।

বাগদাদীর গৃহপালিত অজ্ঞাত, অখ্যাত মজলিসে শুরা তাকে খলিফা ঘোষণা করেছে বলেই কি তিনি ইমারাতে ইসলামিয়া ককেশাসকে বিলুপ্ত ঘোষণার স্পর্ধা দেখালেন? অথচ চেচেন

মুজাহিদগণ দীর্ঘ চল্লিশ বছরের যুদ্ধের শেষ পর্বে উপনীত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তারা রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে প্রায় পাঁচ যুগ ব্যাপী এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ করেছেন।

যিনি নিজে বিদ্রোহ করেছেন, বাইয়াত ভংগ করেছেন এবং আমীরের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তিনি কিভাবে অজ্ঞাত দু'চার জন ব্যক্তিকে এই অধিকার দিতে পারেন যে, তারা তাকে খলিফা বানিয়ে দিবেন? আর যথারীতি তিনিও আদেশে জারি করবেন যে, যারা যুগের পর যুগ জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা যেন নিজেদেরকে সেসকল দায় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন। এ ধরনের কর্মকান্ডকে আমরা সংশোধন বলব নাকি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির অপপ্রয়াস বলব? এর মাধ্যমে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে নাকি শতধা বিভক্ত হবে? একি ইনসাফ না জুলুম?

বাগদাদী মনে করেন এই অধিকার তার আছে। কারণ, তিনি নিজ ধারনায় একজন খলিফা। সকলের উপর তার আনুগত্য আবশ্যক। তার দুটো ধারনাই ভুল। না তিনি মুসলমানদের খলিফা আর না তিনি আনুগত্যের হকদার। তিনি নিজেই তো আনুগত্যের অঙ্গীকার (বাইয়াত) ভংগ করেছেন।

“তোমরা কি মানুষদের সৎকর্মের আদেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও?”(সূরা বাক্বারা- ৪৪)

বাগদাদীকে খলিফা বানানোর এই পদ্ধতিটি যদি সঠিক হয় তাহলে প্রতিটি আদম সন্তানের সামনেই খলিফাতুল মুসলিমিন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কারণ, আবু অমুক আল হিমসী আর আবু অমুক আল মুসেলীরা খলিফা হওয়ার দাবী করবে এবং বলবে- আহলুল হাল্লি ওয়াল আ’কদ (বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ) আমাকে খলিফা নিযুক্ত করেছেন। আর আবু বকর আল বাগদাদীকে অপসারণ করেছেন। খলিফা নিযুক্ত করার যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকার রয়েছে, খলিফাকে অপসারণ করারা অধিকারও তাদের রয়েছে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমাকে কারা খলিফা নিযুক্ত করেছে? তখন সে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারে, বাগদাদীকে কারা খলিফা নিযুক্ত করেছে? এ পর্যায়ে তরবারীই হবে ফয়সালার একমাত্র মাধ্যম। যেমনটি ঘটেছিল দামেস্কে। তরবারীর জোরে উমাইয়াদেরকে পরাজিত করে যখন আব্বাসীগণ দামেস্কে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল তখন আব্দুর রহমান আদ দাখেল স্পেনে পালিয়ে যান এবং তরবারীর জোরে স্পেনের

শাসনক্ষমতা দখল করেন। ফলে মুসলিম জাহানে খলিফার সংখ্যা দুইয়ে উন্নিত হয়। এভাবে চলতে থাকলে শাসনক্ষমতার সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি বিবেচিত হবেন যিনি জ্বালাও পোড়াও ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড বেশি পরিচালনা করতে পারবে।

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে শাম ও ইরাকে খৃষ্ট শক্তি ভয়াবহ আক্রমণ করছে। দেশ দুটির মুজাহিদবৃন্দ উক্ত হামলার প্রধান টার্গেট। এমনকি যদি বলা হয় ককেশাস থেকে মালি পর্যন্ত প্রতিটি ভূখণ্ড ক্রুসেডীয় বাহিনীর হামলার শিকার তাহলে অত্যুক্তি হবে না। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে কি করা উচিৎ? আপাতত সকল মতবিরোধ ত্যাগ করা নাকি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টির নতুন দ্বার উন্মুক্ত করা?

যে সময় মার্কিনীদের বোমারু বিমানগুলো মুজাহিদগণের উপর উপর্যুপরি বোমা নিক্ষেপ করছে সে সময় স্ববিরোধী কয়েকটি দলীলের ভিত্তিতে শাম ও ইরাকের মুজাহিদগণকে বাইয়াত ভংগ করে বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে কি মাসলাহাত থাকতে পারে? মুজাহিগনকে বিদ্রোহী, অবাধ্য ও জামা'আহর অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ঘোষণা দেয়ার মধ্যে কি উপযোগিতা থাকতে পারে? শত্রুর মোকাবেলায় যিনি

আন্তরিকভাবে ঐক্য প্রত্যাশা করেন তার থেকে এধরনের আচরণ কি অপ্রত্যাশিত নয়?

বড় পরিতাপের বিষয় আমাকে আজ এ ব্যাপারে কথা বলতে হচ্ছে। কারণ, বাগদাদী ও তার অনুসারীরা আমাদের সামনে চুপ থাকার কোন পথ খোলা রাখেনি।

কবিতার অর্থঃ

‘আগন্তুক, তার সঙ্গী-সাথী ও সওদা গোত্রের লোকদেরকে সকলের উপস্থিতিতে বললাম;

তোমরা সমূহ অকল্যাণের জন্য প্রস্তুত হও। কারণ, যুদ্ধংদেহী বর্মধারী সরদারগণ আসছেন।

আমি আরো বললাম, মিত্ররা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। সুতরাং ক্ষান্ত হও।

তখন তারা সমতল ও উঁচু ভূমিতে পঙ্গপালের ঝাঁকের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত ধুলোবালি দেখতে পেল।

আমি যখন অশ্বারোহী বাহিনীকে ঝড়ের গতিতে ধাবমান দেখলাম তখন আমি তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলাম; কিন্তু যথাসময়ে তারা আমার উপদেশবাণী কানে নিল না।’

আরো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে, যে মুহূর্তে আমরা আমেরিকা জোটের হামলা মোকাবেলা করছি, সে মুহূর্তে বিরোধ

উস্কে দেয়া কি যৌক্তিক? এর কারণে শত্রুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না লাভবান হবে? তানযীম আল-কায়েদার বিরুদ্ধে বাগদাদী এবং তার অনুসারীরা বিদ্রোহ করা, বাইয়াত ভঙ্গের ঘোষণা দেয়া এবং তাদের আমীরের (বাগদাদীর) নির্দেশে সুস্পষ্ট অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের নেতৃত্বকে অবৈধ ঘোষণা করা, কতিপয় অপরিচিত ব্যক্তির সমর্থনে নিজেকে খলিফা মনে করা এবং মুজাহিদগণকে জামা'আহ থেকে বেরিয়ে এসে বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করে শত্রুরা ব্যথিত হবে নাকি আনন্দের বন্যায় ভাসবে? 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক।'

প্রিয় উম্মাহ! আমরা আপনাদেরকে গুরুত্বের সাথে অবগত করতে চাই যে, আমরা উক্ত খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং একে নবুয়্যতের আদলে খিলাফাহ বলে মনে করি না। এটি এমন ইমারাহ যা পরামর্শ ছাড়া শাসিত হচ্ছে। একে মেনে নেয়া এবং বাইয়াত গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নয়। তাছাড়া বাগদাদীকে আমরা খিলাফতের যোগ্য মনে করি না।

আমি আবারো বলছি যে, আমরা উক্ত খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই

না এবং নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ মনে করি না। এটি হচ্ছে বিনা পরামর্শে জবরদখলকৃত ইমারাহ। এর বাইয়াত গ্রহন করা মুসলমানের জন্য আবশ্যক নয় এবং বাগদাদী খিলাফতের যোগ্য নয়।

এ কথাগুলো আমার একার নয়; বরং সত্যের উপর অবিচল বিদগ্ধ আলেমগণ বিষয়গুলো নিশ্চিত করেছেন। তাদের কয়েকজন হলেন, শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, শায়েখ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনী, শায়েখ হানী আস-সিবায়ী, শায়েখ তারেক আব্দুল হালীম প্রমূখ। দাওয়াহ ও জিহাদের পথে তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে এমন এমন অবিস্মরণীয় ত্যাগ যা কল্পনাকেও হার মানায়।

এই পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আমার বার্তা হচ্ছে- বাগদাদী এবং তার অনুসারীদের গৃহীত নীতি সাধারণভাবে জিহাদে অংশগ্রহণকারী জামাআহ সমূহের এবং বিশেষভাবে তানযীম আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ, আমরা গোপন বাইয়াতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে শাসন করতে চাই না। নির্যাতন, নিপীড়ন, জ্বালাও-পোড়াও ও জবরদস্তিমূলক পন্থা প্রয়োগ করে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করতে চাই না। এগুলো সেই

পন্থা নয় যার জন্য যুগ যুগ ধরে মুজাহিদগণ জীবনের নজরানা পেশ করে আসছেন। তারা খিলাফতে রাশেদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তারা এত কিছু করেছেন এমন একটি খিলাফাহ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; যার মাঝে খলিফার শরয়ী শর্তাবলী পূর্নমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে। আর উক্ত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তথা-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে। তারা এত কিছু এজন্য করেননি যে, খিলাফাহকে ছিনতাই করা হবে।

হে মুসলিম জাতি! জেনে রাখুন, আমরা বাগদাদী ও তার দলকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে কারো পক্ষে এমন মনে করা সমীচীন হবে না যে, এটি হচ্ছে দুটি তানযীমের মতপার্থক্য; বরং এ হচ্ছে ক্ষমতালোভী স্বৈরশাসক ও তার মদদদাতাদের সাথে খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্ব বিলিয়ে মুসলিম উম্মাহর মতবিরোধ। আফসোস আজ আমাকে এসব কথাও বলতে হচ্ছে; কিন্তু বাগদাদী ও তার অনুসারীরা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে।

আমরা বাগদাদীর খিলাফয়াহকে স্বীকৃতি দেই না এবং এটা নবুয়্যতের আদলে খিলাফাহ মনে করি না। এর অর্থ এই নয় যে, তার সমুদয় সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ আমরা অবৈধ মনে করি। তার

যেমন রয়েছে পাহাড়সম ভুল তেমনি রয়েছে যথার্থ কিছু পদক্ষেপও।

তার ভুলের ফিরিস্তি যতই বড় হোক না কেন আমি যদি ইরাক বা শামে উপস্থিত থাকতাম; খৃষ্টান, ধর্মনিরেপেক্ষতাবাদী, সাফাবী ও নুসাইরীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতাম। কারণ, বিষয়টি এসবের অনেক উর্ধ্বে। এটি হচ্ছে খৃষ্টানদের হামলার মুখোমুখি মুসলিম উম্মাহর সমসসা। তাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই হামলার মোকাবেলা করা সকল মুজাহিদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

ইরাক ও শামে খৃষ্টানদের হামলার মুখে আমাদের কর্মপন্থা কি হবে তার বিস্তারিত আলোচনায় পড়ে আসছি। তখন নবুয়্যতের আদলে খিলাফাহ-র মৌলিক আলোচনাও করা হবে।

৫। পাকিস্তান ও আমেরিকান নৌবহরের উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করা ভারত উপমহাদেশীয় তানযীম আল-কায়েদার ভাইদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। এ সম্পর্কে এক বার্তায় তারা জানিয়েছেন যে, কেন তারা আমেরিকাকে টার্গেট করেছেন। কারণ, তারা মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে রক্ত ঝরাচ্ছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ

গোটা মুসলিম বিশ্বে। দো'আ করি আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে গোলামীর জিন্দেগী থেকে উদ্ধার করার তাওফীক দান করুন।

৬। ইমারাতে ইসলামিয়া ককেশাসের আমীর আবু মোহাম্মদ দাগেস্তানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাছি। তিনি অতি মূল্যবান একটি পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রটি তিনি উম্মাহর সকল আলিমগণকে সম্বোধন করে লিখেছেন। বিশেষভাবে যাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে আমিও একজন। অন্য মহোদয়গণ হলেন- শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, শায়েখ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনী, শায়েখ হানী আস-সিবায়ী, শায়েখ তারেক আব্দুল হালীম ও শায়েখ আবু মুনযির আশ শানক্বিতী।

তিনি আমার কাছে মোট দুটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এর জন্য আমি গর্ববোধ করি। তিনি আমার ব্যাপারে অনেক উঁচু ধারনা পোষণ করেন। আর দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি উপরোক্ত বিদগ্ধ শায়েখ গণের সাথে আমাকেও স্মরণ করেছেন। অথচ আমি আলিমও নই মুতাআল্লিমও নই। তবে হ্যাঁ, আমি আলিম ও ইলমকে ভালবাসি।

শামের ভাইদের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন

আমি তা মনোযোগের সাথে শুনেছি। তিনি মুজাহিদ ভাইদেরকে ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মুসলমানদের রক্ত ঝরানো ও তাদের মান-সম্মানে আঘাত করার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তিনি বলেছেন- **‘শুনে রাখুন, যতদিন পর্যন্ত আপনাদের মধ্যে পরস্পরকে ছাড় দেয়ার মানসিকতা তৈরি না হবে, যতদিন পর্যন্ত আপনারা সমঝোতার পথ বেছে নিতে না পারবেন এবং যতদিন পর্যন্ত শরীয় ফায়সালাকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে এবং আমীরের অনুগত না হতে পারবেন ততদিন পর্যন্ত ফিতনা নির্বাপিত হবে না।’**

তাই শায়েখের উদ্দেশ্যে আমি কেবল এটি বলতে পারি যে, আল্লাহ তা’আ’লা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনি আমার উপর যথেষ্ট আস্থা রেখেছেন। আল্লাহ আপনাকে আরো জাযা দান করুন। আপনি শামের মুজাহিদ ভাইদেরকে যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এই ফিতনার সময় মুজাহিদগণের মাঝে সমঝোতার যে দৃষ্টান্তমূলক অবস্থান আপনি গ্রহণ করেছেন তা সবার জন্য অনুকরণীয়। আল্লাহ তাওফীক দিতেছেন বলেই আপনি এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাই বেশি বেশি শোকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আপনাকে ও ককেশাসের মুজাহিদ ভাইদেরকে আমি কতটা

ভালবাসি এবং এই মুসলিম ভূখণ্ডটি আমার হৃদয়ের কতটা গভীরে আসন পেতে আছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আপনি হয়ত জেনে থাকবেন যে, আমার জীবনের আনুমানিক ছয়টি মাস উত্তর ককেশাসের দাগেস্তান শহরে কেটেছে। চেচনিয়া যাওয়ার পথে আমাকে বন্দী করা হয়। তারপর পুরো সময়টা অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়েছে। দো'আ করি দাগেস্তান ও ককেশাসে ইসলামের বিজয় সূচিত হোক।

দাগেস্তানের সেই দিনগুলোতে আমি কতিপয় গুণীজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন এবং তাদের কাছে পৌঁছে দিন আমার সালাম ও দো'আ।

আমার লিখিত **'ফুরসানু তাহতা রইয়াতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আ' লাহি ওয়াসাল্লাম'** কিতাবের দ্বিতীয় এডিশনে 'দাগেস্তানঃ.....' অধ্যায়ে ককেশাসের মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার ভালবাসার কিছু অনুভূতি ব্যক্ত করেছি। আমি যেতে চেয়েছিলাম চেচনিয়ায়; কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন ভিন্ন কিছু। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমি ফিরে আসি আফগানিস্তানে। এখানে শায়েখ উসামা রহ. আমাকে বুকে

জড়িয়ে নেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি বার বার শায়েখের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হই। আপনার মূল্যবান পত্রে উপরোক্ত মহোদয়গণের সাথে আমাকেও স্মরণ করেছেন। এটিই প্রমাণ করে যে এ উম্মত একতাবদ্ধ। সুখে দুঃখে একে অপরের অংশীদার। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির হাজার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। বরং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বরাবরের মতই অটুট আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর কেনইবা এমনটি হবে না; অথচ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পুরোই আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তা'আ'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলছেন-

"পক্ষান্তরে তারা যদি তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শান্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।"
(সূরা আনফাল- ৬২,৬৩)

তাই আশা করব, আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতে কখনো কার্পণ্য করবেন না এবং দো'আর সময় আমকে ভুলবেন না। আপনাদেরকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আল্লাহর হুকুমে ইসলামের এক সোনালী অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে। আমরা এক মহাবিজয়ের দোরগোড়ায় উপনীত হয়েছি। আশা করছি আল্লাহ তা'আ'লা আপনার সাথে সাক্ষাৎ নসীব করবেন এবং আপনার হিকমত ও কর্মপন্থা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিবেন। এটি আল্লাহ তা'আ'লার জন্য মোটেও কঠিন কিছু নয়।

৭। স্মরণ করছি বন্দী মুজাহিদ ভাইদেরকে। তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে কারাপ্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। স্মরণ করছি সেই সকল বীরাঙ্গনা বোনদেরকে যারা বিশ্বের বিভিন্ন জেলে দুর্বিসহ যন্ত্রণার মাঝে কালাতিপাত করছেন। বিশেষভাবে স্মরণ করছি শায়েখ আবু হামজা রহ. এর বিধবা স্ত্রী হাসনা এবং তার অন্য বোনদেরকে; যারা ইরাকে বন্দী আছেন। এর স্মরণ করছি আমেরিকায় বন্দী আফিয়া সিদ্দিকীকে। জাজিরাতুল আরবে হায়লা আল-ক্বাসীর এবং তার বোনদেরকে।

মুজাহিদ ভাইদেরকে বলব, বন্দী বিনিময়ের সময় বোনদেরকে মুক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন। অনিবার্য কোন কারণ ছাড়া এই অবস্থান থেকে সরে আসবেন না। যদিও মুজাহিদদের হাত থেকে মুক্ত ব্যক্তি হাজার বছর বেঁচে থাকেন অথবা এক বোনের মুক্তির বিনিময়ে হাজারও ভাইকে বন্দী করার আশংকা হয়।

মোবারকবাদ জানাই খোরাসানী ভাইদেরকে। তারা আমেরিকার নাগরিক ওয়ান আইনষ্টাইনকে অবমুক্ত করার বিনিময়ে আফিয়া সিদ্দিকী ও শায়েখ আবু হামজা এর বিধবা স্ত্রীর মুক্তি দাবী করেছেন।

সশ্রদ্ধ মোবারকবাদ জানাই 'জাবহাতুন নুসরার' ভাইদেরকে। আল্লাহ তা'আ'লা তাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে নুসরত (সাহায্য) করুন। তাদেরকে এবং তাদের ভাইদেরকে 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ' প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন। যে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে দুর্বল-সবল, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলের উপর সমভাবে শরয়ী বিধিবিধান প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। যে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে শুরার উপর ভিত্তি করে। সততা, আমানতদারী ও বিশুদ্ধ আকিদার উপর ভিত্তি করে।

যেখানে মুসলমানদের জানের হিফাযত সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। যে খিলাফতে শৈথল্যবাদীদের ছাড়াছাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকারীদের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতে এবং শাসকের লালসা পূরণ করতে খুনখারাবীর পথ বেছে নেয়া হবে না।

আল্লাহ তা'আ'লা জাবহাতুন নুসরাকে দীর্ঘজীবি করুন। তারা কয়েকজন সন্ন্যাসিনীর বিনিময়ে একশত বায়ান্নজন বোনকে ছাড়িয়ে এনেছেন। যাদের মধ্যে ছিলেন একজন দুঃখিনী মা এবং তার চার শিশু সন্তান। তারা সকলেই বন্দী ছিলেন নরপিশাচ বাশারের হাতে।

আল্লাহ তা'আ'লা জাবহাতুন নুসরাকে দীর্ঘজীবি করুন। তারা বন্দী বিনিময়ের আওতায় লেবানন সরকারের হাতে বন্দী বোনদেরকে অবমুক্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'আ'লা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন এবং বন্দী ও বন্দিনীগণকে মুক্ত করার তাওফীক দান করুন। বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে তারা অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আ'লা তাদের কথা ও কাজে ইখলাস দান করুন। তাদের আমলসমূহ কবুল করুন

এবং সুদৃঢ় করে দিন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন।

মুজাহিদ ভাইদেরকে এবং সাড়া দুনিয়ার মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই অকুতোভয় সৈনিকের কথা যিনি আমেরিকার হাতে বন্দী হয়ে আছেন। তিনি হলেন, অসীম সাহসী ওমর আব্দুর রহমান। আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন এবং বন্দীদশা থেকে মুক্তির ফায়সালা করুন। যখন আল্লাহর এই সৈনিককে আমেরিকার আদালতে হাজির করা হল এবং বাদীপক্ষ তার মৃত্যুদণ্ড কামনা করল তখন তিনি নূন্যতম বিচলিত হলেন না; বরং তার বজ্রহুংকারে কেঁপে উঠল সভাগৃহ, যেন তাগুতী প্রাসাদ এখনই মুখ থুবড়ে পড়বে। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন- ‘হে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকমণ্ডলী! সত্য প্রকাশিত হয়েছে। চক্ষুষ্মানদের সামনে তার আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। হুজ্জত কায়েম হয়েছে। সুতরাং আপনার কর্তব্য হল আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং আল্লাহর বিধানের সাথে ঐক্যমত পোষণ করা। যদি এমনটি করতে ব্যর্থ হন আপনি কাফির, জালিম ও ফাসিকে পরিণত হবেন।’

আমি মুজাহিদ ভাইগণকে আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের ভাই খালেদ শায়েখ মুহাম্মাদের কথা। যিনি পেন্টাগন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেনিসিলভেনিয়ায় ইস্তেশহাদী হামলার সমন্বয়ক।

আমি আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সাফাবী ও রাফেযীদের হাতে বন্দী ভাইদের কথা। মরক্কো, শাম ও ইরাকে বন্দী ভাইদের কথা। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সোমালিয়ায় বন্দী ভাইদের কথা এবং বিশ্বব্যাপী সকল মুসলিম বন্দী ভাইদের কথা।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! বন্দী ভাই-বোনদের মুক্ত করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শক্তি। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং দুর্বলতা ও হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলুন।

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহর ইচ্ছা হলে পরবর্তী পর্বে আবারো কথা হবে।

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ২]

بسمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه

জুমাদাল উখরা ১৪৩৬ হিজরী এটি ইসলামী বসন্ত শিরোনামে সিরিজ আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব। উক্ত ধারাবাহিকতায় ইসলামের আশুবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কারণ, মুসলিম উম্মাহ আজ খুঁজতে শুরু করেছে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির পথ। যাতে বদলে দেয়া যায় পরাজয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। ছুড়ে ফেলা যায় দাসত্বের শৃঙ্খল। নিষ্কৃতি লাভ হয় চারিত্রিক, সামাজিক অবক্ষয় থেকে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক অধঃপতন থেকে। আরব বসন্তের চাকচিক্যে যারা প্রবঞ্চিত হয়েছিল তাদের আর বুঝতে বাকী নেই যে, এই বসন্ত নির্যাতন, নিপীড়ন ও গোলযোগের নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যার গতি-প্রকৃতি পূর্বের চেয়ে বহুগুণে তীব্র ও কুৎসিত। অশুভ শক্তির বিজয়কে ত্বরান্বিত করে এই বসন্তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

অথচ উম্মাহ এই আপদ থেকে মুক্তিই কামনা করেছিল। মুসলিম জাতি আজ চরম বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, যে সকল ইসলামী দল মুক্তির আশায় সেকুলারিজম, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরাতন্ত্রকে আদরশরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল তারা দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই হারিয়েছে।উম্মাহর কাছে আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণ যে সতর্ক বার্তা উচ্চারিত করেছিলেন তা যথার্থই ছিল। তারা বলেছিলেন যে, দাওয়াত ও জিহাদের পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। কোরআন-সুন্নাহ বর্ণিত পথ। বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত পথ। তাই সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহর সামনে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। যাতে মানুষ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথে পরিচালিত হতে পারে।কর্তব্যের তাগিদেই মুজাহিদ ও দাঈগণকে আরো দুটি বিষয় উম্মতের সামনে বর্ণনা করতে হবে।

১। যেসকল তানযীম দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করতে চায় তারা সর্বসাধারণকে নির্বিচারে তাকফীর করে না এবং তাকফীর করার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায় না।

২। জিহাদী তানযীম সর্বদা নবুয়্যতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এমন কোন শাসককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কাজ করে না, যিনি মুসলমানদের রক্তের বন্যা বইয়ে তাদের লাশের উপর দাড়িয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, যিনি যে কোন মূল্যে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকতে চান।আমার বক্তব্য পরিষ্কার, আমরা আমরা খুলাফায়ে রাশেদার অনুরূপ শাসন চাই। যাকে আঁকড়ে থাকার আদেশ করেছেন স্বয়ং নবী করীম ﷺ। তিনি বলেন,

“আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি এবং ইসলামী নেতৃত্বের শ্রবন ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদি কোন হাবশী গোলামও (তোমাদের আমীর নিযুক্ত) হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা (ভবিষ্যতে) জীবিত থাকবে তারা অসংখ্য ব্যাপারে মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সেই যুগ পাবে সে যেন আমার সুন্নাহ ও হেদায়াতের দিশারী খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।”(মুসনাদে আহমদ- ১৭১৮৫)

আমরা খোলাফায়ে রাশেদার আদলে হুকুমত চাই। কারণ, খোলাফায়ে রাশেদার উপর সন্তুষ্ট থেকে রাসুল ﷺ দুনিয়া থেকে

বিদায় নিয়েছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আবু মুসলিম খোরাসানীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাই না।আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা ঝকঝকে তরবারী উঁচু করে বলে ইনি আমীরুল মু'মিনিন। তার মৃত্যুর পর আমীরুল মু'মিনিন হবে জনাব অমুক সাহেব। যে ব্যক্তি মানবে না তার জন্য রয়েছে এই তরবারী। আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা বলে, যে ব্যক্তি এই জামা'আহ (শাসনক্ষমতা) নিয়ে আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। আমরা এমন শাসক চাই না যিনি বলেন, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা আমার হাতের চাবুক ছিনিয়ে নিয়েছে। বিনিময়ে দিয়ে গেছে ধারালো তরবারী। যার বাঁট আমার হস্তে, ফিতা আমার স্কন্ধে, আর ধারালো অংশ বিরুদ্ধাচারীর গলে।আমরা এমন শাসকও চাই না, যিনি বলবেন, আমরা এই খিলাফাহ অধিকার করেছি শক্তির মাধ্যমে, জ্বালাও-পোড়াও ও ভাঙচুরের মাধ্যমে।

দাঈগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহকে বুঝানো যে, ইসলামী শরিয়াহ শুরা ভিত্তিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। পাশাপাশি উম্মাহর এই অধিকার রয়েছে যে, তারা নিজেদের খলিফা নির্বাচন করবেন এবং খলিফার কাছে জবাবদিহিতা তলব করবেন।দাঈগণের আরো একটি কর্তব্য হচ্ছে, বাড়াবাড়ি ও

শৈথিল্য প্রদর্শন; এই দুই প্রান্তিকতা সম্পর্কে সতর্ক করা।

শৈথিল্যবাদীরা শরীয়ত বিরোধী পন্থায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন দেখে। যেমন- মুসলিম ব্রাদারহুড এবং সিসির আশীর্বাদধন্য সালাফী আন্দোলন। আর যারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত তারা কতক অপরিচিত ব্যক্তির গোপন বাইয়াতের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবী করেছে। তারা খলিফা বানিয়েছে এমন একজনকে যাকে উম্মাহ নির্বাচন করেনি এবং তিনি তাদের সন্তুষ্টিভাজনও নন।

তারা আকস্মিকভাবে একজন খলিফা আবির্ভাবের সংবাদ পরিবেশন করল। তারা বলল তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন এমন লোকদের মাধ্যমে যাদের তোমরা জান না এবং কল্পনাও করতে পার না। তোমাদের দায়িত্ব হল তাদেরকে মেনে নেয়া এবং আনুগত্য করা। আনুগত্য করতে ব্যর্থদের- সে যেই হোক- প্রাপ্য হচ্ছে- একঝাঁক তাজা বুলেট, যা বিদ্ধ হবে তার মস্তকে। এমন কথা কেবল ঐ সকল লোকের মুখেই শোভা পায় যারা ক্ষমতা দখল করেছে বুলেটের মাধ্যমে। জ্বালাও-পোড়াও ও ধ্বং সযজ্ঞের মাধ্যমে।

মুজাহিদ, দাঈ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নির্বিশেষে প্রত্যেকের দায়িত্ব

হল, প্রচার মাধ্যমের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এর মাধ্যমে তারা তাদের আমীরকে চিনে নিবেন। তার আদেশ নিষেধ জেনে নিবেন। তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নরের পরিচয় লাভ করবেন। আর যারা প্রচার মাধ্যমের প্রতি সার্বক্ষনিক দৃষ্টি রাখল না- ফলে করনীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকল শাস্তির মুখোমুখি হলে তারা যেনপ অন্যকে দোষারোপ না করে। এর জন্য সে নিজেই দায়ী।দাঈগণের দায়িত্ব হল তারা নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ এবং বংশীয় শাসনের মধ্যকার পার্থক্য সর্বসাধারণকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন। বংশীয় শাসন সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেন, **“সর্বপ্রথম যে আমার সুন্নাহকে বিকৃত করবে সে উমাইয়্যার লোক।”** (শায়েখ আলবানী রহ.। তিনি এই হাদিসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। ছিলছিলাতুস সাহীহাহ; খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা- ৬৪৮)

প্রখ্যাত এক আলিম বলেন, সম্ভবত হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা এবং উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচন করা।হাদিসটিতে রাসুল ﷺ বলপূর্বক খলিফা হওয়ার দাবীদারকে সুন্নাহ বিকৃতকারী আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য কি গর্ব করা সাজে যিনি জোরপূর্বক নিজেকে খলিফা দাবী করেছেন?

প্রভাব বিস্তার ও জবরদখল- আল মুলকুল আদূদ তথা বংশীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য। আর এই ব্যবস্থা 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ' ভেঙ্গে পড়ার কারণ। আল্লাহ যদি চান তাহলে পরবর্তী কোন পর্বে খিলাফাতুন নুবুয়্যাহ সম্পর্কে কিছু মৌলিক আলোচনা করব। আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কি কারণে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল।

খিলাফাহ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখার প্রত্যাশায় আমরা এই মাত্র ধড়ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠিনি। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জোট সেনাদের হামলার মুখে খিলাফতের পতন ঘটেছিল। এটি ছিল বংশীয় শাসনের কুফল। যা উইপোকার ন্যায় উম্মাহর হাড়-মাংস খেয়ে ফেলেছিল এবং একসময় তা বিধ্বস্ত হয়েছিল। যদি আলিম ও আল্লাহ ওয়ালাগণ না থাকতেন, মুজাহিদ ও নেককারগণ না থাকতেন তাহলে অল্প সময়ের ব্যবধানে এই উম্মাহ পরাজিত হত এবং কিছুতেই চৌদ্দশত বছর টিকে থাকতে পারত না।

ইতোপূর্বে খিলাফাহ বড় বড় শক্তির মুখোমুখি হয়েছে। সেই শক্তি বর্তমান কুফরি শক্তির তুলনায় নিতান্তই দুর্বল ছিল। কিন্তু আমরা ইতিহাসের কঠিনতম ক্রুসেডীয় আক্রমণের শিকার।

আজ আমরা যাদের মোকাবেলা করছি তারা অস্ত্রে-শস্ত্রে আমাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী। এমনিভাবে ঈমান আমল ও জিহাদের ময়দানে আমরা পূর্ববর্তীগণের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। সুতরাং যে সকল কারণে পূর্ব খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল যদি সেগুলোর প্রতিকারে আমরা সচেষ্ট না হই তাহলে পূর্বের চেয়ে বড় পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হবে।'আলমুলকুল আদূদ' তথা বংশীয় শাসনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ না করা। স্বেচ্ছার, জুলুম ও মুসলমানদের সম্ভ্রমে আঘাত করা। নেক কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান নিষিদ্ধ করা। রাসুল ﷺ বলেছেন,

"ইসলামের বিধানগুলোকে একটি একটি করে ধংস করা হবে। যখনই একটি বিধান ভেঙ্গে দেয়া হবে মানুষ অন্যটি ধরে রাখার চেষ্টা করবে। এভাবে প্রথম যে বিধানটি ভেঙ্গে দেয়া হবে তা হচ্ছে কোরানী শাসনব্যবস্থা এবং সর্বশেষ বিধানটি হচ্ছে নামাজ।"
(আল জামেউ সাগীর- ৯২০৬)

নবুয়্যতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুসংবাদ শুনাতে এবং জুলুম ও ফাসাদ নির্ভর রাজত্বের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে একে একে ইনশাআল্লাহ জেনে নিব মুসলিম বিশ্বের

হালচাল।মুসলিম উম্মাহ আজ এমন একটি যুগ পার করছে যখন দ্রুত গতিতে জিহাদের উত্থান ঘটছে। সুযোগ পেলেই তাতে ফুঁকে দেয়া হচ্ছে নতুন প্রাণ, ভিন্ন জীবন। উম্মাহ মুছে ফেলছে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস- রচনা করছে ইনসাফ ও শুরা ভিত্তিক শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে স্বাধীন করারা ইতিহাস।

মানব জাতির বিকাশ ও উন্নতির পথে এবং একটি সুস্থ মানবসমাজ বিনির্মাণে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি। এ বাধাগুলোর রূপ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নিকট অতীতে আমরা অর্জন করেছি কিছু নৈরাশ্যকর অভিজ্ঞতা। মুসলিম উম্মাহর পরামর্শ ছাড়া খিলাফতের অযৌক্তিক দাবীর কারণে শামে সংঘটিত হয়েছে ভ্রাত্রিঘাতি যুদ্ধ। এত কিছু সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির পাল্লা আজ অনেক ভারী।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ যখনই হোঁচট খেয়েছে তখনই নব উদ্দমে জেগে উঠেছে। আর তাইতো গৃহযুদ্ধের পর আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারাহ কায়েম হয়েছিল। আলজেরিয়ায় সশস্ত্র ইসলামী দল অস্ত্র ত্যাগের পর জামা’

আতে সালাফিয়্যাহ দা'ওয়াহ ও কিতালের ঝাণ্ডা উঁচু করেছে এবং মুজাহিদগণের বরকতময় কাফেলার সাথে একীভূত হয়েছে। যা আজ তানযীম আল-কায়েদা বিলাদিল মাগরিব নামে পরিচিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শামের ফিতনা নির্মূল হওয়ার পর শামের জিহাদ নতুন মাত্রা লাভ করবে। সঠিক চিন্তা-চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শুরা ও ইনসাফ ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে।বিভিন্ন দেশে ইসলামের উত্থান প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে ইরাক ও শামের উপর ক্রুসেডীয় বাহিনীর হামলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না।

আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা! ইরাক ও শামের উপর খৃষ্টানদের চলমান হামলা তদের ধারাবাহিক হামলারই অংশ। যার পরিধি ফিলিপাইন থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, চেচনিয়া থেকে সোমালিয়া ও মধ্য-আফ্রিকা পর্যন্ত এবং পূর্ব-তুর্কিস্তান থেকে ওয়াজিরিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যাকে নাম দেয়া হয়েছে **'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'।** এমনকি আজ শাম ও ইরাকে খৃষ্টানরা যেই হামলা শুরু করেছে তা নির্দিষ্ট কোন দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- জিহাদের উত্থানকে ব্যর্থ করে দেয়া। উক্ত হামলাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে এবং এর মোকাবেলা করতে হবে।

এই হামলাকে সফল করতে শত্রুরা মতবিরোধ দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই হামলা মোকাবেলা করার জন্য আমদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের একটি প্রস্তাব আমি পেশ করব। তবে তার আগে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। যদিও আমরা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং তাকে খিলাফতের উপযুক্ত মনে করি না তবুও তার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। তাই যদি তারা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে তাহলে আমরা তাদের এই সিদ্ধান্ত ও কাজের সমর্থন করব; কিন্তু যদি তারা তাদের এবং অপরাপর জিহাদী তানযীমসমূহের মাঝে বিরোধ নিরসনে শরীয়তের দ্বারস্থ হতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না।

যখন তারা কাফির নেতৃবৃন্দকে হত্যা করবে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন তারা আবু খালেদ আস-সূরীকে হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যখন তারা খৃষ্টান, রাফেযী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন তাদের যুদ্ধকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু যখন তারা মুজাহিদগণের ঘাঁটি

দখলের নামে বা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় তখন আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। এমনিভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলে নিতে চাইলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। যখন তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে অথবা আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের জন্য সংগঠিত হবে তখন আমরা তদের পক্ষে; কিন্তু তারা যখন মুজাহিদ ভাইদের উপর অপবাদ আরোপ করবে এবং দুর্নাম রটাবে তখন আমরা তদের বিপক্ষে।

এমনিভাবে যখন তারা আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে সাইকস পিকস এগ্রিমেন্টের সাথে সমঝোতাকারী বলে আখ্যা দেয় এবং আমাদেরকে সেই ব্যভিচারিণীর সাথে তুলনা করে যে নয় মাসের গর্ভ লুকিয়ে রাখতে চায় তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।যখন তারা মুসলিম বন্দীগণকে মুক্ত করে এবং জেল থেকে বের করে আনে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন কোন কাফির বন্দীকে ইসলাম গ্রহণের পরও হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।যখন তারা আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে মান্য করে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যখন তারা তানযীম আল-কায়েদা ও মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইয়াত ভংগ করে, আবু হামযা মুহাজির রহ. এর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং বলে যে, আল

-কায়েদা এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইয়াত গ্রহণের মত কোন ঘটনা পূর্বে ঘটেনি তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা কোন ভূখণ্ডে মুসলিম ভাইদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন তারা শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় খিলাফা ঘোষণার মাধ্যমে মুজাহিদগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যদি তারা শুরা ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যদি নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার মাধ্যমে জোরপূর্বক কোন খিলাফাহ মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে আমরা তাদের বিপক্ষে। আমরা তাদের সাথে ইনসাফ পূর্ণ আচরণ করব যদিও তারা জুলুম করে। আমরা আল্লাহর আনুগত্য করব, যদিও তারা আমাদের সাথে চাল-চলন ও আচরনে আল্লাহর নাফরমানী করে।

এতসব সমস্যা সত্ত্বেও ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে বলব, যেন তারা পরস্পরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং সমন্বিতভাবে চলমান ক্রুসেডীয় হামলার মোকাবেলা করেন। যদিও বাগদাদীর সাথে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে এবং যদিও

তারা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেয়নি। খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবী করা এবং একে স্বীকৃতি না দেয়ার বিতর্ক এখানে মুখ্য নয়। কারণ, মুসলিম উম্মাহ এখন খৃষ্টানদের আক্রমণের শিকার। তাই এই হামলা রুখে দিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলতে চাই, যখন খৃষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মুজাহিদগণের যে কোন দলের বিরুদ্ধে- যার মধ্যে বাগদাদীর দলও আছে- যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে আমরা মুজাহিদগণের সাথে থাকব। যদি তারা আমাদের উপর জুলুম করে, আমদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদগণের মতামত না নেয় এবং এ ক্ষেত্রে শরয়ী ফয়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকে তবুও আমাদের অবস্থান ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে না। আল্লাহার মেহেরবানীতে আমরা মুসলিমগণকে এবং মুজাহিদগণকে সহযোগিতার কথা পূর্বেও বলেছি, এখনো বলছি। ক্রুসেডার, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যখন বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরকে সহযোগিতা করতে বলি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলি না যে, তিনি খলিফাতুল মুসলিমিন বা তিনি এবং তার অনুসারীগণ খেলাফতে রাশেদার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

কারণ, এই দাবী অবাস্তব। প্রমাণিত নয়। মূলত ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করার স্বার্থে আমরা তাদেরকে সাহায্য করার পক্ষপাতি।

আমরা যখন জাবহাতুন নুসরার ভাইদেরকে সাহায্য করি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্য করি না যে, তারা আমাদের ভাই এবং তানযীম আল-কায়েদার বাইয়াত গ্রহণকারী; বরং তাদেরকে সাহায্য করি; কারণ তারা মুসলমান, তারা মুজাহিদ।

যখন শাম ও ইরাকে মুজাহিদগণকে সাহায্য করারা আহ্বান জানাই তখন তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, তাদের সাথে আমাদের মতের মিল রয়েছে বা মতবিরোধ রয়েছে। বরং তাদেরকে সাহায্য করারা আহ্বান জানাই শরীয়তের বাধ্যবাধকতার কারণে। আল্লাহ তা'আ'লা বলেন,

"আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করা সমবেতভাবে, যে মন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকিন্দের সাথে রয়েছেন।"(সূরা তাওবা- ৩৬)

আমাদের অবস্থানে কোন অস্পষ্টতা নেই। আমরা ইরাক ও শামের সকল মুজাহিদের পাশে আছি। ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় তুর্কিস্তান থেকে মালি পর্যন্ত, ককেশাসের পর্বতচূড়া

থেকে আফ্রিকার বনভূমি পর্যন্ত এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিম ও মুজাহিদের পাশে আছি। আমরা তাদেরকে সাহায্য করব, তাদের শক্তি যোগাব। তাতে আমাদের সাথে তাদের আচরণ ভাল হোক বা মন্দ। তারা আমাদের সাথে জুলুম করুক বা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করুক। মোটকথা, কোন অবস্থাতেই আমাদের এই অবস্থান পরিবর্তন হবে না। কিন্তু শরয়ী ফয়সালাকে পাশ কাটানো, মুসলমানদের নির্বিচারে তাকফীর করা, তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, মুজাহিদগণের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং মুসলমানদের পবিত্রতা এবং মান-সম্ভ্রমে আঘাত করার ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমর্থন দেব না।

শাম ও ইরাকে অধিকাংশ মুজাহিদ এবং সাড়া বিশ্বের মুজাহিদগণের ব্যাপারে আমরা ভালো ধারণা পোষণ করি। আমাদের বিশ্বাস তারা ঘর থেকে বের হয়েছেন আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে, শরিয়াহ ও খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। দো'আ করি আল্লাহ তা'আ'লা তাদের নেক আমলসমূহ কবুল করুন। তাদের গুনাহ মাফ করুন এবং তাদেরকে দান করুন দুনিয়ার মর্যাদা এবং আখিরাতের সফলতা।এমনিভাবে আমরা মনে করি যে, যে সকল জিহাদী

তানযীমের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সকলেই এর জন্য দায়ী নয়। বরং গুটিকতক মানুষ এর জন্য দায়ী, যারা সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। সরলপথে পরিচালিত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ করে দেন।

শাম ও ইরাকের ভাইদেরকে খৃষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরেপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করারা জন্য সারা দুনিয়ার মুসলমান এবং মুজাহিদ ভাইদের সামনে কয়েকটি কর্মপন্থা পেশ করব। এগুলো দুই ধরনের। কিছু কর্মপন্থা শাম ও ইরাকী ভাইদের জন্য আর কিছু কর্মপন্থা অন্যান্য ভাইদের জন্য। শাম ও ইরাকের বাহিরের ভাইদের কর্মপদ্ধতিঃযে সকল মুসলিম শাম ও ইরাকের বাইরে আছেন আমি তাদের বলব, আপনারা খৃষ্টানদের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানুন। এটি করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্থ হবেন না।

এই আঘাত কেন করবেন? কারণ, পশ্চিমা খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলো ইরাক ও আহামের আগ্রাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অন্যরা তাদের আদেশ পালন করছে। আমরা যদি মাথায় আঘাত হানতে পারি তাহলে ডানা ও দেহ দুটোই ধরাশয়ী হবে। এ যুদ্ধ যদি তাদের

ঘরে সংক্রমিত করা যায় তবে অবশ্যই তারা লেজ গুটাতে বাধ্য হবে এবং তাদের সমরনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হবে।আমরা মনে করি এখন পশ্চিমা খৃষ্টানদের বিভিন্ন স্বার্থে আঘাত হানা উচিৎ এবং যুদ্ধকে তাদের দেশে স্থানান্তর করা উচিৎ। তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে, তারা যেভাবে বোমা বর্ষণ করছে সেভাবে নিজেরাও বোমা বর্ষণের শিকার হবে। যেভাবে তারা অন্যদেরকে হত্যা করছে সেভাবে তাদেরকেও হত্যা করা হবে। তারা যেভাবে অন্যদের ক্ষত-বিক্ষত করছে তাদেরকেও সেভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হবে। তারা যেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াও করছে তারা সেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াওয়ের শিকার হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে- পরাজয়ের স্বাদ কতটা তিক্ত হতে পারে। অনেক মুসলিম যুবক যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারছে না বলে আক্ষেপ করছে। আফগানিস্তান, ওয়াজিরিস্তান, ইরাক, শাম, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সোমালিয়া, কাশ্মীর, চেচনিয়া এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র দেখে দেখে তাদের অন্তর ক্ষোভে ফুঁসছে। আবার অনেকে ইস্তেশহাদী হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের করণীয় হচ্ছে পশ্চিমা দেশসমূহে আক্রমণ করা। তাদের অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং শিল্প কারখানায় আক্রমণ করা।

বিস্ফোরক ছাড়াও কখনো কখনো ইস্তেশহাদী হামলা সম্ভব। আর যদি বিস্ফোরকের প্রয়োজন হয়ও তাহলে তা প্রচলিত বিস্ফোরক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিস্ফোরক ছাড়া বা প্রচলিত বিস্ফোরক ছাড়া হামলার যেসকল উপায় রয়েছে সেগুলো বিবেচনায় রাখা যেতে পারে এবং চিন্তাভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে আরো অনেক পন্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এ ময়দানে নিকট অতীতে অনেক জানবাজ স্থাপন করে গেছেন অসংখ্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাদের কয়েকজন হলেন, রমজী ইউসুফ ও তার সঙ্গীগণ, মোহাম্মাদ আতা এবং তার সঙ্গীগণ, মোহাম্মাদ সিদ্দিক খান, শেহজাদ তানভীর, নিদাল হাসান, ওমর ফারুক, তামারলার ও তার ভাই যোখার সারনায়েত, মুহাম্মাদ মারাহ ও প্যারিস হামলার রূপকারগণ। সুতরাং কেন আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি না এবং যুদ্ধের একাধিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি না? এই পন্থায় যারা কিছু করতে আগ্রহী তাদের জন্য ময়দানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনও হতে পারে যে, আপনার দুকদম সামনেই জিহাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। তাছাড়া জিহাদের ময়দানে পৌঁছতে গেলে শত্রুদের প্রযুক্তির চোখে ধরা পড়তে পারেন। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। এ ধরনে আক্রমন

পরিচালনা করতে আস-সাহাম মিডিয়া পরিবেশিত ‘ফা ক্বতিল ফী সাবিলিল্লাহ লা’ অডিও/ভিডিও বার্তা এবং আল-মালাহীম মিডিয়া পরেবেশিত **‘হাররিদ’ বা Inspire** সাময়িকী থেকে আপনারা কৌশলগুলো এর সমৃদ্ধ করে নিতে পারেন।

খৃষ্টান দেশে বসবাসকারী হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনারা কিতালের শরীত নীতিমালা শিক্ষা করুন। তারপর শরীয়ত অনুমোদিত টার্গেট খুঁজে বের করুন। উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করুন এবং ই’দাদ গ্রহণ করুন। আর সাবধান, কাছের মানুষটিকেও আপনার সংকল্প সম্পর্কে অবহিত হতে দিবেন না। মুসলমানদের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা গুপ্তচরদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। তারপর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনে অগ্রসর হোন। আল্লাহর হুকুমে বিজয় আপনারই হবে। মোবারকবাদ জানাই বাইতুল মাকদিসের ভাইদেরকে! তারা অতি সাধারণ অস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের ফারীজা পালন করে যাচ্ছেন। নিজেদের ভঙ্গুরদশা ও দুর্বলতা সত্বেও তারা মুসলিম উম্মাহর সামনে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।শাম ও ইরাকী ভাইদের কর্মপদ্ধতিঃশাম ও ইরাকের মুজাহিদ ভাইদেরকে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের আহ্বান জানাচ্ছি। যেন অঞ্চল দুটি একটিমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। যেখানে মুজাহিদগণ অবাধ

বিচরণের সুবিধা ভোগ করবে এবং পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিবে। নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বিবিধ উপকরণ সংরক্ষণের যৌথ ব্যবস্থাপনা থাকবে। সেই অঞ্চলে উভয় দেশের যুদ্ধাহত মুজাহিদগণকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে। মুজাহিদগণের পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহেরও ব্যবস্থা করা হবে। এসকল দিক থেকে খৃষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টি অনেক জটিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে বাস্তববাদী হতে হবে। বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়া চলবে না। তাই আমদেরকে মানতে হবে যে, এই মুহূর্তে এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন। কারণ, শাম ও ইরাকের ফিতনা মুজাহিদদের মাঝে আস্থার বিরাট এক সংকট সৃষ্টি করেছে। এই ফিতনায় নিহত হয়েছে সাত হাজার মানুষ। আহত হয়েছে এর কয়েকগুণ। ফিতনা তখনো অব্যাহত ছিল। এরই মাঝে গুটিকতক অজ্ঞাত ব্যক্তির বাইয়াতের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আসল। উক্ত খিলাফতের প্রতি সাধারন মুসলমান তো দুরের কথা অধিকাংশ মুজাহিদই সমর্থন ব্যক্ত করেননি। যখন কয়িপয় অতি উৎসাহী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইসলামী ইমারাহ ও ইসলামী দলসমূহের বৈধতা রহিত হওয়ার

এবং সকলের উপর কথিত খলিফার বাইয়াত ওয়াজিব হওয়ার ঘোষণা আল্ল এবং অনুগত সৈনিকদের বিরোধীদের খুলি উড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করা হল; তখন সংকট আরো ঘনীভূত হল। এই দুঃখজনক ঘটনা পারস্পারিক সহযোগিতার দ্বার অনেকটা রুদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ, মুজাহিদগণের রয়েছে নিজেদের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের তিক্ত অভিজ্ঞতা। এখন এক পক্ষের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অন্য পক্ষের যুদ্ধাস্ত্র এবং বিভিন্ন উপকরণ প্রেরণকে ভীতির চোখে দেখা হয়। তাই মুজাহিদগণের মাঝে পারস্পারিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাতে ইরাক ও শামে যুদ্ধরত খৃষ্টান, সাফাবী ও সেকুলারদের মোকাবেলায় পারস্পারিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়।

শাম ও ইরাকে মুজাহিদগণের পারস্পারিক আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার উপায়ঃ

১। অনতিবিলম্বে মুজাহিদগণের মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধ রাখা।

২। বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ বা এধরনের অন্য কোন অজুহাতে বিরোধীদের মস্তক ঝাঁঝরা করে দেয়ার মানসিকতা এখনই পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, জোটবদ্ধ শত্রুসেনাদের

মোকাবেলায় মুজাহিদিনদের প্রচেষ্টা ও শক্তিসমূহকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এখন সময়ের দাবী। ইরাক ও শামে ফিতনার আগুন উস্কে দেয়া এবং মুজাহিদিনকে বিভক্ত করা জিহাদের জন্য এক চরম আঘাত। এর পুরো ফায়দা লুটবে ইসলামের শত্রুরা।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! ক্রুসেডারদের এই হামলা দীর্ঘদিন চলবে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ করতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ইতিপূর্বে সকল জিহাদী তানযীম মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইয়াত গ্রহণকারী ছিল অথবা তার মিত্র ও সমর্থক ছিল। তারপর বাগদাদী ও তার অনুসারীগণ আবির্ভূত হলেন। তারা শরয়ী বিচার ও ফয়সালাকে পিঠ দেখালেন এবং ফিতনা অনুপ্রবেশের জন্য দরজার উভয় কপাট উন্মুক্ত করে দিলেন। ফিতনার আগুন নির্বাপণের সকল প্রচেষ্টা মাটিচাপা দিলেন। আবু হামযা মুহাজির রহ. এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিলেন। বললেন, তিনি নাকি শায়েখ উসামা রহ. এর জীবদ্দশায় আল-কায়েদার বাইয়াত ভঙ্গ করেছেন। এটি ছিল চরম অপবাদ। তারপর তারাই মিথ্যুক প্রমাণিত হলেন।

৭ই জিলহজ্জ ১৪৩৩ হিজরীতে বাগদাদী আমার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে। হামদ, সালাতের পর পত্রটিতে লিখা হয়, আমাদের শায়েখ আইমান আয-যাওাহিরীর প্রতি- আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন- আসসালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।তারপর তিনি এক প্রসঙ্গে লিখেনঃ'হে আমার শায়েখ! আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমরা আপনাদেরই একটি শাখা। আমরা আপনাদের দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অধীন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনি আমাদের কর্তৃত্বের অধিকারী। যতদিন বেঁচে থাকব আপনার আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য। আর আপনার কর্তব্য হচ্ছে আমাদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করা। আপনার আদেশ পালন করা আমদের অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে কখনো এখানে পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। আশা করি উদার মানসিকতা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুনবেন। এসব কিছু ছাড়িয়ে কর্তৃত্ব আপনারই। আমরা আপনার তূনীরের কয়েকটি তীর মাত্র।'পরিতাপের বিষয়! আল্লাহকে সাক্ষি রেখে আজীবন অনুগত থাকার শপথ করেছেন- তিনি ছয়টি মাসও স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের আমীরকে না জানিয়ে শামকে অঙ্গীভূত করার ঘোষণা দিলেন।

তারপর তিনি এবং তার অনুসারীগণ প্রকাশ্যে তাদের আমীরের অবাধ্যতা করলেন এবং চূড়ান্ত হঠকারিতা প্রদর্শন করে বললেন যে, শাম তাদের ইমারার অধীন। তারা আরো দাবী করলেন যে, তারা নাকি আমীরের সন্তুষ্টির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে স্থান দিয়েছেন। অপর দিকে শায়েখ আবু মোহাম্মাদ আল-জাওলানী যখন বিরোধিতা করলেন এবং নিজ আমীরের আনুগত্যে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন তখন তারা তাকে অত্যন্ত অশোভন অবিধায় অভিযুক্ত করলেন। তারপর তার নিজেদের আমীর, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তানযীম আল-কায়েদার উপর মিথ্যার অভিযোগ উত্থাপন করলেন এবং এমনসব অপবাদ আরোপ করলেন যা তাকফীরেরই নামান্তর। বললেন যে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ইখওয়ানতন্ত্র ও সাইকস পিক্টের ফিতনায় পড়েছে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকরা তাদের মদদ দাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি তারা ভাব্যতার গণ্ডি পেরিয়ে গালমন্দও শুরু করলেন। বললেন, ‘এরা সেই ব্যাভিচারিনীর মত যে তার গর্ভধারণের নবম মাসে নিজেকে সতী-সাধ্বী দাবী করে।’ অতঃপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে গুটিকতক অপরিচিত ব্যক্তির বাইয়াতের মাধ্যমে বাগদাদীর খিলাফাহ ঘোষিত হল। যার প্রতি সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা

অধিকাংশ মুজাহিদের সমর্থন নেই। তারা দাবী করল যে, এখন থেকে সকল ইসলামী দল ও জামা'আহ বৈধতা হারিয়েছে। সকলের কর্তব্য হচ্ছে পদ ও দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো। অথচ এই নির্দেশ যখন আসল তখন তাদের উপর প্রচন্ড বোম্বিং হচ্ছে। তারা খৃষ্টানদের সাথে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘোষণাও করা হল- 'যে ব্যক্তি বিরোধিতা করবে তাজা বুলেট তার মাথা গুড়িয়ে দিবে।' এমন হুংকার তাদের মুখেই শোভা পায়, কারণ কথিত খিলাফাহ পর্যন্ত পৌঁছুতে তাদের অনেক বুলেট খরচ করতে হয়েছে। তারা বলেছে, এই সব কিছু তারা করেছে বিভক্ত মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে!! কষ্টের মাঝেও হাসি পায় যখন তাদের দলীয় মুখপাত্রকে বলতে শুনি (আরবি) 'ওহে মাজলুম রাষ্ট্র! তোমার জন্য আল্লাহ আছেন!!'

৩। একটি স্বাধীন-স্বনির্ভর শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করা। ইরাক ও শামের মুজাহিদগণের মধ্যকার যে কোন সমস্যা সমাধানে এর সক্ষমতা ও কার্যকারিতা সুদৃঢ় করা। এই আদালত প্রতিষ্ঠা ছাড়া পারস্পারিক সহযোগিতা বিনিময়ের বিষয়টি শূন্যে ঝুলতে থাকবে। বাতাসের সাথে মিলিয়ে যাবে। সর্বোপরি আত্মপূজারীদের তামাশার বস্তুতে পরিণত হবে ঐক্য ও আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা।

শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিযাহুল্লাহ শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ও পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে তার কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি একরাশ হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাননি। তার এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন- যা কারো অজানা নয়। এ ধরনের মহতী উদ্যোগ পুনরায় গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের প্রচেষ্টাকে কেবল ঐ ব্যক্তি নিরুৎসাহিত করতে পারে যে কিনা বিভেদ জিইয়ে রাখতে চায়। তানযীম আল-কায়েদা সেই সকল শায়েখ ও আলিমগণের প্রকৃত পূর্ণ আস্থাশীল, যাদের সততা, জিহাদের প্রতি অনুরাগ ও মমতা সুপ্রমাণিত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, শায়েখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী –হাফিযাহুল্লাহ- শায়েখ আবুল ওয়ালিদ ফিলিস্তিনী, শায়েখ আবু মুহাম্মাদ জাওয়াহিরী, শায়েখ সালেম মারজান, শায়েখ আহমদ আশূশ –আল্লাহ তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন- শায়েখ হানী আস-সিবায়ী, শায়েখ তারেক আব্দুল হালীম এবং তাদের মতা আরো যে সকল আমানতদার দায়ী রয়েছেন। এটি আমাদের ধারণা। আল্লাহর উপর আমরা কারো পবিত্রতা ঘোষণা করছি না।

আরো আছেন একটি জিহাদী তানযীমের শায়েখ, উস্তাদ, অভিভাবক, কারারুদ্ধ কিংবদন্তী- শায়েখ ওমর আব্দুর রহমান। আল্লাহ তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন। এ যুগে এরাই আমদের সম্পদ, আমাদের মূল ধন, অফুরন্ত খনি ও অমূল্য রতন।

সুতরাং কার স্বার্থে আমরা তাদের দুর্নাম করব, তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাব! এমনটি করলে কারা লাভবান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আছে আমার কাছে। এর মাধ্যমে প্রথমত খৃষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা লাভবান গবে। দ্বিতীয়ত লাভবান হবে ঐসকল লোক যারা শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে লালায়িত। তাদের রাজনৈতিক লালসা পূরণ করতে যারাই বিঘ্নতা সৃষ্টি করে তারা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগন্ডা চালায় এবং দুর্নাম করে।

৪। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া। যারা জিহাদকে ভালবাসেন, এর উন্নতি কামনা করেন এবং ইরাক ও শামের মুজাহিদ ভাইদের বিজয় প্রত্যাশা করেন আমি তাদেরকে আহ্বান জানাব যে, আপনারা স্বাধীন-স্বনির্ভর ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জিহাদী তানযীমগুলো যেন পরস্পরের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সে লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যান। যেন

পূর্বতিক্ততা ভুলে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। যেই আদালাতে সকল পক্ষের জন্য শরয়ী ফয়সালা দাবী করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

৫। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ। যেমন, আহতদের চিকিৎসা করা। মুজাহিদ পরিবারকে আশ্রয় প্রদান। সরঞ্জামাদি সংরক্ষণ, রসদসামগ্রী সবরাহকরণ এবং যৌথ কার্যক্রম সম্পাদন। ঐক্যবদ্ধ শত্রুর মোকাবেলায় শাম ও ইরাকের মুজাহিদ ভাইদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে এসকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করলাম। কে প্রত্যাখ্যান করল, কে হেয় জ্ঞান করল আর কে এসব প্রস্তাবনাকে নিষ্প্রয়োজন বা গুরুত্বহীন মনে করল তা আমার দেখার বিষয় নয়। এতটুকু তো বলতে পারব যে, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। রাসুল ﷺ বলেন,

“দ্বীন কল্যাণকামিতার নাম। আমরা জিজ্ঞাস করলাম, কার জন্য? বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসুল, মুসলমানদের ইমামগণ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।”(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

শেষ করার পূর্বে আমার দেখা একটি ভিডিও সম্পর্কে দুটো কথা

বলতে চাই। শামের একটি দল অপর একটি দলের শরয়ী বোর্ড এর নেতৃবর্গের উপর অতর্কিত আক্রমণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছিল। ভিডিওটির শেষের দিকে এক ভাইয়ের বক্তব্যে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। সে বলছিল, (আরবি) 'আল্লাহর কসম! আমরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।' আমার সেই ভাইকে বলব, হে প্রিয় ভাই কিংবা বলতে পারি হে প্রিয় বৎস! আমার ছেলে বেঁচে থাকলে সে তোমার সমবয়সী বা তোমার কাছাকাছি বয়সের হত। তুমি কি তোমার সেই ভাইয়ের উপর প্রতিশোধ নিবে, যে কিনা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছে? তুমি কি তার থেকে প্রতিশোধ নিবে? অতচ খৃষ্টানদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আমাকে, তোমাকে ও তাকে সবাইকে নিশানা বানাচ্ছে।আমি বলছি না যে তুমি জুলুম করছ বা জুলুমের শিকার হয়েছে। আমি বলছি হে আমার প্রিয় বৎস, যদি তুমি জুলুমের শিকার হয়ে থাক তাহলে তুমি সুযোগ্য আলিম, বীর মুজাহিদ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের আদালতের শরণাপন্ন হতে পার। এই আদালতকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করেছেন সেই সকল মনিষীগণ, যারা জীবনভর তাগুতের সাথে লড়াই করেছেন, মানুষকে তাওহীদের মর্ম শিখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ তারা এখনো নিজ কর্মে অবিচল

আছেন। আল্লাহ তা'আ'লা তাদের হাতে এই মহৎ কাজ করিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদের তাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন। এই শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেছেন তোমার মুরব্বীগণ। যেন এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতিশোধ না নেয় এবং এক ভাই অন্য ভাইয়ের বুকে বন্দুক তাক না করে। ক্রুসেডাররা বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে বাছ-বিচার ছাড়া, এখন কি ভাইয়ের প্রতিশোধ নেবার সময়? শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী কারো ক্ষতি করার জন্য এই আদালত প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং তার ইচ্ছে হল মুসলমানদের মাঝে রক্তারক্তির ধারা বন্ধ করা। ফিতনার আগুন নির্বাপিত করা। যেন ঐক্যবদ্ধভাবে খৃষ্টান, সাফাবী ও সেকুলারদের মোকাবেলা করা যায়। আমার প্রিয় বৎস! তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর; এ প্রশ্ন প্রত্যেকেরই নিজেকে করা উচিৎ যে, তারা কারা যাদের ব্যাপারে আবু মুহাম্মাদ মাকদিসী নিশ্চিত করেছেন যে, তারা সমস্যা সমাধানকল্পে শরিয়াহর দ্বারস্থ হতে গড়িমসি করছে?আমরা নিজেরা যদি একে অপরের দিকে বন্দুক তাক করি, অথবা তা না করে নিজেদের সমস্যাবলী শরয়ী আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিয়ে নিই তাহলে কোন পন্থাটি ইসলামের শত্রুদেরকে পীড়া দিবে আর কোনটি তাদের জন্য আনন্দদায়ক হবে- ভাবনার বিষয় রয়েছে বৈকি!

প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। আমাদের অন্তরসমূহের মাঝে ভালবাসার সেতুবন্ধন তৈরি করে দেন। সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন এবং ফিতনা, অনৈক্য, বাদ-বিসংবাদ থেকে দূরে রাখেন। সকল মুজাহিদ ভাইয়ের প্রতি আমার সর্বশেষ উপদেশ হল, আপনারা অন্যায়ভাবে রক্ত ঝরানোর ফাঁদে পা দিবেন না। মনে রাখবেন, আপনার আমীর আপনার পাপ মোচন করতে পারবেন না। আপনাকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে একাকী। আপনার পক্ষে দুটো কথা বলার জন্য তখন আমীরকে খুঁজে পাবেন না। এমনও হতে পারে যে, নিজের পক্ষে সুপারিশকারীর প্রতি আমীরের চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আর কেউ হবে না।প্রত্যেক মুজাহিদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াই করার জন্য। তাই তিনি যেন আমীরগণের রাজনৈতিক লালসা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত না হন। যদি তার আমীর কোন মুসলিমকে হত্যা করার আদেশ করে অথবা এমন কোন কাফিরকে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা এমন ব্যক্তিকে যার হত্যাযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। যেমন, কোন মুসলিমকে কাফির বলা হল, অথবা বলা হল সে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়েছে বা

সে মুরতাদদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা মুরতাদদের মদদদাতা ইত্যাদি তাহলে সে আমীরের আদেশ পালন করবে না যতক্ষণ না অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কারণ, ফিতনা ব্যাপকতা লাভ করেছে। আমীরগণের এবং তাদের দলসমূহের মাঝে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন মুজাহিদ কাউকে হত্যা করতে কেবল তখনই অগ্রসর হবেন যখন তাকে হত্যা করার বৈধতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে। যদি সামান্য সন্দেহও থাকে তাহলে আমীরের আনুগত্য করবে না। নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিবে। কারণ, মুসলমানকে হত্যা করা অনেক বড় গুনাহের কাজ। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"যে ব্যাক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"(সূরা নিসা- ৯৩)

প্রত্যেক মুজাহিদকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে ঘর থেকে বের হয়েছে মুসলমানদের নিরাপত্তা-বিধান ,মান মর্যাদা রক্ষা করার জন্য। এসকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের জন্য বের হয়নি। তার আমির যদি তাকে আদেশ করে মুজাহিদগণের কোন দলের

উপর আক্রমন করতে, তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিতে, ক্যাম্প দখল করতে , অথবা মুসলমানদের ধন সম্পদ অধিকার করতে - এই যুক্তিতে যে তারা বিদ্রোহী বা এই সম্পদের হকদার আমীর এবং তার ইমারাহ, অথবা এই যুক্তিতে যে, বিরোধীদের সম্পদ দখলের অধিকার তাদের আছে- তাহলে এই সকল আদেশ পালন করা বৈধ হবেনা। কারণ, এসব শুধু মৌখিক দাবি। মুসলমানদের সহায় সম্বল দখল করে নেয়ার জন্য এসকল দাবি যথেষ্ট নয়। রাসুল ﷺ বলেন,"এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য হারাম করা হল তার রক্ত, তার মাল ও তার ইজ্জত।"

প্রার্থনা করি আল্লাহ তাআ'লা মুজাহিদগণকে এবং মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে দিন। শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে শুরাভিত্তিক খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার তাওফিক দান করুন।শাম ও ইরাকের পর ওয়াজিরিস্তানের ভাইদের উপর নীরবে যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানী বাহিনী আমেরিকার সাথে মিলে ওয়াজিরিস্তানের সাধারণ জনগণ, মুজাহিদ ও মুহাজিরগণের

উপর হামলা করেছে। আমেরিকার ড্রোন গুলো মুজাহিদদের অবস্থানে উপর্যুপরি বোমা ফেলছে। আর পাকিস্তান বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল সেনাও প্রেরণ করেছে। ট্যাংক ও কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে নিহত হয়েছে কয়েক হাজার যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। আর উদ্বাস্তু হয়েছে আনুমানিক দশ লাখ মানুষ। তারা সাহায্যের জন্য হাহাকার করছেঃ মাথা গোজার ঠাই পায়নি কোথাও। প্রচন্ড শীত ও গরমের তোয়াক্কা না করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে খাবার ও ঔষধ সংগ্রহের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট করেছে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে জীব -জানোয়ারের মত আচরণ করেছে; যাতে মোড়ল আমেরিকা খুশি হয় ও হারাম ডলারের মাধ্যমে নিজেদের পকেট স্ফীত হয়। এসবকিছুই আফগানিস্তান থেকে দখলদার মার্কিন বাহিনীকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস। তাদের অপরাধ আড়াল করার জন্য প্রচারমাধ্যম সব রকমের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এই মিডিয়া কভারেজের কল্যানেই ‘সন্ত্রাসের’ বিরুদ্ধে যুদ্ধ পূর্ণতা! লাভ করেছে। আল্লাহ তাআ’লা যথার্থই বলেছেন,

“নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন -সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুত এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির তাদের দোযখের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।”(সুরা আনফাল- ৩৬)

এতসবকিছু সত্ত্বেও আপনাদের মুহাজির ও মুজাহিদগণ সুদৃঢ় পর্বতের ন্যায় অনঢ় আছেন এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে যাচ্ছেন। জিহাদ ও মুজাহিদগণের অবস্থানকে যারা নড়বড়ে করে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা অচিরেই মুজাহিদগণের বিজয় দেখতে পাবে। ইতিমধ্যে বিজয় রবির স্নিগ্ধ আলো পূর্ব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। অবিশ্বাসীরা যতই মর্মাহত হোক।

অনমনীয় ওয়াজিরিস্তান ইসলামি ইতিহাসে এক নতুন যুদ্ধের উপাখ্যান রচনা করছে। ইনশাআল্লাহ ইংরেজদের তল্পিবাহকরা তাদের মনিবদের মতই বিতাড়িত হবে। খৃষ্টান এবং তাদের মিত্রদের উপর হামলার ঘটনা দিনদিন বাড়ছে। আঘাতে আঘাতে কেঁপে উঠছে আফগানিস্তানের কাবুল। ইসলামের দুর্গ

আফগানিস্তানে যে শৈল্পিকসূচিত হচ্ছে সেজন্য মুসলিম উম্মাহকে মোবারকবাদ জানাই। ইনশাআল্লাহ এই বিজয়ের মাধ্যমে মহা বিজয়ের নতুন ধারা শুরু হবে।

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তী পর্বে খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ প্রসঙ্গে মৌলিক আলচনা করা হবে।

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ৩]

سمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه

ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনা ছিল ইরাক এবং শামে ক্রুসেড আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি আমেরিকানদের অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে।

আমি এখানে এটা জোর দিয়ে বলেছি যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ক্রুসেড শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে টার্গেট করেছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদারকে পৃথিবীর বুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।

সুতরাং এই অপশক্তি রুখতে আমরা সকল মুজাহিদিনদের সাথেই আছি যারা আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করছে তাদের সাথে এবং যারা দুর্ব্যবহার করছে তাদের সাথেও। যারা আমাদের উপর জুলুম করছে এবং যারা ইনসাফ করছে, যারা আমাদের সম্মান

নষ্ট করছে এবং যারা আমাদের সম্মান রক্ষা করছে ও যারা আমাদের সাথে বারাবাড়ি করছে এবং যারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করছে। যারা আমাদের অধিকার অস্বীকার করছে আর যারা স্বীকার করছে। যারা আমাদের সাথে অশালীন ভাষায় কথা বলছে আর যারা আমাদের সাথে সুন্দর কথা বলছে- আমরা সকলের সাথেই আছি। কেননা বিষয়টি অনেক গুরুতর, আমাদের মধ্যকার সকল সমস্যার ঊর্ধ্বে। আমরা মুসলিম-উম্মাহ আজ ক্রুসেড আক্রমণের শিকার। এখন আমাদের পরস্পর একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে এক হতে হবে।

আমার এ আহ্বানকে কেউ যেন ভুল ব্যাখ্যা না দেন যে, আমি এর মাধ্যমে বাগদাদীর খিলাফাহকে মেনে নিতে বলছি। বরং আমি পূর্বের ন্যায় আবারও বলছি এবং বারবার বলছি যে, আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফতের ঘোষণা ভুল, এ ঘোষণা শুদ্ধ হয়নি। এ ঘোষণা শরীয়ত-সম্মত নয়। আর এটা খিলাফা আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহও নয়। তাই তাকে বাইয়াত দেয়া মুসলমানদের উপর জরুরী কিছু নয়। আর এই যে আমরা ক্রুসেড শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল মুজাহিদদেরকে এক কাতারে এসে উপনিত হতে বলছি এর মাধ্যমে আমরা বাগদাদীকে বাইয়াত দিতে বলছিনা।

বরং আমরা এ আহবান পূর্বেও করেছি এবং এখনও করছি যে, হে মুসলিম মুজাহিদ ভাইয়েরা এসো আমরা সকলে এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এশিয়া, রাশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এদের সকলের নেতা আমেরিকার ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করি। এসো আমরা একসাথে ইসরাইলের মোকাবেলা করি। আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করি। এসো বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুরতাদ ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারগুলোর মোকাবেলা করি। সাধারণ মুসলমানদের ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসি। এসো এ সকল শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মুসলমানদের গোপন ও প্রকাশ্য শত্রু ইরানের মোকাবেলা করি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হয়ে ধীরে ধীরে খিলাফা আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাই।

আর এ অধ্যায়ে আমার আলোচনার বিষয় হল, খিলাফাহ আ' লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ এবং তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন। এখানে আমি আমার আলোচনা একেবারেই সংক্ষিপ্ত করবো। আর যে আরো বিশদভাবে জানতে চায় সে যেন ফিকহের কিতাবসমূহ দেখে নেয়। বিশেষ করে ইসলামি রাজনিতি এবং ইসলামি ইতিহাসের কিতাবগুলো ভালোভাবে

দেখে নেয়। আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু মূলনীতিগুলো আলোচনা করব। বিস্তারিত নয়। আমি এখানে উল্লিখিত বিষয়ে নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ কি?

২। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহের প্রধান বৈশিষ্টগুলো কি?

৩। খলিফা নির্বাচনের শরয়ী পদ্ধতি কি?

৪। খলিফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট কি?

৫। কিছু সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর।

১। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ কি?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ'র সংজ্ঞা করেছেন এভাবে-

'মদীনায় যে সকল খিলাফা সংঘটিত হয়েছে তাই খিলাফাতুন নুবুয়্যাহ। অর্থাৎ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।'**(মিনহাজুস্ সুন্নাতিন নববিয়্যাহ- ৬/৫১)**

ইমাম জারকাশি রহ. উক্ত সংজ্ঞার সাথে আরেকটু সংযুক্ত করে বলেন,

‘এটাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাজহাব। তার নিকট খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নতই হল দলিল; এর উপর আমল করা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ বলেন, ‘মদিনায় যে সকল বাইয়াত সংঘটিত হয়েছে তাই নববী ধারার খিলাফাহ। আর এটা জানা কথা যে, মদীনায় কেবল আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী রা. এর বাইয়াতই সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন বাইয়াত সংঘটিত হয়নি।’**(বাহরুল মুহিত- ৩/৫৩১)**

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইয়াতের আলোকে যে খিলাফা গঠন হবে, তাই ‘খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ’। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইয়াতের আলোকে যে বাইয়াত গঠন হবেনা তা খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ নয়। সেটা অন্য কিছু। এরপর সেটাকে যে নামে খুশি সে নামে ডাকতে পারবেন। চাইলে তাকে রাজতন্ত্র বলতে পারেন। জবরদখলের শাসনও বলতে পারেন। কিংবা সেটাকে বিশৃঙ্খলা ও স্বৈরতন্ত্র এবং আর অনেক কিছুই বলতে পারেন। কিন্তু সেটাকে ‘খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ’ বলতে পারবেন না।

২। খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি?

নববী ধারায় খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলঃ বিচার বিভাগ

সম্পূর্ণ শরীয়া নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। শরীয়াতের বাইরে কোন কাজ হতে পারবেনা। জনগণ সর্বান্তকরণে তার প্রতি আনুগত্য করবে। যিনি খলিফা হবেন তিনি জনগনকে এই আয়াতের উপর আমলের নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।"(সূরা নূর- ৫১)

সুতরাং উম্মাহর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ যার ব্যাপারে মনে করবেন যে সে আসল শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠা করছে না বরং শরয়ী শাসনের আহবানকে প্রত্যাখান করে তাহলে তাকে বাইয়াত দেওয়া যাবেনা এবং সে যদি শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজেদের খলিফা দাবি করে তাহলেও সে খলিফা নয় এবং তার শাসন খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ নয়।

ইমাম মাওয়ারদী রহ. খলীফার দশটি অলঙ্ঘনীয় বৈশিষ্টে র কথা উল্লেখ করেছেন।

১। সঠিক-শুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস।

২। বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করণ।

৩। ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪। ইসলামের হুদুদ ও কিসাস প্রতিষ্ঠা করা।

৫। সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৬। শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখা।

৭। জাকাত ও সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করা।

৮। ভাতা নির্ধারণ ও তাঁর সুষম বন্টন।

৯। প্রশাসনিক কাজে জিম্মাদার নিযুক্ত করা।

১০। সার্বিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা তদারকি করা ।

এরপর মাওয়ারদী রহ. বলেন, ‘ইমাম যখন জনগণের এ সকল হক আদায় করবে তখন এর মাধ্যমে তিনি তার উপর আরোপিত আল্লাহর হক আদায় করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার এ অবস্থা পরিবর্তন না হবে ততক্ষ ন পর্যন্ত জনসাধারণের উপর তার দুটি হক থাকবে- ১। তার আনুগত্য করা। ২। তাকে সাহায্য করা।**(আল আহকামুস সানিয়্যাহ- ২৭)**

সুতরাং খেলাফতের দাবিদার লোক যদি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে

এ সকল দায়ত্ব ঠিকমত আঞ্জাম দিতে না পারে- তাহলে সে খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়।

অথচ মুসলিম অঞ্চলসমূহে তার নিয়ন্ত্রিত্র অঞ্চল একেবারেই কম। তাও আবার সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি। জাকাত উসূল এবং তা জনগণের নিকট পৌছে দিতে সক্ষম হয়নি। সে পূর্ণ রূপে এ অঞ্চলসমূহ শত্রুমুক্ত করতে পারেনি। সেখানে তার শক্তি প্রতিনিয়ত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। তাহলে সে কিভাবে ধারনা করে যে সে সারা দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশসমূহের খলীফা!

অনেক মুসলিম ভূমি এমনকি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহেও তো অন্য মুজাহিদ গ্রুপের কর্তৃত্ব চলে। সেখানে তারা শরীয়াতের অনেক হুকুম বাস্তবায়ন করছে। যেমন শরীয়তের বিচারকার্য পরিচালনা, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এবং জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও তারা সেখানে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অঞ্চলে তার কোন কতৃত্ব নেই। আর তারা তাকে বাইয়াতও দেয়নি। তাহলে এ দাবির কি যৌক্তিকতা যে সে নেতৃত্বের অধিক হকদার। সে কেবল তার আশ পাশের গুটি কয়েক লোকের বায়াতের ভিত্তিতে খিলাফাত দাবি করেছে। সে

তো খিলাফাহ দাবির পূর্বেও মানুষের নিকট তাদের হক পৌছে দিতে সক্ষম হয়নি। তাহলে সে কিভাবে এখন তাদের বাইয়াত, আনুগত্য ও সাহায্য কামনা করে? খিলাফতের দাবিদার ব্যাক্তির যখন খিলাফতের দুটি রুকন তথা 'বাইয়াত এবং তার হকসমূহ আদায়ের সক্ষমতা অর্জন হয়নি'। তাহলে বেশি থেকে বেশি তাকে এটা বলা যাবে যে, সে মুসলমানদের কিছু অঞ্চল জবরদখল করে আছে। আর সেখানে তার নেতৃত্ব হল জবরদস্তির নেতৃত্ব। তার জন্য এমন কোন পদের দাবি করা কখনোই ঠিক হবে না যার প্রথম শর্তই পূর্ণ করতে সে সক্ষম হয়নি।

সেটা হল বাইয়াত। তাহলে সে কিভাবে দ্বিতীয় শর্তের ভার বহন করবে অর্থাৎ খিলাফতের হুকুক সমূহ আদায়ে সক্ষম হবে।

খিলাফাহ হল এক সুমহান দায়িত্ব ও নেতৃত্বের নাম। এটা দলিল ব্যাতিত শুধু দাবির নাম নয় এবং বাস্তবতা বর্জিত কোন ধারনার নামও নয়। বরং এতো এমন কিছু বাস্তবতা যা শরয়ীভাবে খিলাফা প্রতিষ্ঠার জন্য এই বাস্তব পৃথিবীতে পূর্ণ থাকতে হবে। তাহলেই এর সুফল পাওয়া যাবে। এটা আবেগ ও আকাংখার নাম না যে, শুধু কিছু নাম ও পদবীর ব্যবহারেই বাস্তবায়ন হয়ে

যাবে। শরীয়তে কেবল বাস্তবতারই মুল্য আছে; নাম ও পদবীর কোন মূল্য নেই। এখানে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে সামনে আসে তা হলঃ বাস্তবজগত যখন এখনো অনুকূলে নয় তাহলে এই নাম ও পদবী নিয়ে এতো তাড়াহুড়ো কেন?

বাস্তব কথা হল আমরা এখনো মুসলিমদের উপর আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবেলায় প্রথম ধাপে আছি। আর কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমানদের সামান্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু তা খিলাফাহ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছি। আমাদের উচিত হবে অবাস্তব পদবী ও উপাধির পিছে না পড়ে নিজেদের চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুদৃঢ় করা, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান।

বাস্তবতা বিবর্জিত অন্তঃসার শূন্য পদ-পাদবীর পিছনে না ছুটে আমাদের উচিত চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুসংহত করার দিকে মনোযোগী হওয়া; যার নেতৃত্বে রয়েছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। এটা না করে উল্টো তার অবাধ্যতা করা, তাদের অগ্রণী ভুমিকাকে অস্বীকার করা, তার সুন্দর কর্মগুলোর কুৎসা রটনা করা- শুধু তাই নয়, ইমারার

সৈনিকদেরকেও অযৌক্তিকভাবে বাইয়াত ভঙ্গের উৎসাহ- জানতে পারি এতসব কিছু কাদের কল্যানে করা হয়েছে? খিলাফাহ ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হলে অস্থায়ী ব্যবস্থা কি হতে পারে; খিলাফা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী পন্থা কোনটি- এসব আলোচনায় পরে আসছি।

৩। খলিফা নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি কী?

খলিফা হওয়ার জন্য শর্ত হল, তার প্রতি মুসলমানদের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আর খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি দুইটি- ১। উম্মাহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম আলেম ও চিন্তাশীলদের পরামর্শের মাধ্যমে। ২। পূর্বের খলীফা কাউকে নির্ধারণ করার মাধ্যমে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সন্তুষ্টি শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি এমনই ছিল।

বুখারী শরীফে এসেছে আবু বকর (রা) আনসারদের সামনে দলীল হিসেবে বললেন,

“এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের এ গোত্রের জন্য নির্ধারিত।” (সহীহ বুখারী- ৬৩২৮)

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে এসেছে,

“আরবরা এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের লোক ব্যাতীত অন্য কারো জন্য মেনে নেবে না। কেননা তারা অঞ্চলের দিক থেকে এবং বংশের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।”(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৫/৯৭৫৮)

অর্থাৎ আবু বকর (রা) তাদের সামনে দলীল পেশ করলেন যে, সকল মুসলমান (তখন মুসলমান শুধু আরবেই ছিল) কেবল কুরাইশের কোন লোকের প্রতিই সন্তুষ্ট হবে। কারণ তারাই নিসাব ও নসব তথা বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ। অন্য স্থানে একেবারেই এ শব্দেই হাদিস এসেছে,

“সাধারণ মুসলমানের (তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন ইসলামী উম্মাহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম ও আলেম ও চিন্তানায়কগণ) অধিকার রয়েছে যে, তারা এমন লোককে খলিফা নির্ধারণ করবে যার মধ্যে খিলাফতের শর্ত সমূহ বিদ্যমান।

আর ঠিক এ বিষয়টি মদীনা মুনাওয়ারায় এক খুতবায় খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. স্পষ্ট করে বলেছেন,

“আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অনেক মুহাজিরদের কেরাত পড়াতাম তাদের মধ্যে আব্দুর

রহমান ইবনে আউফ রা.ও ছিলেন। আমি তখন মিনায় তাঁর বাড়িতে ছিলাম আর তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সাথে ছিলেন। এটা ছিল ওমর রা. এর জীবনের শেষ হজ্ব। আব্দুর রহমান আমার নিকট ফিরে এসে বললেন,

‘তুমি যদি ঐ লোকটিকে দেখতে পেতে যা আজ আমীরুল মুমিনীর নিকট এসেছিল। সে তাঁর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি অমুক লোকের ব্যাপারে কি বলেন? যে বলে, ওমর ইন্তেকাল করলে আমি অমুককে বাইয়াত দিবো। আল্লাহর কসম আবু বকর রা. এর বাইয়াত তো ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র আর এটা পূর্ণ হয়েছে।’ হযরত ওমর রা. তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষকে ঐ সকল লোকের ব্যাপারে সতর্ক করবো যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। আব্দুর রহমান রা. বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মুমীনিন, আপনি দয়া করে এমনটি করবেননা। কারণ এই মৌসুমে অনেক সাধারণ লোক এবং উছৃংখল লোক একত্রিত হয়েছে। নিশ্চয় আপনি যখন খুতবা দিতে দাঁড়াবেন তখন তারাই আপনার আশে পাশে থাকবে। আর আমার ভয় হয় যে প্রত্যেকেই আপনার কথা না বুঝে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে এবং সেটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে।

সুতরাং আপনি মদীনায় ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নিশ্চয় মদীনা দারুল হিজরত এবং সেখানে আছে অনেক ফকীহ ও সুধী মানুষ। আপনি নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন। কারণ আহলে ইলমগন আপনার কথা বুঝতে পারবে এবং তারা তা যথাযথ ব্যাখ্যাই করবে। অতঃপর ওমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ আমি মদীনায় ফিরে যে খুতবাটি দিব তা এই খুতবাই হবে।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন অতঃপর (মদীনায় ফিরে আসার পর) ওমর রা. মিম্বরে উপবেশন করলেন এবং যখন মুয়াজ্জিন আজান শেষ করলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তাআ' লার প্রশংসা করার পর বললেন, 'আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যা বলা আমার দায়িত্ব। মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু সমাগত! সুতরাং যে ব্যাক্তি আমার কথা ভালভাবে বুঝতে পারবে সে যেন তার সাধ্যমত মানুষের কানে পৌছে দেয়। আর যে বক্তব্য যথাযথ বুঝতে পারবেনা তাহলে আমি এমন কাউকে আমার নামে মিথ্যা প্রচারের অনুমতি দেইনা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, 'আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে এক লোক

এমনটি বলেছেন, আল্লাহর কসম ওমরের ইন্তেকালের পর আমি অমুককে বাইয়াত দিবো। কেউ যেন এর দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে যে, 'আবু বকর রা. এর বাইয়াত ছিল আকস্মিক বাইয়াত। আর তা শেষ হয়েছে'। হ্যাঁ এটা এমনই ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা একে মন্দ থেকে হেফাজত করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে তো আবু বকর রা এর মত জনপ্রিয় কেউ নেই। যে ব্যাক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কারো হাতে বাইয়াত হল, তাদের কারো (বাইয়াত দাতা ও গ্রহীতা) বাইয়াত কার্যকরণ হবেনা। কারণ তাদের উভয়েই হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে।

তখন অনেক শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছিলো- না জানি বিশৃঙ্খলা বেঁধে যায়। তাই আমি বললাম, হে আবু বকর আপনার হাত প্রসারিত করুন। অতঃপর তিনি তার হাত প্রসারিত করলেন আর আমি তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহন করলাম অতঃপর মুহাজিরগন বাইয়াত গ্রহন করলেন তারপর আনসারগন বাইয়াত গ্রহন করলেন।"**(সহীহ বুখারী- ৬৩২৮)**

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার মধ্যে এসেছে,

'আমি জানতে পেরেছি কিছু মানুষ বলাবলি করে, 'আবু বকরের বাইয়াত ছিল আকস্মিক ঘটনা।' হ্যাঁ এটা আকস্মিকই

ছিল। কিন্তু আল্লাহ এর মন্দ থেকে রক্ষা করেছেন। জেনে রেখো, মশওয়ারা (পরামর্শ) ব্যাতীত কোন খিলাফাহ নেই।

মুসনাদে আহমদে এসেছে,

‘যে ব্যাক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যাতীত কোন আমীরের বাইয়াত দিলো। তাহলে বাইয়াত দাতা ও গ্রহিতা কারো বাইয়াত কার্যকর হবেনা। কারণ, এরা উভয়েই হত্যাযোগ্য কাজ করেছে।’

(মুসনাদে আহমদ- ৩৯১)

আশা করি আপনারা ওমর রা. এর এই খুতবা নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করবেন। তাঁর খুতবাটি ছিল উম্মাহের নেতৃবর্গ, মদীনার অনেক ফকীহ, চিন্তাবিদ, আলেমদের সামনে। যেমনটি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. ওমর রা. কে সতর্ক করেছিলেন। আর ওমর রা. মুসলমানদেরকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং আকলমন্দ ও বোদ্ধাদের অনুযায়ী এটা পৌছে দিতে বলেছেন। এটা অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা যা বহু সাহাবায়ে কেরামদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে। যারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়ক। তাদের কেউই এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেননি। এটা সাহাবায়ে কিরামের ইজমার মতই। কারণ, এতে

কেউই ভিন্নমত পোষন করেননি।

ওমর রা. এই গুরুত্বপূর্ণ খুতবাটি দিয়েছিলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে।

১। যে ব্যাক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যাতীত বাইয়াত নিবে সে মুসলমানদের হক ছিনতাই করলো।

২। যে ব্যাক্তি এমনটি করবে তার ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক থাকতে থাকতে হবে।

৩। তাদের বাইয়াত দেওয়া এবং নেওয়া কোনটি সঠিক নয়।

৪। তার নির্দেশের অনুসরন করা কারো জন্য জরুরী না।

৫। আবু বকর রা. এর বাইয়াত ছিল আনসার ও মুহাজিরদের সর্ব সম্মতি ক্রমে।

৬। বাইয়াত সংঘটিত হবে উম্মাহের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কদের ঐক্য মতের ভিত্তিতে। নাম পরিচয় কিছু মূর্খ ও অপরিচিতদের মাধ্যমে নয়। আর সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেমগন তখন মদীনাতেই ছিলেন ।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে আরো এসেছে, ওমর রা. বলেন, ‘ইমারা মজলিসে শুরার মাধ্যমে গঠিত হয়।’

ইমাম বায়হাকী রহ. সুনানে কুরবাতে উল্লেখ করেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব রা. মৃত্যুর পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম রা. দের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমরা তাড়াহুড়া করোনা। বনী জাদআনের গোলাম সুহাইব তিন দিন ইমামতি করবে। অতঃপর তৃতীয় দিনে শ্রদ্ধাভাজন আলেম, সুধি জনতা ও সেনাপতিরা মিলে তোমাদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করবে। আর পরামর্শ ব্যাতীত যে আমীর হবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।'**(বায়হাকী- ১৭০২২)**

বুখারি শরীফে এসেছে, উসমান রা. এর বাইয়াতের সময় আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রা. আলী রা. কে বললেন,

'হে আলী! আমি মানুষের মতিগতি লক্ষ্য করেছি অতঃপর আমার কাছে উসমানের সমকক্ষ আর কাউকে মনে হয়নি। সুতরাং তুমি কিছু মনে করোনা। তখন আলী রা. বললেন, আমি তার হাতে বাইয়াত দিচ্ছি আল্লাহ ও তার রাসুলের বিধান মেনে এবং পূর্বের দুই খলিফার পদাঙ্ক অনুসরন করে। এর পর আব্দুর রহমান এবং মুহাজির আনসার ও সেনাপতিগনসহ সর্বসাধারণের সবাই উসমান রা. এর হাতে বাইয়াত দেন।'**(সহীহ বুখারী- ৬৬৬৭)**

এই হাদীসে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পেয়েছি। তাহল শুধুমাত্র খিলাফতের তথ্যসমুহ বিদ্যমান থাকলেই সে খলিফা হতে পারবেনা। যতক্ষণ না উম্মাহর পক্ষ থেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিবর্গরা তাকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করে। একটু লক্ষ করে দেখুন, ওমর রা. যে, ছয় জনকে নির্ধারণ করে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিল খলিফা হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আলী এবং উসমান রা. কে নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর এ দুজনের মধ্য থেকে উসমান রা. কে খলিফা বানানো হয়েছে। আলী রা. কিন্তু খলীফা হওয়ার অযোগ্য ছিলেন না। এ কথা বলার সাহস কার যে, তিনি ছিলেন খিলাফতের অযোগ্য ; বরং তাঁর মধ্যেও খিলাফতের যোগ্যতা ছিল। কিন্তু উম্মাহ তাঁকে খলিফা না বানিয়ে অন্য আরেক আরেক জন খিলাফতের যোগ্য লোককে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

এই হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সিরাত। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করতে পেরেছি যে, পুরো উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবর্গ, আলেম ও চিন্তানায়কগন। তারা কোন বিষয় গ্রহন করলে উম্মাহ সেটাকে গ্রহন করে নিতে হবে। আর তারা কোন বিষয় ত্যাগ করলে পুরা উম্মাহ সেটাকে ত্যাগ করবে। সুতরাং তারাই খিলাফতের যোগ্য লোকদের বাছাই করে

তাদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়া এটাই ছিল এবং তিনি রাফেজীদের দাবিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখান করেছেন। রাফেজীরা আবু বকর রা. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে যে, আবু বকর রা. কে সাহাবায়ে কেরাম রা. দের মধ্য থেকে মাত্র অল্প কয়েকজন বাইয়াত দিয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হিলাকারী রাফিজীদের এ কথাকে খন্ডন করে বলেন ,

“যদি এটা ধরে নেওয়া হয় যে, ওমর রা. এবং হাতে গোনা কয়েকজন তাঁকে (আবু বকর রা. কে) বাইয়াত দিয়েছিলেন। আর অন্য সকল সাহাবি তাঁকে বাইয়াত দেওয়া হতে বিরত থেকেছেন। তাহলে সে তো এর মাধ্যমে ইমাম হতে পারতেন না। বরং তিনি অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের বায়াতের মাধ্যমেই ইমাম হয়েছেন। যারা ছিলেন প্রভাবশালি ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তি। যারা বলে যে, তিনি ইমাম হয়েছেন দুই চারজন লোকের বায়াতের ভিত্তিতে এবং তারা আসলেই প্রভাবশালী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিবর্গ নয় তাদের কথা ঠিক নয় । যে সকল জমহুর সাহাবীগন রাসূল ﷺ এর কাছে বাইয়াত দিয়েছেন তারাই আবু বকর রা এর কাছে বাইয়াত দিয়েছেন। আর ওমর রা.

কে আবু বকর রা. নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সকল মুসলমানগন তাঁকে (ওমর রা. কে) বাইয়াত দিয়েছেন তো সে একজন প্রভাবশালী ইমাম হয়েছেন। আর তাঁর (আবু বকর রা.) মৃত্যুর পর যদি তাঁকে বাইয়াত না দিতেন তাহলে তিনি ইমাম হতে পারতেন না। যদি বলা হয় যে, শুধু মাত্র আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. ওসমান রা. কে বাইয়াত দিয়েছেন। আর আলী সহ কোন সাহাবীই তাঁকে বাইয়াত দেননি। তাহলে তিনি ইমাম হলেন কিভাবে?”**(মিনহাজুস সুন্নাতিন নুবুয়্যাহ- খণ্ড- ১/ ৩৬৫-৩৬৭)**

আমি ঐ ব্যাক্তিদের বলছি যারা মনে করে যে ‘খিলফাতুন নুবুয়্যাহ’ সংঘটিত হবে অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বাইয়াতের মাধ্যমে, উম্মাহ যাদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। অতঃপর তারা আলেম ওলামা ও মুজাহিদীনসহ সকল মুসলমানের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তারা খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ মানে না। আমি তাদেরকে বলছি, ‘আপনারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন তা আসলে রাফেজী মোতাহের হিলীর সাথে পুরাপুরি মিলে যায়। যারা আবু বকর রা. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে, অল্প কিছু সাহাবা ব্যাতীত আবু বকর রা. কে আর কেউ বাইয়াত দেয় নি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এমন চিন্তা দর্শনকে কড়াভাবে রদ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইয়াত সংঘটিত হয়েছে উম্মাহের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম, সুধীজন ও চিন্তাশীলদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে অথবা সকল সাহাবাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে। সুতরাং যারা মনে করে অজ্ঞাত অখ্যাত কিছু লোক উম্মাহর বিরুদ্ধে গিয়ে কাউকে বাইয়াত দিলে তা শরয়ী ভিত্তি পেয়ে যাবে, তারা প্রকারন্তরে রাফেজী মোতাহের হিলি ও তার অনুসারিদের পক্ষেই প্রমাণ দাঁড় করাচ্ছেন। তারা কি ভেবে দেখবেন কেমন জটিল সমস্যায় তারা জড়াচ্ছেন। একদিকে রাফেজীদের বিরোধীতা অন্য দিকে নিজেদের চিন্তা দর্শনে তাদেরই পক্ষে দলীল দাঁড় করানো। অদ্ভুত স্ববিরোধী কর্মকাণ্ড !! বাইয়াত সংঘটিত হয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে, বাধ্য করে বাইয়াত হয়না।

আর এ কারণেই ইমাম মালেক রহ. মদীনা বাসীদের ব্যাপারে ফতোওয়া দিয়ে ছিলেন- ‘মনসুরের প্রতি তাদের বাইয়াত বাতিল। কেননা এই বাইয়াত জোরপূর্বক সংঘটিত হয়েছে।

‘ইবনে কাছীর রহ. ১৪৫ হিজরীতে মদীনা বাসী কর্তৃক মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে বাইয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, ‘মুহাম্মাদ

ইবনে আব্দুল্লাহ মদীনাবাসিকে উদ্দেশ্য করে ভাষণে বনী আব্বাসীদের অনেক দোষ উল্লেখ করার পর বলেন, সে যে অঞ্চলেই প্রবেশ করেছে সেখানকার লকেরা তাকে আনুগত্যের বাইয়াত দিয়েছে। অতঃপর অল্প কিছু লোক ব্যাতীত সকল মদীনাবাসী তাকে বাইয়াত দিয়েছিল।'(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১০)

ইবনে জারীর ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে বলেন,

'তিনি (ইমাম মালেক রহ.) তাকে (মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ) বাইয়াতের ব্যাপারে ফতোয়া দিলেন। তখন তাকে বলা হল, তারা তো ইতিপূর্বে মানসুরকে বাইয়াত দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা বাধ্য ছিলে আর বাধ্যকারীর বাইয়াত গ্রহনযোগ্য নয়। তখন ইমাম মালেক রহ. এর ফতোয়ায় সবাই তার হাতে বাইয়াত হন।'(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১০/৯০)

ফুকাহায়ে কেরামের উপরোক্ত দলিলের সাথে আমরা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত একটি ঘটনাও মিলিয়ে দেখতে পারি। ঘটনাটি আব্বাসী খলিফা মুনতাসিরের হাতে বাইয়াত সংক্রান্ত। তাতারীদের হামলায় আব্বাসী খেলাফতের পতনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় মুন্তাসির বিল্লাহ ৬৫৯ হিজরীতে যখন মিসরে

আগমন করেন, তখন মিসর ও শামের সুলতান রুকুনুদ্দীন বেবরিস ও সুলতানুল ওলামা শায়েখ ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালামসহ নেতৃস্থানীয় আলেমরা তাঁর হাতে বাইয়াত দেন। ইসলামী ইতিহাসের এ দিনটি ছিল অবিস্মরণীয়। অথচ, খলীফা মুস্তানসিরের বাইয়াতের এক বছর পূর্বে ৬৫৮ হিজরীতে হাকেম বি আমরিল্লাহকে হলবের অধিপতি এবং স্বল্প সংখ্যক মুসলিম জনতা খলীফা হিসেবে বাইয়াত দেন। কিন্তু মিসর ও শামের সুলতান এবং বরেণ্য আলেমগণ একে স্বীকৃতি না দিয়ে খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহের হাতে বাইয়াত দেন। আর এটিই ছিল যৌক্তিক। কারণ, মিসরই ছিল তখন ইসলামী শক্তির প্রাণকেন্দ্র। তাই সুলতানই মিসর, শাম, হলব, হেজায ও লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের হর্তাকর্তা। তাছাড়া, বিশ্ববানিজ্যিক লেনদেনও তাঁর কর্তৃত্বে ছিল। এতো ছিল বস্তুগত দিক। আর নীতিগতভাবেও তিনিই যোগ্য ছিলেন। কারণ, তিনি হারামাইন শরীফাইন ও মসজিদে আকসা-এ তিন মসজিদের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তাছাড়া, তৎকালিন সময়েই মিসর ছিল সিংহভাগ আলেম-ওলামা ও সুধি জনতার আবাস্থল। অতঃপর হাকেম বি আমরিল্লাহও খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহর হাতে বাইয়াত দেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, বিশিষ্ট

আলেমগণ যেমন সুলতানুল ওলামা ইযুদ্দীন আব্দুস সালাম, হাকেম বি আমরিল্লাহর হাতে গুটি কয়েক লোকের বাইয়াতকে স্বীকৃতি দেননি। ইতিহাসের এ ঘটনাটি যদিও শরয়ী দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যাবেনা, তবে আলোচ্য বিষয় বুঝতে সহযোগিতা হবে নিশ্চয়।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আরো যা বুঝা যায় তা হল- মুস্তানসির বিল্লাহ খলিফা হিসেবে বাইয়াত লাভের পর শাসন ক্ষমতা সুলতান বেবরিসের কাছে হস্তান্তর করেন জনসমক্ষে। এ ঘটনা আমাদের এ প্রেরণা যোগায় যে, আমরাও কোন গোপন বাইয়াতের অংশ নেওয়ার পূর্বে এর যথার্থতা বিবেচনায় এনেই যেন সিদ্ধান্ত নেই। কারণ, আমরা যখন দেখি খিলাফতের দাবিদার ব্যাক্তি তিনি যে কথা বলছেন, তার অনুসারীরা ভিন্ন কিছু বলছেন, তখন সঙ্গত কারণেই আমরা বিভ্রান্ত হই-তিনি কি স্বীয় অনুসারিদেরই বিরোধিতা করছেন, না নিজেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন? না তার অতি উৎসাহী অনুসারীরা তার নামে এসব আজগুবি বিষয় রটাচ্ছে?

শর্তযুক্ত বাইয়াতের অতি সাম্প্রতিক নজির স্থাপন করে গেছেন শায়েখ আবু হামজা আল মুহাজির রহ.। শায়েখ আবু উমর

আল বাগদাদী রহ. এর হাতে বাইয়াত দেন এ শর্তে যে শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রহ. এর অনুগামী হতে হবে। যার ফলে শাইখ আবু ওমর আল বাগদাদী ও আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে বাইয়াতের বন্ধনে যুক্ত হয়ে যাবেন। শায়েখ আবু ওমর বাগদাদী রহ.ও তা সাদরে মেনে নেন। এ বিষয়টি স্বয়ং শাইখ আবু হামজা আল মুহাজির রহ. আমাদের পত্রযোগে অবহিত করেন।

৪। খলীফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য কী?

ফুকাহায়ে কেরাম খলীফার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি এখানে মাত্র একটি শর্ত উল্লেখ করবো। যা বর্তমান মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে। আর এ শর্তটিই হল আদালত। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই একটি মাত্র শর্তের মধ্যেই অন্য সকল শর্ত চলে এসেছে।

আদালত তথা ন্যায়পরায়নতা এটি এমন একটি শর্ত যা শরীয়তের প্রতিটি দায়িত্বের জন্যই অপরিহারয। অর্থাৎ আদালত ছাড়া শরীয়তের কোন দায়িত্বই গ্রহণযোগ্য নইয়। আর এ কারণেই এটা বিশিষ্ট জন হওয়ার পূর্বশর্ত। এবং খলীফা প্রার্থীর জন্যও শর্ত। সুতরাং কোন অপরিচিত ব্যাক্তি অথবা যার

আদালত প্রশ্নবিদ্ধ সে শরয়ী কোন দায়িত্ব গ্রহনেরই যোগ্য নয়। প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাক্তি খলীফা তো দূরের কথা বিশিষ্টজনের কাতারেই পড়ে না। মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন; (তখন তার পালনকর্তা) বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব'। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌছবে না।"(সূরা বাক্বারা- ১২৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ. খুয়াইজ মানদাদ রহ. এর একটি উক্তি নকল করেন। খুয়াইজ মানদাদ রহ. বলেন,

"জালেম ব্যাক্তি নবী হতে পারবে না। খলীফা হতে পারবেনা। হাকীম হতে পারবে না। মুফতী হতে পারবেনা এবং নামাজের ইমামও হতে পারবে না। তার বর্ণিত কোন হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয় এবং আহকামের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।" (তাফসীরে কুরতুবী- ২/১০৯)

সুতরাং যার আদালত নষ্ট হয়ে গেছে সে শরীয়তের কোন দায়িত্ব লাভের অযোগ্য। যেমনঃ খিলাফত, ইমামত, গ্রহণযোগ্য ইমাম ও

আলেম। আদালত বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হল যেমন সে দায়ত্ব নেয়ার পর শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করেনা। মিথ্যা বলে। অথবা চুক্তি ভঙ্গ করে। অথবা তার আমীরের অবাধ্যতা করে। মুসলমানদের তাকফীর করার করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাদের রক্ত ও সম্মান নিয়ে খেলা করে, আর আপোষহীন সত্যবাদী আলেমগণের অবস্থান তার সম্পূর্ণ বিপরীতে।

সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আর সর্ব প্রথম আমার নিজের প্রতিই আমার অনুরোধ ও নসিহত, কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের পূর্বে নিশ্চিত হোন, সে ইসলামের শত্রু ও হত্যাযোগ্য। জেনে রাখুন, আপনার আমীর আপনাকে তার ব্যাক্তিগত রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যাবহার করছে কিনা? অথবা কর্তৃত্বগ্রহণ বা ব্যাক্তিগত শত্রুতার কারণে তাকে দমনের জন্য আপনি ব্যবহৃত হচ্ছেন কিনা? ভুলে যাবেন না, কিয়ামতের দিন আপনার আমীর আপনার কোনই কাজে আসবে না। আপনার রবের সামনে আপনাকেই দাঁড়াতেই হবে এবং আপনার নিজের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে। কারো ব্যপারে নিশ্চিত হওয়া ব্যাতীত তাকে তাকফীর করবেননা। চরিত্রহীন, সুযোগবাদী লোকে পরিনত হবেন না। জেনে রাখবেন, কিয়ামতের দিন

আপনার হিসাব আপনাকেই দিতে হবে। আপনার আমীর আপনার কোন উপকার করতে পারবে না। বরং সে তো নিজের অন্যের মুখাপেক্ষি থাকবে। কোরআনের এই আয়াতকে স্মরণ করুন! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যে ব্যাক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম; তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"(সূরা নিসা- ৯৩)

রাসুল ﷺ এর হাদিসটি স্মরণ করুন! ওসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"রাসুল ﷺ আমাদেরকে হুরাকার দিকে প্রেরণ করলেন। আমরা সেখানে সকাল বেলা এক গোত্রের উপর আক্রমণ করলাম এবং তাদেরকে পরাজিত করলাম। অতঃপর আমি এবং এক আনসার তাদের এক লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা যখন তাকে ধরাশয়ী করে ফেললাম তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ল আর তখন আনসার সাহাবী বিরত হয়ে গেল আর আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলাম। অতঃপর আমরা যখন মদিনায় ফিরে আসলাম রাসুল ﷺ এর

নিকট এই সংবাদ পৌছল। তখন রাসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওসামা! সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে! আমি বললাম সে তো আত্মরক্ষার জন্য এটা পড়েছে। কিন্তু রাসুল ﷺ এ কথা এতবার বলেছিলেন যে আমার মনে হতে লাগলো যে, আমি যদি এ ঘটনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে পরে মুসলমান হতাম (অর্থাৎ পূর্বে মুসলমান না হয়ে তখন মুসলমান হলে তো আমার দ্বারা এ অপরাধতি সংঘটিত হতো না)।” (সহীহ বুখারী)

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ৪]

سمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه

পূর্ববর্তী পর্বে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে-

১। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ কি?

২। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহর প্রধান বৈশিষ্ট কি?

৩। খলিফা নির্ধারণের শরয়ী পদ্ধতি কি?

৪। খলীফার জন্য প্রধান শর্ত কি?

আজ আমি পঞ্চম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হল, উল্লিখিত বিষয় সমুহের উপর কিছু সংশয় ও প্রশ্নের জওয়াব। আল্লাহ তাআ'লা যদি ইচ্ছা করেন তো এখন আমি নিম্নে বর্ণিত সংশয় ও প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো।

সংশয়সমূহঃ

১। বল প্রয়োগ করে ইমারাহ দখল করার হুকুম কি?

২। অল্প সংখ্যক লোকের বায়াতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন বৈধ হবে কি?

৩। কেউ যদি অযোগ্য মনে করে কাউকে বাইয়াত না দেয় তাহলে সে কি গুনাহগার হবে?

৪। খিলাফতের পদ শূন্য থাকা অবস্থায় যদি কোন অযোগ্য লোক নিজেকে এই বলে খলীফা দাবি করে যে। 'কোন খলীফা না থাকার চেয়ে একজন খলীফা থাকাতো ভালো'। তাহলে করণীয় কি? আমরা কি তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিবো? অথচ মুসলমানদের এমন অনেক আমীর আছেন যারা জিহাদ করেন, শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং 'আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার করেন' করেন এবং সম্মিলিত ভাবে ধীরে ধীরে 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহর' দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

৫। কোন অযোগ্য লোক যদি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করে। আর কেউ যদি তাকে বাইয়াত না দেয় তাহলে কি সে হাদিসে বর্ণিত ধমকির উপযুক্ত হবে? কারণ, হাদিসে এসেছে,

“যে ব্যাক্তি কাউকে বাইয়াত না দিয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে জাহেলি অবস্থায় মৃত্যু বরন করলো!”(সহীহ মুসলিম)

৬। আপনারা বলছেন অমুক খিলাফতের যোগ্য নয়। অথচ আমরা খিলাফতের যোগ্য অনেক লোককে পর্যবেক্ষণ করেছি; কিন্তু তার চেয়ে যোগ্য অন্য কাউকেই পাইনি।

৭। যে লোক কারো পরামর্শ ব্যাতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবি করে তার কি এ অধিকার আছে যে, সে তার অনুসারীদের এ আদেশ দিবে যে, ‘যারা আমাকে খলীফা হিসেবে মানবেনা তাদের মাথা গুড়িয়ে দাও। কারণ তারা জামাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। দলিল হিসেবে এই হাদিসটি পেশ করে,

“আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত রাসুল ﷺ বলেন, যে ব্যাক্তি কোন ইমামকে বাইয়াত দিল নিজের দেহ মনের বন্ধন তার সাথে জুড়ে নিল। এর ভিন্ন কেউ যদি খিলাফতের দাবি করে প্রথম জনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।”(সহিহ মুসলিম- ৪৮৮২)

৮। একটি উপযোগী পরিস্থিতির জন্য খিলাফতের ঘোষনা বিলম্বিত করা কি অপরাধ?

সংশয় ১। বল প্রয়োগ করে ইমারা দখল করা বৈধ কি না? বল প্রয়োগ করে ইমারাহ দখলকেই অনেকেই জায়েয মনে করে। কোন কোন আলেমের কথাকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলে- উলামাগন বলেন, তরবারীর বলে ক্ষমতা দখল করা জায়েয এবং দখলকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য মেনে নেয়া অধিক উত্তম। সুতরাং কেউ যদি কোন দেশ অথবা কোন অঞ্চল দখল করে নিজেকে খলীফা হিসেবে দাবি করে তাহলে আমাদের উচিৎ তার আনুগত্য মেনে নেয়া। এমন কি সে যদি জালেম হয় এবং জমিনে ফেতনা ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তবুও। **তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব হল, সর্ব সম্মতিক্রমে ইমাম নির্বাচনে শরয়ী পদ্ধতি হল দুটিঃ**

ক। উম্মাহের ইমাম, আলেম ও বুদ্ধিজীবীরা মিলে একজনকে নির্বাচন করবেন।

খ। পূর্বের খলীফা কাউকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করবেন। অতঃপর তার (খলীফার) মৃত্যুর পর নির্বাচিত খলীফার প্রতি মুসলমানদের সমর্থন থাকবে।

অর্থাৎ উম্মাহের ইমাম, আলেম ও বুদ্ধিজীবীরা তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিবেন।এই দুতি পদ্ধতিই মুসলমানদের সন্তুষ্টিচিত্তে

হতে হবে। এ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় আমি সাহাবায়ে কেরামদের সিদ্ধান্ত, ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া উলেখ করেছি। আর অস্ত্র ও শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল শরয়ীভাবেও অনেক বড় অপরাধ। যার কারণে মুসলমানদের রক্ত ঝরে এবং ক্ষমতার জন্য মুসলমানদের মাঝের শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

ইবনে হাজার হায়তামী রহ. বলেন,"জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীরা সাধারণত ফাসেক ও শাস্তি প্রদনকারী হয়ে থাকে। সে কিছুতেই তার দখলকৃত অঞ্চলে ইনসাফের উপদেশ কিংবা বাহবা পাবার যোগ্য নয়। বরং সে এহেন কর্মকাণ্ডের কারণে ভৎর্সনা ও তিরষ্কারের উপযুক্ত হবে এবং তার দুষ্কর্মের বিষয়ে জনগণকে অভিমত করতে হবে।" **(আস সাওয়ায়েক)**

আর কোন কোন আলেম বল প্রয়োগকারীর শাসনকে অনোন্যপায় অবস্থায় গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবসমূহে আছে। কারো প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারে। অন্তত আমাদের এখনো এ প্রয়োজন দেখা দেয়নি। আর সে প্রয়োজনগুলো কি কি তা নিয়ে আলোচনা করারও আমাদের প্রয়োজন নেই। কেননা অল্প কিছু

লোক ব্যাতিত এই বল প্রয়োগকারীর ক্ষমতা কারোর উপর নেই। আমাদের উপরও না। অন্য কোন মুসলমানের উপরও না। বরং তার দখলকৃত অঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় বড় অঞ্চল অন্যান্য মুজাহিদদের দখলে রয়েছে এবং তারা ধীরে ধীরে খিলাফাহ আ' লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সর্বোপরি কথা হচ্ছে, আমরা তো আর বাইয়াত মুক্ত নই; বরং আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আমীরুল মুমিনীন মোল্লাহ মুহাম্মাদ ওমার মুজাহিদের হাতে বাইয়াত দিয়েছি। তিনি আমাদের আমীর এবং বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরও আমীর। কিন্তু বাগদাদী ও তার অনুসারীরা এই বাইয়াত ভঙ্গ করে খিলাফাহ ঘোষণা করেছে। তাই বলে তো আর আমরা তার কথিত একটি দেশ অথবা কিছু অঞ্চলে খিলাফতের কারণে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের কাছে দেওয়া বাইয়াত ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারিনা। তাছাড়া আমরা মহান আল্লাহর করুণায় 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ' ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নিয়োজিত। ইনশাআল্লাহ সামনে এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

উলামাগণ প্রয়োজনবশত ও বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য যে বলপ্রয়োগকারীর খিলাফাহ মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু তারা কোন শর্ত ছাড়া এমনি মেনে নেননি; বরং এর জন্য তারা একটি শর্ত

দিয়েছেন। আর তাহল শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত ও তার হুকুম কার্যকর থাকতে হবে। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত যে, তথাকথিত এই খলীফা ও তার অনুসারীরা শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেনা। সুতরাং যাদের মধ্যে এই মূল শর্তই অনুপস্থিত; তারা দখলকারী হলেও তো তাদের আনুগত্য জায়েয নেই। এরপর কথা হল, যারা এসব সংশয়কে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসেবে দাঁড় করাতে চান; তারাই কিন্তু অন্যদের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছেন। যেমন, প্রতিটি স্থানে প্রতিটি জামাতই যখন শক্তিশালী হয়ে উঠবে তখন তারা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে নিজেরাই খিলাফা ঘোষণা করে বসবে। যেমন উমাইয়ারা আন্দালুস নিয়ে আব্বাসীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এই সংশয়ের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক উদ্ধত গোষ্ঠী প্রথম জবর দখলকারীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিবে এবং শক্তির মাধ্যমে অপর একজন দখলদার প্রকাশ পাবে। এভাবে জবরদখলের রাজ্য আমাদের রক্তের সাগরের দিকে নিয়ে যাবে। আর এভাবে উম্মাতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের রক্ত বিনামূল্যে বিকিয়ে যাবে যা দেখে ইসলামের শত্রুরা মুখ টিপে হাসবে।

ইবনে আরাবী রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. থেকে ইবনে কাসেম বর্ণনা করেন, ‘যখন ওমর বিন আব্দুল আজিজের মত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। আর যদি তার মত না হয় তাহলে তাকে তার মত ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআ’লা তার মত অন্য একজনকে দিয়ে এই জালেমের প্রতিশোধ নিবেন অতঃপর উভয়ের থেকেই প্রতিশোধ নিবেন।’

আল্লাহ তাআ’লা বলেন,“অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতির সেই প্রথম সময়টি এলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। তখন তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লো। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।”(সূরা বনী ইসরাইল- ৫)

ইমাম মালেক রহ. বলেন, ‘যখন একজন ইমামের জন্য বাইয়াত সংঘটিত হয়ে যায়। অতঃপর তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর প্রথম জন যদি আদেল হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আর ভয়ের কারণে যদি তাদেরকে বাইয়াত দেওয়াও হয় তাহলে এই বাইয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।’ **(আহকামুল কোরআন, ইবনুল আরাবী- ৭/২৫৭)**

এখানে আমি ঐ সকল ভাদের সতর্ক করে দিতে চাই যারা জবরদখলকারী জালেম শাসকদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম যে ধৈর্যের পরামর্শ দিয়েছেন এর মাঝে এবং খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহর মাঝে পার্থক্য করতে না পেরে বরং দুইটা এক মনে করে বলে, জবর দখলকারীর শাসনই হল, খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ। তারা উলামাদের কথাকে তাদের এই দাবীর সপক্ষে ইমাম আহমদ রহ. এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। তিনি বলেছেন, 'কোন ব্যাক্তি যদি তরবারীর জোরে খলীফা হয় এবং আমীরুল মুমিনীন নাম ধারণ করে। তাকে ইমাম হিসেবে না মানা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কারো জন্য বৈধ হবে না। চাই লোকটা নেককার হোক অথবা বদকার। কারন সে আমীরুল মুমিনীন।' **(আল আহকামুস সানিয়্যাহ- ১/২০)**

উক্তিটি তাদের দলীল হিসেবে পেশ করা একাধিক কারণে অসম্ভব।

১। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলপ্রয়োগকারীর শাসনের উপর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সেগুলো উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ

করবো না। আগ্রহী ব্যাক্তি ফিকহের কিতাব থেকে তা দেখে নিতে পারেন।

২। ইমাম আহমদ রহ. থেকেই এর বিপরীত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এখানে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না; তবে শুধু মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছিঃ ইমাম আহমদ রহ. খলিফা ওয়াসিক আল আব্বাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে ইমাম আহমদ ইবনে নছর আল খুজায়ী রহ. এর প্রশংসা করেন। আহমদ ইবনে নাছর রহ. সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,'আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রতি রহম করুন! আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উদার মানুষ আর হতে পারেনা। তিনি আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছেন।' **(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১০/৩০৩)**

৩। এরকম দলীল পেশকারীকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই; এর মাধ্যমে আপনি কোন খিলাফাহ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন? আপনি কি 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ' উদ্দেশ্য নিচ্ছেন যার সুসংবাদ স্বয়ং রাসূল ﷺ দিয়েছেন? খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফাহ; যাদের অনুসরণ করতে নবী কারীম সা আদেশ দিয়েছেন নাকি বলপ্রয়োগ এবং জোর জরদবস্তির খিলাফাহ

উদ্দেশ্য নিচ্ছেন। যার বর্ণনা নাবী কারিম সা দিয়েছেন যে সেটা তাঁর সুন্নতকে পরিবর্তন করবে। যার প্রতিষ্ঠাকারীকে ওমর রা. বাইয়াত দিতে নিষেধ করেছেন।

আর ইমাম মালেক রহ. তার বর্ণনা এ ভাবে দিয়েছেন,'সে জালেম আল্লাহ তার বিচার করবেন। তাকে বাইয়াত দেওয়া যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তাকে সাহায্য করা যাবেনা।'আমি এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাইঃএক। উম্মাহের ইতিহাসে জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের খিলাফাহ (কেউ চাইলে তাকে ধ্বংস ও ফাসাদ সৃষ্টির খিলাফাহ বলতে পারেন।) দুর্গতিই বয়ে এনেছে এবং তাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর আমাদের অধঃপতনের কারণও তো এটাই ছিল। জবরদখলের এই রীতি উম্মাহের ইতিহাসে কঠিন কঠিন মুহূর্তে এই শাসন নারী ও অবুঝ শিশুকেও খলীফা মনোনিত করেছে। যেমন, তাতারীরা যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তা একেবারে উজাড় করে হলব পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং মিসর আক্রমণেরও প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। এমন এক কঠিন ও নাযুক মুহূর্তে মিসরের বাদশা নিযুক্ত হয় আট দশ বছরের শিশু মানসুর ইবনে ইজুদ্দিন। অথচ তার সময় কাটতো কবুতর নিয়ে খেলা করে এবং উটের পিঠে চড়ে। তাতারীদের মোকাবেলা করে

মিসরকে রক্ষা করার কোন চিন্তাই তার মধ্যে ছিল না।

এহেন পরিস্থিতিতে বাদশা মনসুরের উপস্থিতিতে আমীর উমারাগন আসন্ন বিপদ মোকাবিলায় তাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ সভায় বসলো। কিন্তু শিশু মানসুর শুধু মজলিসের শোভাই বর্ধন করছিল, তার কোন মতামত ছিল না। পরিস্থিতি খারাপ দেখে সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ. মনসুরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা দখল করে নেন এবং ফুকাহা ও কাজীদের নিকট এই বলে ওজর পেশ করেন যে, মানসুর ছোট আর দেশে এখন তাতারীদের মকাবেলায় একজন দক্ষ ও শক্তিশালি শাসক প্রয়োজন। অতঃপর কুতুজ রহ. যখন আইন জালুতে তাতারীদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন করলেন, বাইবারাছ তখন আমীর উমারাদের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে এবং তাঁর সৈন্য বাহিনীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। অতঃপর তারা যুবরাজের বাসগৃহে এসে যুবরাজকে কুতুজ রহ. হত্যার সংবাদ দেয়। তখন সে বলে, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? বাইবারাছ বলে, আমি। তখন যযুবরাজ তাকে বললো, হে বীর আজ থেকে তমার মর্যাদা সুলতানের মত।'ইমাম নিয়োগের ক্ষেত্রে শরিয়তের কর্তৃত্ব আড়াল হয়ে গেল এবং তার স্থানে কর্তৃত্ব দখল করে নিলো তরবারী (সে যাকে ইচ্ছা তাকে

ইমাম বানাবে)'হত্যাকারির শরীয়ত অনুযায়ী বিচারের পরিবর্তে তাকে সুলতানের মর্যাদা দেয়া হয়। আর সে যাকে নিয়োগ দেয় সেই কাজী ও মুফতী হয় এবং এক সময় বলে আমিই ইমাম। আমার কথা মত সবকিছু চলবে। যার বিচারের প্রয়োজন তাকে আমার নিয়োগ দেওয়া বিচারকের বিচারই মানতে হবে; যদিও বিচার তাদের বিরুদ্ধেই চাওয়া হয়। আর এভাবেই ধীরে ধীরে শরীয়ত বাতিল হতে থাকে। আর আমরা রাসুল ﷺ এর ভবিষ্যৎ বাণির সত্যতার খোঁজ পাই। রাসূল সা বলেছেন,'ইসলামের বন্ধনগুলো (হুকুমগুলো) একে একে বিলুপ্ত হতে থাকবে। আর যখনই একটা বন্ধন বিলুপ্ত হবে মানুষ তার বিকটতম বন্ধনের দ্বারস্থ হবে। সুতরাং সর্বপ্রথম (শরয়ী) হুকুম বিলুপ্ত হবে আর সর্ব শেষ হবে নামাজ।' **(জামেউস সগীর)**

আর আমাদের এ যুগের ঘটনা হল; এই বল প্রয়োগকারী হুকুমতই ইমাম মুজাদ্দেদ আব্দুল ওয়াহাব রহ. এর দাওয়াতকে নষ্ট করেছে এবং এ অঞ্চলকে আমেরিকার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে পরিনত করেছে। সর্বোপরি মুসলমানদের আমেরিকা ও ইংরেজদের দাসে পরিণত করেছে। ফলে কোরআনের শাসন বাদ দিয়ে মানবরচিত বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হুচ্ছে এবং মুসলমানদের দেশ ও সম্পদ কাফেরদের কাছে অর্পণ করা

হচ্ছে।দুই। ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার খিলাফতের আহ্বান মুজাহিদদের মাঝে ফিতনার আগুনই জ্বেলে দিবে এবং তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করবে। যারা এই খিলাফতের অনুসরণ করবে তারা ভাববে তারা সঠিক পথে আছে। আর অন্যরা শরীয়ত মানছেনা বরং তারা বাগী-বিদ্রোহী। কখনো কখনো তাদের মুরতাদ পর্যন্ত বলবে। আর বিরোধীরা খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় রত। ঠিক এ ফিতনাটিই বর্তমানে ইরাক ও শামে দেখা যাচ্ছে। মুজাহিদরা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এর কারণে আসল শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফসল শত্রুরাই ঘরে তুলছে।তিন। রাজতন্ত্রের মধ্যেও ভালো কাজ হয়েছে।

যেমন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদিকে মোহাম্মাদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠিয়েছে, অন্যদিকে অসংখ্য ভালো মানুষকে হত্যা করেছে। তদ্রুপ খলিফা মুতাসিম এক দিকে যেমন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে, অন্য দিকে আমুরিয়া বিজয় করেছে। কিন্তু এর কারণে তো আর হাকীকত বাতিল হবে না মাশওয়ারা ব্যাতীত শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল শরীয়ত সম্মত হয়ে যাবে না; বরং তা শরীয়ত পরিপন্থি হিসেবেই চিহ্নিত হবে।আমরা খিলাফা আ'লা

মিনহাজুন নুবুয়্যাহ ফিরিয়ে আনারই চেষ্টা করছি। আর এর মাঝে রয়েছে উম্মাহর সর্বাধিক কল্যাণ, নেতৃত্ব ও ইজ্জত সম্মান। আমাদের নবী মোহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে এই খিলাফার সুসংবাদই দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমরা রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আমাদের শক্তি ব্যয় করবোনা, কারণ এই রাজতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রই হচ্ছে উম্মাহর অধঃপতন আর পরাজয়ের মূল।আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, বুছর ইবনে আরতা ও আবু মুসলিম খোরাসানীর পদ্ধতিতে নয়। ইনশাআল্লাহ আমরা সাইয়্যিদুনা মোহাম্মাদ ﷺ এর মানহাজে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবো। তিনি বলেন,

‘তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারা তোমাদেরকে ভালোবাসবে এবং তোমরা যাদের জন্য দোআ করবে আর তারা তোমাদের জন্য দোআ করবে। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে আর তারা তোমাদেরকে অপছন্দ করবে তদ্রুপ যাদেরকে তোমরা অভিসম্পাত করবে আর তারা তোমাদের অভিসম্পাত করবে।’(মুসলিম- ৪৯১১)

মানুষ কিভাবে ঐ লোককে ভালবাসবে এবং তার মঙ্গল কামনা করে দোআ করবে- যে তাদের এবং তাদের প্রিয় লোকদের নির্যাতন করে হত্যা করে?

সংশয় ২। অল্প সংখ্যক লোকের বাইয়াতের মাধ্যমে খলীফা নির্ধারণ সঠিক হবে কি না? আমি খুব সংক্ষেপে এ ব্যাপারে কিছু আরজ করবো। কারণ, আমরা দেখতে পাই- কেউ কেউ অল্পসংখ্যক লোকের বাইয়াতকে বৈধ প্রমাণ করতে দুটি দলিল দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।

১। কোন কোন আলেম থেকে বর্ণিত আছে যে, এক-দুইজন অথবা একেবারে অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমেও খলীফা নির্ধারণ হয়। এ কথার উত্তর হলোঃ

ক। এ কথাটা সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সুন্নত ও ইজমার বিপরীত। সহীহ হাদীসের কিতাবগুলোতে তা বর্ণিত আছে। পূর্বে এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

খ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই সংশয়ের উত্তর দিয়েছেন এবং বলেছেন এটা সাহাবায়ে কেরাম রা. এবং সায়্যিদিনা আবু বকর রা. কে অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে রাফেজীদের মতাদর্শ অনুসরণ।

২। তারা ইমাম নববী রহ. এর কথাকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। ইমাম নববী রহ. বলেন, 'উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, বাইয়াত সঠিক হওয়ার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের বাইয়াত জরুরী নয় এবং পৃথিবীর সকল সুধীজন ও চিন্তাশীলদের বাইয়াতও জরুরী নয় বরং ঐ সকল আলেম, নেতৃবৃন্দ এবং সম্মানিত লোকদের বাইয়াত শর্ত যাদের একত্র হয়ে বাইয়াত দেওয়া সহজ ও সম্ভব।' **(শারহুন নববী আলা মুসলিম- ৬/২০৯)**

আসলে এই উক্তিটিও তো ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে দলীল যারা মনে করে অল্প সংখ্যক লোকের বাইয়াত জায়েয। কারণ-

ক। কেউই তো পৃথিবীর সকল মানুষ অথবা সকল আলেমদের একত্র হওয়ার শর্ত করেননি বরং সবাই জমহুরদের ঐক্যমতকে শর্ত বলেছেন।

খ। বর্তমান বায়াতের শর্ত হল সারা দুনিয়ার যে সকল আলেম, নেতা ও সম্মানিত ব্যাক্তি ঐক্য মত পোষণ করতে সক্ষম তাদের সকলের ইজমা। আর এটা জানা কথা যে, বর্তমানে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই পৃথিবীর সকল আলেমের যোগাযোগ করা সম্ভব।

গ। ইমাম নববী রহ. ঐ সকল আলেম, নেতা ও সম্মানিত

ব্যাক্তিদের ইজমাকে শর্ত বলেছেন যারা সহজে একত্র হতে পারেন। তবে তিনিও অপরিচিত নাম ঠিকানা কিছুই জানা যায় না একন লোকের বায়াতের কথা বলেন নি।

সংশয় ৩। কেউ যদি কাউকে অযোগ্য মনে করে তাকে বাইয়াত না দেয় তাহলে সে কি গুনাহগার হবে?স্বভাবতই এর উত্তর না বাচক হবে। এর দলীল অনেক সাহাবায়ে কেরামের আমল। যেমন হুসাইন রা., ইবনে যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. এরা কেউই ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়াকে বাইয়াত দেননি।

আবু নুয়াইম রহ. উরওয়া ইবনে যুবাইর রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ‘ইবনে যুবাইর রা. ইয়াজিদের আনুগত্য মেনে নিতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন এবং প্রকাশ্যে ইয়াজিদের সমালোচনা করলেন। তখন এ সংবাদ ইয়াজিদের নিকট পৌছলে সে কসম করলো যে, হয়তো তাকে (যুবায়েরকে) বেড়ি পরিয়া তার (ইয়াজিদের) কাছে আনা হবে অথবা সে (যুবায়ের) তার (ইয়াজিদের) কাছে সন্ধি চুক্তি পাঠাবে)। তখন ইবনে যুবায়ের রা. কে বলা হল, আমরা আপনার জন্য রুপার খাঁচা বানাবো। আপনি সেখানে কাপড় পরিবর্তন করবেন আর তাকে কসম থেকে মুক্তি দিবেন। (কিন্তু আমাদের মনে হয়) আপনার জন্য সন্ধি চুক্তিই উত্তম। অতঃপর

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তাকে কসম থেকে মুক্ত করব না।

অতঃপর বললেন, “প্রয়োজনে পাথর চিবিয়ে চূর্ণ করতে রাজি আছি কিন্তু হকের সামনে মাথা নত করতে রাজি নই।”‘অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! লাঞ্চিত হয়ে চাবুকের আঘাতের চেয়ে সম্মানের সাথে তরবারির আঘাত আমার কাছে অনেক প্রিয়। এরপর ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার খিলাফাত প্রত্যাখ্যান করে নিজের বায়াতের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করলেন।’**(মা’ আরেসুস সাহাবাহ, আন নু’আইম- ১১/৪৬১)**

ইমাম ইসমাইলী রহ. বর্ণনা করেন,“মুআবিয়া রা. তার ছেলে ইয়াজিদকে খলীফা বানাতে চাইলেন। তাই এ বিষয়টি মারওয়ানকে লিখে পাঠালেন আর মারওয়ান লোকদের জমা করে ভাষণ দিলেন এবং ইয়াজিদের বিষয়টি উল্লেখ করে তাদেরকে তাকে বাইয়াত দেওয়ার আহ্বান জানালেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআ’লা আমিরুল মুমিনিনকে ভালো কিছু এলহাম করেছেন। তাই তিনি চাচ্ছেন তাকে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করতে। কারণ আবু বকরও তো ওমরকে নির্ধারণ করে গেছেন। তখন আব্দুর রহমান বললেন, এটাতো দেখছি

হিরাকলিয়া নীতি (বাইযানটাইন)।” **(ফাতহুল বারী- ২৩/৩৯২)**

ইবনে হাজার রহ. বলেন,‘আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে বর্ণনা করে বলেন, এক খুতবায় মুআবিয়া রা. ইয়াজিদকে বাইয়াত দেওয়ার জন্য লোকদের আহ্বান করলেন। অতঃপর হুসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন আব্দুর রহমান তাঁকে বললেন, এটা তো দেখছি, হিরাকলিয়া! এক সম্রাটের মৃত্যুর পর অন্য সম্রাট তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আল্লাহর কসম! আমরা কখনই এটা করবো না (অর্থাৎ তাকে বাইয়াত দিব না)।’ **(আল আসহাব- ৪/৩২৭)**

হুসাইন ইবনে আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. শুধুমাত্র ইয়াজিদের বাইয়াতকেই প্রত্যাখ্যান করেন নি বরং তারা প্রত্যেকেই একজনের পর অন্যজন নিজেকে বাইয়াত দেয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। কারণ ইয়াজিদের ক্ষমতা ছিল অবৈধ। অন্য দিকে মুসলমানদের জন্য একজন খলীফার প্রয়োজন ছিল। আর উম্মাহর জমহুর অংশটি তাদেরকেই গ্রহণ করে নিবে। ইয়াজিদ বল প্রয়োগ করার পূর্বে মানুষ তাকে বাইয়াত দেয় নি; বরং তাকে নিয়োগের পূর্বেই শাম, হিজাজসহ কিছু

অঞ্চল থেকে তার জন্য বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নিচ্ছি। তা হল, সায়্যিদিনা হুসাইন রা. সায়্যিদিনা মুআবিয়া রা. এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও বাইয়াত ভঙ্গ করেন নি; বরং তিনি হাসান রা. কর্তৃক সায়্যিদিনা মুআবিয়া রা. এর সাথে কৃত চুক্তি পালন করে গেছেন। অথচ এ ব্যাপারে তাঁর অসম্মতি ছিল। তিনি মুআবিয়া রা. এর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ও তাঁর ভাই হাসান রা. এবং সকল মুসলমানের এবং সকল মুসলমানের চুক্তি রক্ষা করেছেন। কারণ, তিনি দেখেছেন মুআবিয়া রা. শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর খিলাফাহও মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।হুসাইন রা. মুআবিয়া রা. এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত নিজের দিকে বায়াতের আহ্বান করেননি; বরং তাঁর ইন্তেকালের পরে করেছেন। কারণ, ইয়াজিদের খিলাফাহ ছিল শরীয়ত বিরোধী। কেননা, তা শুরার ভিত্তিতে গঠিত হয়নি এবং জমহুরগণ তাকে খিলাফতের অযোগ্য মনে করতেন।

সংশয় ৪। খিলাফতের পদ শূন্য থাকা অবস্থায় যদি কোন অযোগ্য লোক নিজেকে এই বলে খলীফা দাবি করে যে। ‘কোন

খলীফা না থাকার চেয়ে একজন খলীফা থাকাতো ভালো’।

তাহলে করণীয় কি? আমরা কি তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিবো? অথচ মুসলমানদের এমন অনেক আমীর আছেন যারা জিহাদ করেন, শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং ‘আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার করেন’ করেন এবং সম্মিলিত ভাবে ধীরে ধীরে ‘খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহর’ দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তরঃ না। আসলে এমন সন্দেহতো হুসাইন রা., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. এরও জাগেনি। কেননা, যখন সায়্যিদিনা মুআবিয়া রা. ইন্তিকাল করলেন এবং খিলাফতের পদ শূন্য হল তখন তারা ইয়াজিদের শাসন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা এ কথা বলেন নি যে, এখন যেহেতু কোন খলীফা নেই তাই আমাদের জন্য ইয়াজিদের খিলাফাহ মেনে নেওয়াই উত্তম। বরং হুসাইন রা. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. পর্যায়ক্রমে ইয়াজিদ থাকা অবস্থায়ই নিজের বায়তের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু বিষয়টি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হুসাইন রা. শাহাদাত বরণ করেছেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এর জন্য তা পরিপূর্ণ হয়। সব এলাকা থেকে

বায়াতের পর উলামায়ে কেরাম তাঁকে শরয়ি খলীফা হিসেবে গণ্য করেনাতাছাড়া আমরা তো আর বায়াতহীন অবস্থায় নেই; বরং আমাদের এবং বাগদাদী ও তার সঙ্গীদের স্কন্ধের উপরও তো ইমারতে ইসলামির বাইয়াত রয়েছে। কিন্তু বাগদাদী ও তার সঙ্গীরা তা ভঙ্গ করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তা পূর্ণ করে চলেছি।

বড় কথা হল, আমরা তো আর খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করা থেকে গাফেল হয়ে বসে রইনি; বরং আমরা এবং সকল মুজাহিদরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। (কিভাবে এগুচ্ছি এ নিয়ে ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচনা করবো) তবে আমরা চাই খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ। আমরা রাজতন্ত্র, বলপ্রয়োগ ও জুলুমের শাসন চাইনা।

সংশয় ৫। কোন অযোগ্য লোক যদি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করে৷ আর কেউ যদি তাকে বাইয়াত না দেয় তাহলে কি সে হাদিসে বর্ণিত ধমকির উপযুক্ত হবে? রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যাক্তি কাউকে বাইয়াত না দিয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে জাহেলি অবস্থায় মৃত্যু বরন করলো!"উত্তরঃ না। সেএ ধমকির উপযুক্ত হবে না। এ বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে এই হাদিসেরই আরও

কিছু বর্ণনা উল্লেখ করছি। ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন,

“কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ করে; তাহলে সে যেন এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে। কেউ যদি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়েও মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।”(বুখারী- ৬৫৩১)

ইমাম মুসলিম রহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন,“কেউ আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তার কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যাক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ তার উপর কারো বাইয়াত বেই সে যেন জাহেলি অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো।”

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরাইরা রা. থেকে অন্য আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন, “যে ব্যাক্তি আনুগত্যের হাত গুতিয়ে নিয়ে জামাত ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করলো, সে যেন জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।যে ব্যাক্তি কোন পথভ্রষ্টের পিছনে যুদ্ধ করলো; যে কিনা কোন গোত্রের কারনে ক্রুদ্ধ হয় অথবা কোন গোত্রের দিকে আহবান করে অথবা কোন গোত্রকে সাহায্য করে, অতঃপর সে নিহত হলে এটা হবে জাহেলি অবস্থায় নিহত হওয়া।

আর যে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সত্যবাদি-মিথ্যাবাদি সবাইকেই আঘাত করে; মুমিনদের থেকে বিরত থাকে না এবং চুক্তিকারির চুক্তি পূর্ণ করেনা। তাহলে আমার ও তার মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।”**(মুসলিম- ৩৪৩৬)**

উল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত ধমকির আওতায় যারা পড়বে-

১। যার আমীর আছে কিন্তু তার মধ্যে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখে মুসলমানদের সম্মিলিত জামাত থেকেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; অথচ সকলেই ঐ আমীরের ব্যাপারে একমত।

২। যে কোন আমীরের আনুগত্য মেনে নেওয়ার পর তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিলো।

৩। যে মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমিরের আনুগত্য ত্যাগ করলো।তবে যারা কাউকে ইমারত কিংবা খিলাফতের অনুপযুক্ত মনে করে তাকে বাইয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে সে এই ধমকির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমনিভাবে হুসাইন রা. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এবং আব্দুর রহমান রা. ইয়াজিদকে অযোগ্য মনে করে তাঁকে বাইয়াত দেন নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

আমাদের সকল মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী এই যে- আমরা এই মনগড়া খিলাফাহ ও খলীফার অনুগত নই। আর কখনও তার আনুগত্য মেনেও নেই নি যে এখানে হাত গুটিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। কারণ, সে তো খিলাফতের যোগ্যই নয়। আমরা জামাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। কারণ আমরা এমন কোন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি যাকে সকল মুসলমান ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বরং তার আশ-পাশের অল্প কিছু লোক ব্যাতীত তাকে কেউই বাইয়াত দেননি। তাছাড়া আমরা আনুগত্যের হাতও গুটিয়ে নেইনি এবং বাইয়াতও ভঙ্গ করিনি। কেননা, আমাদের উপর রয়েছে আমিরুল মুমিনীনের বাইয়াত। যাকে আমরা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে বাইয়াত দিয়েছি। আর আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল সফলভাবে নিয়ন্ত্রন করছেন এবং পাকিস্তান, ভারত উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, আরব বিশ্ব, আফ্রিকা মহাদেশ সহ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাঁর আনুগত্য নিয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ প্রশ্ন হতে পারে আমরা যা বলছি সালাফদের যুগে এর কোন নজির আছে কিনা?হ্যাঁ, অবশ্যই; সালাফ দ্বারা আপনি কোন সালাফ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন!! যেখানে হুসাইন রা. আব্দুল্লাহ

ইবনে যুবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবীদের সরাসরি আমল পাওয়া যায়। তারা ইয়াজিদের শাসনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, তা মাশওয়ারার মাধ্যমে গঠিত হয় নি। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা তো বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দেয়।

ইমাম খাল্লাল রহ. বলেন, আমাকে মোহাম্মাদ ইবনে আবু হারুন সংবাদ দিয়েছেন ইসহাক রহ. তাদের কাছে বর্ণনা করেন, 'আবু আব্দুল্লাহকে (আহমদ ইবনে হাম্বল) এই হাদিসের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হল "যে ব্যাক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ তার কোন ইমাম নেই, সে যেন জাহেলি অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো" এই হাদিসের অর্থ কি? আবু আব্দুল্লাহ বলেন, "তোমরা কি জানো ইমাম কাকে বলে? ইমাম হল যার ব্যাপারে সকল মুসলমানদের ইজমা হয়েছে এবং লোকেরা বলে এই তো ইনিই আমাদের ইমাম।" **(আস সুন্নাহ লিল খাল্লাল- ১/৮০-৮১)**

ইমাম ফাররা রহ. এই কথার সাথে আরেকটু যুক্ত করে বলেন, "এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হল, এটা (বাইয়াত) সংঘটিত হবে তাদের জামাতের মাধ্যমে।"**(আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ- ২৩)**

বর্তমানে যে লোকটি অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বায়াতের মাধ্যমে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করছে। তার ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত তো নয়ই, বরং অপরিচিত কিছু লোক ব্যাতীত কেউ বলে না যে ইনি আমাদের আমীর, যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না।

সংশয় ৬। আপনারা বলছেন অমুক খিলাফতের যোগ্য নয়। অথচ আমরা খিলাফতের যোগ্য অনেক লোককে পর্যবেক্ষণ করেছি; কিন্তু তার চেয়ে যোগ্য অন্য কাউকেই পাইনি। আসলে এ ধরনের কথার কোন ভিত্তি নেই। কারণ, মুজাহিদীনদের মাঝে এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মাঝে তার চেয়ে অধিকতর যোগ্য অনেক লোক আছেন। শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসী দা বা ঐ জামাত সম্পর্কে বলেন, যারা অল্প কিছু লোকের বায়াতের মাধ্যমে তাদের আমীরকে খলীফা বলে দাবি করছে, "একথা বলতেই হয় যে, ময়দানে যদি এই জামাত ব্যাতীত অন্য কোন জামাত না থাকতো তাহলে আলেমদের ইলম তাদেরকে এই জামাতের আমীরকে সমর্থনের পক্ষেই বলতো। কারণ, তারা একজন শ্রেষ্ঠ লোককে আমীর বানাতে আগ্রহী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা মুরতাদ তাগুত শাসকদের থেকে উত্তম। আর সত্য কথা হল; ময়দান অনেক জিহাদি জামাতের মাধ্যমে

পরিপূর্ণ। তাদের কোন কোনটা শক্তির বিচারে তাদের সমকক্ষ, সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে এদের চেয়ে বেশী এবং নেতৃত্বের দিক থেকে এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সুতরাং উৎকৃষ্টের উপর অনুৎকৃষ্টকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।”

সংশয় ৭। যে লোক কারো পরামর্শ ব্যাতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবি করে তার কি এ অধিকার আছে যে, সে তার অনুসারীদের এ আদেশ দিবে যে, ‘যারা আমাকে খলীফা হিসেবে মানবেনা তাদের মাথা গুড়িয়ে দাও। কারণ তারা জামাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

তারা দলিল হিসেবে এই হাদিসটি পেশ করে,

“আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যাক্তি কোন ইমামকে বাইয়াত দিল নিজের দেহ মনের বন্ধন তার সাথে জুড়ে নিল। এর ভিন্ন কেউ যদি খিলাফতের দাবি করে প্রথম জনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।”(মুসলিম- ৪৮৮২)

উত্তরঃ

১। অল্প সংখ্যক লোকের বাইয়াত বাতিল, অগ্রহণযোগ্য। এবং যাকে অল্প সংখ্যক লোক বাইয়াত দিবে তাকে শরয়ী ইমাম

হিসেবে গণ্য করা হবে না। পূর্বে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে রাসুল ﷺ এর হাদিস, খোলাফায়ে রাশেদীনের সিরাত ও সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। যে ব্যাক্তি ইমাম ছাড়া মৃত্যুবরণ করলো সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো। এই হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা প্রানিধানযোগ্য।।

৩। জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল কারীকে তার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্য না করার ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. এর উক্তি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৪। যে ব্যাক্তি তার আমীরের বাইয়াত ভঙ্গ করে নিজেকে বাইয়াত দেয়ারপ্রতি আহ্বান করে তার বিরুদ্ধেই এই হাদিসটি প্রযোজ্য হবে। এই হাদিস কিছুতেই তাদের পক্ষের দলীল নয়; বরং তাদের বিপক্ষেরই দলীল।

৫। যে তার আমীরের বাইয়াত ভঙ্গ করে নিজের বাইয়াতের দিকে আহ্বান করে তার বাইয়াত বাতিল, অগ্রহণযোগ্য। কেননা- “যার ভিত্তি বাতিলের উপর সেটাও বাতিল”।

৬। এই ভয়ংকর বিপদের আরো ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে

আমাদের একবার ভেবে দেখা উচিৎ। বিপদটি হল, এক লোক কোন মাশওয়ারা ব্যাতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবি করে বসলো। অথচ তাকে অল্প কিছু অপরিচিত লোক ব্যাতীত কোন মুজাহিদ ও মুসলমানরা খলীফা হিসেবে মেনে নেয়নি। এর পরিণতি এই হল যে, এরপর সে মুজাহিদদের গুপ্ত হত্যা করা শুরু করলো এবং মুজাহিদদের ধবংস করার জন্য তাদের উপর আত্মঘাতী আক্রমণ শুরু করলো। অথচ এরা হল শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন এবং খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিবেদিত প্রাণ শ্রেষ্ঠ সব মুজাহিদ তাদের অনেকেই এখন আর ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে না। তারা জিহাদ ছেড়ে বসে পড়েছে। হয় তো তাদের আর কখনো জিহাদের ময়দানে ফিরে আসা হবে না!! আর এভাবেই এ সকল দুর্ভাগারা জিহাদের আন্দোলনকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং তার অভ্যন্তরে ফিতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে আর নিজেদের হাতেই নিজেরা প্রাণ হারাচ্ছে!! ইসলামের শত্রুরা এটা দেখে আনন্দ উল্লাস করছে। হে ভাই! আপনারা যারা এই কল্পিত খিলাফতে বিশ্বাসী একবার ভেবে দেখুন! ঐ লোকটি কী মসিবতেই না পতিত, যে দুর্ভাগা জান্নাতের আশায় ঘর থেকে বের হয়ে ছিল; কিন্তু জাহান্নামের অতল গহ্বরে গিয়ে পতিত হল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন,

"যে ব্যাক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সুরা নিসাঃ- ৯৩)

সংশয় ৮। একটি মুনাসিব পরিস্থিতির অপেক্ষায় খিলাফতের ঘোষণা বিলম্বিত করা কি অপরাধ? অচিরেই এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ; কিন্তু এখানে সংক্ষেপে বলে রাখছি, সাহাবায়ে কেরাম রা. হুসাইন রা. কে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে কোন অপরাধ করেননি। কারণ তারা দেখেছিলেন এই মুহূর্তে বিদ্রোহে সফল হওয়ার মত পরিস্থিতি নেই। ইনশাআল্লাহ এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। আজ এ পর্যন্তই। সামনের মজলিসে দেখা হবে।

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ৬]

পূর্বে আলোচনা হয়েছে ইরাক ও শামে ক্রুসেড আক্রমণ এবং ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি আমেরিকানদের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমাদের করণীয় কি? এবং খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ কী? সাথে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি খিলাফাহ ঘোষণার জন্য উপযোগী? না হলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে **আমাদের করণীয় কি?**

আজ আমি মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত অনেক কঠিন এক বিপদ নিয়ে আলোচনা করবো। আর তা হল মুসলিম উম্মাহর উপর যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের সঙ্গে ইরানী সাফাবীদের জোট গঠন।

আমি আমার মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে শায়েখ আবু হাম্মাম আশ-শামী রহ. ও ক্রুসেড বিমান বাহিনীর হামলায় শহীদ

ভাইদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং “জাবহাতুন নুসরার” সকল ভাইদের সান্তনা দিচ্ছি এবং তাদের ধৈর্য ধারণ করে দৃঢ়চিত্তে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানাচ্ছি। হে আল্লাহ ! আপনি এই আক্রমণে শহীদদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাদের পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি জাবহাতুন নুসরার ভাইদের মাধ্যমে আপনার দ্বীন, আপনার কিতাব, আপনার নবীর আমানত রক্ষা করুন, আমীন!

প্রিয় উম্মাহ! বর্তমানে আমরা এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। আর তা হল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আক্রমনের সাথে সম্প্রতি ইরানের প্রকাশ্যে যুক্ত হওয়া। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের এই চুক্তি স্পষ্টভাবে আমেরিকার দুই শত্রু তথা ইরাক ও আফগানের বিরুদ্ধে। এটা ইরানের সেনাপ্রধানও স্পষতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে।

আর শামে রাফেজী, সাফাবীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা ঘোষণা করেছে যে, তারা যে কোন মুল্যে আসাদ ও আসাদের সরকারকে রক্ষা করবে।

আফগানিস্তান, ইয়েমেন, লেবানন থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ অব্যাহত রাখবে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এক দিকে ন্যাটোর সাথে মিলিত হচ্ছে, অপরদিকে রাশিয়ার সাথে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে জোট গঠন করছে। এই তো কিছু দিন পূর্বে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছে, আসাদের সাথে বৈঠক ব্যাতীত সিরিয়ার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

কিন্তু অতি আফসোস ও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফের মুশরিকরা এক জোট হচ্ছে। আর আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের উচিৎ মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মাঝে যে ছোটখাটো সমস্যা আছে, সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা; কিন্তু তা না করে একদল আবার নতুন করে ফেতনা সৃষ্টি করেছে! এবং আমাদের মাঝে বিভেদের রাস্তা তৈরী করেছে। তারা নিজেদের জন্য এমন পদ-পদবী দাবি করছে-বাস্তবতা এবং শরীয়ত কোন দিক থেকেই যার উপযুক্ত তারা নয়। বিভিন্ন ভাবে বাড়াবাড়ি করে ফিতনা ছড়িয়ে শামের জিহাদকেই নষ্ট করছে। তারা নূন্যতম সন্দেহের ভিত্তিতে কোন দলীল ছাড়া আবার কখনো উল্টো

দলীল দাঁড় করিয়ে মুজাহিদদের তাকফীর করচেহ। এর মাধ্যমে ক্রুসেডারদেরই তো মঙ্গল হচ্ছে। নুসাইরী, সাফাবী ও রাফেজীদেরই উপকার হচ্ছে।

কেউ কেউ মনে করে শুধু তারাই হক জামাত এবং টিকে থাকার অধিকার শুধু তাদেরই। আর অন্য সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এবং যে করেই হোক তারা ব্যাতীত আর কোন মুজাহিদ জামাতকে টিকতে দেয়া যাবেনা। কারণ এটা ছাড়া তো নিজদের এককভাবে খাঁটি ইসলামী দল ঘোষণা করা যাবেনা! তাই তারা অন্যদের কাজকে কুফুরী, রিদ্দাহ, খিয়ানত, সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহমূলক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

হায়রে নির্বোধ! তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে যে, এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে ও হচ্ছে। তাদের পূর্বে অন্যান্য জিহাদী দলগুলোই তো ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড, রাফেজী, নুসাইরী ও নাস্তিকদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে এবং এখনও করছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও করবে; বরং তারাও তো সে দলেরই একটা অংশ। মানুষতো তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছে এরই মাধ্যমে।

আফসোস! আমরা আজ পূর্ববর্তীদের পথ ত্যাগ করে কোন

পথে হাঁটছি! আমরা পুরো উম্মাহকে অথবা জমহুর উম্মাহকে কেনো একত্র করার চেষ্টা করছিনা, যাতে করে এর মাধ্যমে আমরা এমন ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে পারি, যার ভিত্তি হবে মজলিসে শুরা। যেমনটি সাইয়্যেদুনা ওমর রা. সিদ্ধান্ত দিয়েছেন,

“ইমারা গঠিত হবে মজলিসে শুরার মাধ্যমে।”

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৯৭৬০)

যারা আজ খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ ত্যাগ করে কারো সাথে পরামর্শ না করে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করছে- শুধু তাই নয়, এরপর সকলকে তার বাইয়াত দিতে বলছে, যারা বাইয়াত না দিবে তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। তারা পুরো বিষয়টাকে একেবারে গুলিয়ে ফেলেছে। কারণ, আমরা জানি খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত হল, বাইয়াত দেয়া হবে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে। অতঃপর যখন অধিকাংশ মুসলমান এক হবে তখন বাইয়াত সংগঠিত হবে। অথচ আমরা দেখছি তার পুরোপুরি উল্টো চিত্র। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে কেউ প্রচার করছে যে, এটাই হল “খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ”। তাই সবাই একে বাইয়াত দিতে হবে। অথচ সে আমীরের বাইয়াত ভঙ্গ করেছে। একদিকে তারা অন্যদেরকে আনুগত্যের আদেশ দেয় অন্য দিকে নিজেই স্বীয় আমীরের অবাধ্য হয়। সেতো আমীরুল

মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে বাইয়াত প্রাপ্ত। তার মুখপাত্রও তো এক সময় মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে সুউচ্চ পাহাড় অভিধায় ভূষিত করতো এবং তার অনুসারিরাও এর ন'রা উচ্চকিত করতো।

পরবর্তীতে সে যা করার ইচ্ছা করেছে। আসলে এর মাধ্যমে সে যা করছে, তাহল, মুজাহিদদের মধ্যে ভাঙ্গন ও

ফাটল সৃষ্টি। ইতিমধ্যে সে তার অনুসারীদের আদেশ করেছে যে বা যারা তার আহ্বানে সারা না দিবে তারা যেনো তাদের মাথা গুড়িয়ে দেয়। কারণ, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করছে !!

অথচ আমাদের শত্রুরা জোটবদ্ধ হয়েছে, আমরা কি শত্রুর কাছ থেকও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না?

আমি এখানে সীমালঙ্ঘনকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কিছুই বলবো না। আমি শুধু আমার জন্য এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে হেদায়েতের দোআ করবো। হে আল্লাহ ! আপনি আমাদের হেদায়েত দান করুন। আমি জ্ঞানী, মুত্তাকী ও উঁচু মানসিকতার লোকদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হোন। আবারও বলছি, আপনারা শত্রুদের

বিরুদ্ধে এক হোন সব বিভেদ ভুলে শত্রুদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হোন। কেউ কি আছে যে, আমার কথা শুনবে! কেউ কি আমার এ আহ্বানে সাড়া দিবে? **আমি আপনাদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছিঃ-**

১। আপনারা এখনই মুজাহিদদের পরস্পর সংঘাত বন্ধ করুন।

২। অমুক দল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এই অজুহাতে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ছেড়ে দিন।

৩। ইরাক ও শামের একটি স্বতন্ত্র শরইয়ি বিচারবিভাগ কায়েম করুন এবং যার ক্ষমতা বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ দুই অঞ্চলের সকল মুজাহিদদের দায়িত্বে থাকবে।

৪। অতিতের তিক্ততা ভুলে গিয়েয়াম ক্ষমা ঘোষণা করুন।

৫। পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়িজিত হোন। যেমন, আহতদের চিকিৎসা দেয়া, আশ্রয়হীন পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঞ্চয় করা এবং সম্মিলিত অপারেশন পরিচালনা করা ইত্যাদি।

নিশ্চয় শামের মুবারক জিহাদের সাথে পুরো উম্মাহের দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা মিশে আছে এবং তারা একটি সুন্দর

ভোরের অপেক্ষা করছে। কেননা, শাম এবং মিসরই হল বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পূর্বশর্ত। সুতরাং শামের জিহাদকে নষ্ট করা মানে পুরো উম্মাহের আশা আকাঙ্ক্ষা একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া। আর মুজাহিদদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সংবাদের চেয়ে খুশির সংবাদ শত্রুর নিকট আর কি হতে পারে?

মার্কিনীরা ইরাকে প্রবেশের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাফেজী সাফাবিরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এই যুদ্ধ শুধু মাত্র তাদের বিরুদ্ধে নয় যারা মাশওয়ারা ব্যাতীত নিজেদের খিলাফাহ দাবি করছে; এ যুদ্ধের পরিধি আরো বিস্তৃত। নিশ্চয় এটা এ অঞ্চলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। তথাকথিত খিলাফাহ ঘোষণার পূর্বেই আনবারে সম্মিলিতভাবে রাফেজী দলগুলো আক্রমণ করেছিল এবং এই খিলাফাহ ঘোষণার পূর্ব থেকেই শিয়া মিলিশিয়ারা সব জায়গায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ঘৃণিত সব অত্যাচার করে চলছে।

আর বর্তমানে তাদের সম্মিলিত শক্তি পুরো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে ঘৃণিত সব অত্যাচার শুরু করেছে। যারা এই খিলাফতের সাথে একমত তাদের উপর এবং যারা এর

সাথে একমত না তাদের উপরও। সুতরাং এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। আর এসকল মিলিশিয়ারা যদি একবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অঞ্চলগুলো দখল করতে পারে, তাহলে তারা কাউকেই ছাড় দেবে না।

আমি পূর্বের ন্যায় আবারও বলছি আমরা এই মনগড়া খিলাফাহ প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ইরাক ও শামের সকল মুজাহিদদেরকে একতার আহবান জানাচ্ছি। আপনারা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক, রাফেজী-নুসাইরীদের বিরুদ্ধে এক হোন। আপনারা মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এক হোন। আমি তাদেরকে বলছি, যারা আমাদের সাথে বিরূপ ব্যাবহার করেছে এবং যারা আমাদের সাথে ভালো ব্যাবহার করেছে তাদেরকেও বলছি। যারা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে এবং যারা ন্যায়বিচার করেছে, যারা আমাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেছে এবং যারা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। যারা আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং যারা সত্য বলে, আমি তাদের সবাইকেই বলছি, এখন আমাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় নেই। শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে।

সুতরাং আসুন, আমরা একসাথে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করি এবং মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করি।

মনগড়া খিলাফতের অধিকারীরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে তারা আমাদের ধ্বংস করবে, ইমারতে ইসলামিয়াকে গুড়িয়ে দিবে এবং তাদের ব্যাতীত অন্য সকল জিহাদী তানজীমকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। এতো কিছুর পরও আমরা জ্ঞানী ও মুত্তাকীদের আহবান করে বলছি, আসুন! আমরা আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা করবো। আমরা একটি শরয়ী ট্রাইবুনাল গঠন করি। আমাদের মাঝে বিদ্যমান বিভেদ শরীয়তের আলোকে সমাধান হোক। আমরা মুসলমানদের সম্মিলিত শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে চাই।

হে মুসলমানেরা, হে মুজাহিদেরা! তোমরা কি শোননি, খৃষ্টান পোপের প্রতিনিধি সকল রাষ্ট্রকে উগ্রবাদী, চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে এক হতে আহ্বান করেছে। হ্যাঁ এটাই ক্রুসেড যুদ্ধ। ওরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে আর আমরা পরস্পর একে অপরকে তাকফীর করছি! একে অপরকে হত্যা করছি!!

হে জ্ঞানী ও মুত্তাকীগণ!! আপনাদের আহ্বান করছি, আসুন আমরা একটি নিরপেক্ষ শরয়ী ট্রাইবুনাল গঠন করি। শরীয়তের আলোকে আমাদের মাঝে চলমান বিভেদ মিটে যাক। হয়তো

আমাদের পক্ষে ফয়সালা হবে নয়তো বিপক্ষে। তবুও আমরা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত হতে চাইনা। প্রিয় ভাই! আমরা শরীয়ত অনুযায়ী বিভেদ মিটাতে চাচ্ছি। তবুও কেনো আপনারা পিছপা হচ্ছেন, অগ্রসর হচ্ছেন না কেনো? আমরা মুজাহিদদের এক করতে চাচ্ছি; আপনারা কেনো একতা নষ্ট করছেন? আমরা খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নত অনুযায়ী মজলিসে শুরা গঠন করতে চাচ্ছি; আপনারা কেনো তা প্রত্যাখ্যান করছেন? আমরা বারবার অঙ্গিকার পূরনের আহ্বান করছি; আর আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন!! কেনো আপনারা এমনটি করছেন? আপনারা কি আল্লাহ তাআ'লার এই বাণী শুনেন নি? আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম।"(সূরা আন নূর- ৫১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।"

(সূরা মায়েদ-১)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

“তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়োনা, যদি তা করো, তাহলে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।”
(সূরা আনফাল- ৪৬)

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও এক করে দাও এবং মুমিনদের জন্য কোমল ও রহমদিল বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে এক করে দাও। আমাদের সকল তানজীমকে এক করে দাও। আমাদের মতানৈক্য ও বিভেদ দূর করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সব কিছুর মালিক।

বর্তমানে ইয়ামানে হুথিরা রাফেজী, সাফাবীদের এক শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। হুথিরা তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করছে। তারা সানাআ সহ কিছু অঞ্চল দখল করেছে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা হারামাইন শরীফাইন দখল করে ফেলবে। আর ক্ষেত্রে তাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে মুজাহিদরা। তারা মুজাহিদদের খুঁজে বের করতে ও তাদের উপর বোম্বিং করতে আমেরিকার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে ইয়েমেনে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ

এক মজবুত প্রস্তরখন্ডের ন্যায় কাজ করছে যার উপর এসে আছড়ে পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে রাফেজীদের সক্রিয় কর্মী হুথিদের সব ষড়যন্ত্র, আমেরিকানদের দাস ধর্মনিরপেক্ষদের সকল অপ-পরিকল্পনা। নিঃসন্দেহে এসকল বীর মুজাহিদগণ শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রহ. এর মাদরাসায় গড়ে উঠা ছাত্র। তাদের আকাবীরগণ তাঁর একান্ত নিকটের সহচর। তারা তাঁর জিহাদের ঝান্ডা বহন করে জাজিরাতুল আরব রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। তাদের শহীদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাদের মধ্যে খারিবা আল হাজ, ইউসুফ আল উয়াইরী, তুরকিদ দানদালী, শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মাশহুদ, আব্দুল আজিজ আল মুকরিন, সালেহ আল উফী, আবু আলী আল হারিছী, আনোয়ার আল আওলাকী এবং সাইদ আশ শিহরী রহ.। এরা ছাড়াও আরো শতশত বীর মুজাহিদ শহীদের মিছিলে শরীক হয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাদের কবুল করে নিন এবং জান্নাতের প্রশস্ত ভুমিতে তাদের নিবাসী করুন। তাদের অনেক ভাই আহত অবস্থায় আছেন এবং অনেকে বন্দী হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জেলে আটকে আছেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই বন্দি অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। অথচ, রাফেজী বন্দিরা আটক হওয়ার পর খুব দ্রুতই বের হয়ে যাচ্ছে। কেননা, সৌদি সরকার এবং আমেরিকা ইরানের

চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের ভাইয়েরা জাজিরাতুল আরবকে এবং ওহী অবতরণের স্থানকে পবিত্র করার জন্য এ সকল কুরবানি দিয়ে যাচ্ছেন এবং দিয়ে যাবেন। তারা রাসূল সা এর পবিত্র বাণীকে বাস্তবায়ন করবে ইনশাআল্লাহ।

‘তোমরা জাজিরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।’ (সহীহ বুখারী- ৩১৬৮)

তারা আস-সউদ পরিবারকে, রাফেজীদেরকে এবং ক্রুসেডারদের দোসর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরকে জাজিরাতুল আরব রক্ষায় প্রতিহত করছে এবং করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ্! মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের কাজকে প্রসারিত করে জাজিরাতুল আরব থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ কিছু দিন পূর্বে তারা প্যারিসে শার্লি হেবদোতে সফল আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এতসব গৌরবময় ইতিহাসের পরও এক লোক এসকল খোদাপ্রেমি জানবাজ মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা তোমাদের আমীরের বাইয়াত ভঙ্গ করে আমাকে বাইয়াত দাও এবং তোমরা আমার আনুগত্য মেনে নাও। তাহলে দেখবে

হুথিদের অবস্থা কি হয়।

অথচ তার বলা উচিত ছিল, “ভাই মহান আল্লাহ তাআ’লা আপনাদের উত্তম বনিময় দান করুন। আপনারা তো আমাদের অনেক আগ থেকেই জিহাদ ও হিজরতের ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন। আল্লাহ তাআ’লা আপনাদের উত্তম কাজের বিনিময় দান করুন। আসুন, আমরা সকলে এক সাথে মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু-ক্রুসেডার বাহিনী, নুসাইরী, রাফেজী ও মুরতাদ তাগুতদের মোকাবেলা করি। আমরা আমাদের আকাবীরে মুজাহিদীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকল মুজাহিদদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ কায়েম করার পক্ষে আছি। যার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে কাছের দূরের ঐ সকল আকাবীরে মুজাহিদগণ যারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের সত্যতা, যোগ্যতা ও খোদাভিরুতার মাধ্যমে জিহাদের ময়দানে তিকে আছেন। যাতে করে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় শত্রুর বিরুদ্ধে। আমরা কিছুতেই নিজেদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করে আমাদের শক্তি নষ্ট করবো না। আমাদের মাঝে ফেতনা ছড়াতে দেবনা”।

যারা মুসলমানদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে চায়,

সাহায্য করতে চায় জালেমদের হাতে নির্যাতিত মুসলিমদের; তাদের উসলুব বা কর্মপন্থা এমনই হওয়া চাই।

আর সৌদি আরবের শাসক বর্গ পূর্ব থেকেই তো বৃটেন-আমেরিকার এজেন্ট এবং সেবাদাসের ভুমিকা পালন করছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল ব্যাবসায়ীরা, যারা আমেরিকাকে তাদের অভিভাবক ও মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের অনুগত দাস হয়ে কাজ করছে-ওরা কোন দিনও হারামাইন শরীফাইনকে রক্ষা করবে না। কারণ, তারা এবং তাদের পূর্বসূরিরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দেশকে পূর্বেও বৃটিশদের কাছে বিক্রি করেছিল। আর বর্তমানে আমেরিকার কাছে বিক্রি করেছে। সাফাবি, রাফেজীরা যখন হারামাইন শরীফাইনের দিকে অগ্রসর হবে তখন তারাই সর্ব প্রথম পলায়ন করবে। যেমনিভাবে তাদের পূর্বে সাদ্দামের সাথে যুদ্ধে কুয়েতের আমীর পলায়ন করেছিল (এবং কিছু দিন পূর্বে আব্দে রব্বে মানসূর করেছে)। আরে, এরা তো নিজেদের রক্ষার জন্য আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। অথচ আমেরিকা নিজ স্বার্থ ছাড়া কিছুই করে না। এই তো ইরান নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে আমেরিকার সাথে সমঝোতা করেছে। যাতে করে উপসাগরীয় অঞ্চলের শাসকদের যেদিকে খুশই সেদিকে পরিচালিত করা যায়।

হারামাইন শরীফাইনকে একমাত্র মুজাহিদগণই রক্ষা করবে। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরবের মুজাহিদরা-যারা সাহাবায়ে কেরামদের উত্তরসুরী। পূর্ব পশ্চিমে ইসলাম প্রচারকদের উত্তরসূরী। তাদের উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে নবি পরিবারের এবং গামেদ, জাহরার, বনী শাহর ও বনী হারব গোত্রের ১৫ জন আত্মোৎসর্গি "বাজ" টুইন টাওয়ার নামে পরিচিত আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্যিক টাওয়ারে শহীদী হামলা চালিয়ে পুরো কুফফার বিশ্বকে বলে দিয়েছে যে, সাবধান আমাদের প্রাণ কেন্দ্র হারামাইন শরীফাইনের দিকে চোখ তুলে তাকাবে তো চোখ উপড়ে ফেলবো। আল্লাহ তাআ'লা তাদের উত্তম প্রতিদান করুন, আমীন।

আর বর্তমানে এদের নেতৃত্বে আছে জাজিরাতুল আরবের তানজীম কায়েদাতুল জিহাদের ভাইয়েরা। এদের মাধ্যমেই মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. ফিলিস্তিনী ভাইদের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, **'হে ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা! তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের বিজয় অতি নিকটে এবং ক্রমাগত ইয়েমেনের বিজয় অর্জিত হচ্ছে।ধীরে ধীরে ইয়েমেন বিজয়ের দিকে এগুচ্ছে।''**

সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! হে সাহাব্যে কেরামের স্বাধীন, সম্মানিত গর্বিত উত্তরসূরীরা ! হে আমলদার উলামায়ে কেরাম! হে প্রভাব শালী, সম্মানিত গোত্রের লোকেরা! হে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা! হে আত্মমর্যাদাশীল নেতারা! হে জাজিরাতুল আরবের মুসলমানরা! হে সারা দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমানেরা! আপনারা নিজেদের মুজাহিদ ভাইদের রাফেজী, সাফাবীদের বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরব রক্ষার যুদ্ধে সাহায্য করুন।

রাফেজী, সাফাবীরা জাজিরাতুল আরবের পূর্বদিকে হতে কুয়েত, কাতীফ, দাম্মাম বাহরাইনের এবং দক্ষিণ দিকে নাজরান, ইয়েমেন এবং উত্তর দিকে ইরাক ও শামে পরিকল্পিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে; বরং সাফাবী নব্য সংগঠনগুলো তো এখন মদীনাতুর রাসুলে তৎপরতা শুরু করেছে। এইত হুথিরা সউদি সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে। আপনারা নিজেদের জান-মাল, তথ্য, পরামর্শ এবং দোআর মাধ্যমে নিজেদের মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন। আপনাদের উপর ধর্ম ব্যবসায়ী এবং পর্দার পিছনে ট্যাক্স গ্রহণকারীরা ক্ষমতা দখল করার পূর্বেই আপনারা স্বীয় মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন সম্মান বিনষ্ট হওয়ার আগেই। শয়তানের দলেরা একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে

আপনাদের অবস্থাও ঠিক ঐরকম হবে যেরকম ইরাকে এবং শামে আমাদের ভাইদের হয়েছে। তারা সেখানে আমাদের ভাইবোনদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছে। হারামাইন শরীফাইনে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের প্রকাশ্যে গালিগালাজ শোনার আগেই আপনারা মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন। নব্য সাফাবীরা ইরানে আপনাদের ভাইদের সাথে পূর্বেকার সাফাবীদের মত আচরণ করার পূর্বেই আপনাদের জাগতে হবে। সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পূর্বেই তার সদ্ব্যবহার করুন।

আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের সাথে শেষ করছি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবীজি, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ৭]

আল্লাহর নামে শুরু করলাম। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম রা. ও তাদের প্রতি যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বের আনাচে কানাচে অবস্থানরত মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইসলামী বসন্ত এর ধারাবাহিক আলোচনার ৭ম পর্ব এটি। এই পর্বে আমি মুসলিম দেশসমূহ নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চেয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি ইয়েমেনের দুর্ঘটনা তা থমকে দিল। বিগত পর্বে মুসলিমদের উপর রাফেজিদের ভয়াবহ নির্যাতনের কিছু চিত্র তুলে ধরেছি। কিন্তু এই পর্বে আমি ইয়েমেনে চলমান ভয়াবহতা নিয়ে কিছু আলোকপাত করব। এই পর্ব শুরু করার পূর্বে আমি উম্মাতে মুসলিমাকে বিশেষ করে কাওকাযবাসিকে

আমিরুল জিহাদ আবু মুহাম্মাদ আল-দাগিস্তানি রহ. এর শাহাদাতের সুসংবাদ জানিয়ে শান্তনা দিচ্ছি। মহামহিম রবের দরবারে মিনতি, তিনি যেন তাঁর ও ভাইদের শাহাদাতকে কবুল করে নেন, সর্বোচ্চ মর্যাদায় তাদের ভূষিত করেন এবং লজ্জা ও লাঞ্ছনা মুক্ত করে ক্ষমতাধর প্রভুর নিকট তাদের পাশে আমাদেরকেও একত্রিত করেন। তিনি যেন তাঁদের শাহাদাতকে ভাইদের ত্যাগ ও কোরবানীর প্রেরণা হিসেবে কবুল করেন। যাতে মুরতাদ ও ক্রুসেডার বাহিনীর নোংরামি থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিমরা পুনরায় নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে সম্মানের সহিত কাওকাযে ফিরে এসে ইসলামের তাওহিদি পতাকা পতপত করে ওড়াতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত খিলাফাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সকল দেশের মুসলিমরা যেন এক হতে পারি। যেই খিলাফাত শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন করবে, ন্যায় ছড়িয়ে দিবে, কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করবে, সকলের সাথে পরামর্শ ভিত্তিক কার্য পদ্ধতি চালু করবে, সবার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিবে এবং মুসলিমদের অঞ্চলগুলোকে মুক্ত করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে তা অচিরেই হবে ইনশাআল্লাহ।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে কামনা করি, তিনি যেন শায়খ আবু মুহাম্মাদ রহ. এর শাহাদাতকে, মুসলিমদের ঐক্যের

জন্য একান্ত আগ্রহী তার দাওয়াহকে, একত্ববাদের প্রতি তার আহ্বান ও শামের ভয়াবহতা নিভাতে তার পদক্ষেপসমূহকে পুনর্জীবিত করেন। কারণ হৃদ্যতা ও ভালবাসার কারণে তার দাওয়াত কবুল করতে মুসলিম মুজাহিদদের অন্তর উন্মুক্ত হয়ে থাকে। শাইখ আবু মুহাম্মাদের শাহাদাত সংবাদের পর পরই "রিসালাতুন ইলাল মুসলিমিন" নামে তাঁর একটি পত্র আমার হস্তগত হয়। তা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হই। সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত হই তাতে উল্লেখিত কিছু বিষয় লক্ষ্য করে। এই পত্রে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যেই বিষয়টিতে, তা প্রথম পর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ বাগদাদি গোষ্ঠীর এই উদ্দেশ্য ছিলনা যে তারা কাওকাযে নিজ ভাইদের সাহায্য করবে। বরং তাদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, তাদের নিজেদের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দেওয়া, বাইয়াত ভঙ্গ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। যেমন সে নিজে এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা ভঙ্গ করেছিল। তাই আল্লাহর দরবারে প্রত্যাশা, যেন আমরা পূর্বের সেই সৌহার্দপূর্ণ ঐক্যে আবদ্ধ হতে পারি।

আগেও বলেছিলাম যে, বাগদাদি মিত্রের শপথ ভঙ্গ ও প্রকাশ্যে এই অবাধ্যতার পূর্বে পৃথিবীর সকল মুজাহিদ আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর রহ. ও জামাত কায়দাতুল জিহাদের

কাছে হয়ত বায়াত ছিল, নতুবা তাদের সমর্থক ছিল। তাদের মুখপাত্র স্পষ্ট অপবাদ আরোপ করে দাবি করে থাকে যে, শাইখ আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. নাকি শাইখ উসামা বিন লাদের রহ. এর সাথে কোন বাস্তবতা ছাড়াই এক তরফা ভাবে তার বাইয়াত ভঙ্গ করেছিলেন। বিষয়টি তা নয়, বরং তাদের মুখে উচ্চারিত স্বীকারোক্তির কারণে। নিজেদের নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য তারা আরেকটি নতুন বিদআতের আবিষ্কার করল। এই অবাধ্য সালাফী ইহাকে সম্মানের বাইয়াত বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামের ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

আর যদি তাদের এই দাবি মেনেও নেই, তাহলে এই পর্যন্ত সকল মানুষের চুক্তি অবৈধ হয়ে যায় এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারগুলো উপহাসে পরিণত হয় ও বাইয়াত সস্তা পণ্যে রূপান্তরিত হয়। সে নিশ্চয়ই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যে, কেড়ে নিতে হলে মিথ্যা বল। তারা সকলে এ কথা ভুলার চেষ্টা করে যে, তারা জিহাদি কাফেলায় শামিল হয়েছে অসংখ্য কোরবানির নজরানা দিয়ে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যেমনটি পূর্ব পুরুষগণ দেখিয়ে গিয়েছেন। আসলাফদের কোরবানির আলোচনা আসলেই শাইখ উসামা রহ. এর সেই দীপ্তিময় চেষ্টা প্রচেষ্টা ও ত্যাগের কথা হৃদয়পটে ভেসে উঠে যা

তিনি ব্যয় করেছিলেন আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর এর নেতৃত্বে ইমারাতে ইসলামী'র অধীনে সকল মুজাহিদদেরকে একত্রিত করতে। শাইখ উসামা আমাকে একথাও বলেছেন যে, শাইখ খাত্তাব রহ. আমিরুল মুমিনিন এর হাতে বাইয়াত ছিলেন। এই মানুষগুলো কখনো ভীরু, দুর্বল কিংবা খেয়ানাতকারী ছিলেন না। বরং তারা সূক্ষ্মভাবে পথ চলতেন। আল্লাহর অনুগ্রহে যার ফলাফল আজ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। তাঁদের এসকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ছিল নবুওয়াতি ধারায় এমন একটি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যাহা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিক্রমে ও সকলের পরামর্শ অনুযায়ী এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে শরিয়াহ দ্বারা ফায়সালা করা ও মুসলিমদের ইজ্জত আব্রু রক্ষা করা। ভেঙ্গে চুরমার করে এমন কোন আঁকড়ে ধরা শাসনের অধীন করার জন্য নয়, যার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামী শরিয়ার বিধান বর্জন, আপন মতবাদের অনুকূল না হলে তুচ্ছ জ্ঞান করা ও তাকে পরামর্শ চাওয়ার অযোগ্য মনে করা, মুসলিমদের তাকফির করা এবং তাদের ইজ্জত আব্রুকে অবজ্ঞা করার উপর।

আমার মুসলিম মুজাহিদ ভাইয়েরা!!! নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান মত ফায়সালা না করা, নিজেদের শক্তি বিনষ্ট করা, মুসলিমদেরকে তাকফির করা জঘন্য অপরাধ। কিন্তু এই

অপরাধটা যখন নিখাঁত ক্রুসেড ও ধর্মনিরপেক্ষ কোন পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কোন একটি দল থেকে প্রকাশিত হয়, তখন তার অপরাধটা আরো দি¦গুণ বেড়ে যায়। এ অবস্থায় আমাদের সকলের উচিৎ, তাদের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এমনটা কখনো আমাদের থেকে কাম্য নয় যে আমরা পরস্পরকে তাকফির করার লক্ষ্যে এবং একে অপরের নেতাদের বিরুদ্ধে লেগে থাকার জন্য নতুন নতুন কারণ আবিষ্কার করবো। এত সব অবাধ্যতা-অপরাধ সত্ত্বেও আমরা সারা বিশ্বের মুজাহিদদের শরিয়াহ ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শত্রুদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদের বিশেষত মুজাহিদদের একতাকে সুদৃঢ় করে দেন এবং আমাদেরকে শাইখ আবু মুহাম্মাদ ও তাঁর ভাইদের উত্তম প্রতিদান থেকে মাহরুম না করেন, আমাদেরকে যেন তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন না করেন এবং আমদের ও সকল মুসলিমদের ক্ষমা করে দেন। এই পর্বে আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি কিছু ঘটনা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই। তা হল, আমেরিকা প্রশাসন আমাদের বীর মুজাহিদ ভাই জাওহার ছারনাইফকে দোষী সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তার মুক্তির ব্যবস্থা

করুন। এটা তার মৃত্যুদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে। তার বিরুদ্ধে কিংবা যে কোন মুসলিম বন্দীর বিরুদ্ধে এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকা তার প্রজাদের উপর কঠিন পরিণতি ডেকে আনছে, যার ফলে আমেরিকা নিজেকেই ভর্ৎসনা করবে। সকল মুসলিম, মুজাহিদকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর যেকোন নাগরিককে বন্দি করার জন্য তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করার জন্য আমি আহ্বান করছি। এদের বিনিময়ে তারা মুসলিম বন্দি নারী-পুরুষদের মুক্ত করবে। কারণ এই জাতি আজ অপরাধী। তারা শক্তি ছাড়া কিছুই বুঝেনা।

আমেরিকার মিত্র দেশসমূহের মুজাহিদদের প্রতি আমার কিছু আহ্বান- তারা যেন সাধ্যমতে মার্কিন মিত্র দেশগুলোকে অতিষ্ঠ করে তোলে, সর্বদা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গোপন রাখে এবং আশপাশের গোয়েন্দাদের থেকে যেন সতর্কতা অবলম্বন করে চলে। অতঃপর তাদের লক্ষ্যে আক্রমণের শক্তি অর্জন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করে যেন সামনে অগ্রসর হয়। আল-কায়েদার ভাইয়েরা তাদের সাহায্যার্থে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করেছেন। যেমন আল্লাহ

তায়ালা ইরশাদ করেন-

“কত ছোট দল আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক বড় দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহতো ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।”

সকল মুসলিমকে, বিশেষ করে জাজিরাতুল আরব ও ইয়েমেনের মুজাহিদদেরকে শুভেচ্ছা ও শান্তনার সাথে আমাদের সম্মানিত দুই ভাই শাইখ ইবরাহীম আর-রুবাইশ এবং শাইখ নাসর বিন আলি আল- আনিসি রহ. এর শাহাদাতের সংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও সম্মানের সহিত তাদের দলভুক্ত করুন এবং তাদের মর্যাদা সমুন্নত করুন। আল্লাহ পাক যেন তাদের পরিবার ও ভাইদেরকে তাদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করেন। তাঁরা উভয়েই বিশ্বের উলামা ও দাঈদের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন এমন সুদৃঢ় পর্বতসম, যারা শত বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অন্তরে লালিত সত্যের উপর অটল ছিলেন। বন্দিত্ব বরণ, পরিবার ও দেশ-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ও তাদেরকে রবের সন্তুষ্টির পথে চলতে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বাধা গ্রস্ত করতে পারেনি। মুসলিম মিল্লাতের জন্য তাদের রেখে যাওয়া অবদানের বিনিময়ে আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন এবং আম্বিয়া, শুহাদা ও

সিদ্দিকিনদের সাহচর্য দান করুন। তাঁরা কতইনা উত্তম বন্ধু।

কবির ভাষায়

উদয় ও ঔজ্জ্বল্যের প্রভু মহান আল্লাহর পথে আমি দৃঢ় আস্থায় অবিচল।

আমার অবাধ্যতার ফলে তিনি যদি আমাকে শাস্তি দেন কিংবা ক্ষমা ও করে দেন, তবুও আমি আমার দৃঢ় অঙ্গিকারে বিশ্বস্ত।

হে ভাই! তারা তোমাকে আমাদের পশ্চাতে গ্রহণ করেছে, এক সৈন্যবাহিনীর পর এক সৈন্য বাহিনী তারা লাগিয়েই রেখেছে।

যদি আমি মারা যাই তবে আমি শহীদ। আর তুমি এগিয়ে যাবে নতুন বিজয় পানে।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর দাওয়াতের জন্য কবুল করেছেন, আর আমরাও তাঁর পথেই অগ্রসর হচ্ছি।

আমাদের মধ্যে কারো বিদায় হয়েছে আর কেউ আপন দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত।

ভাই আমার! এগিয়ে যাও, পশ্চাতে তাকিওনা। তোমার পথতো রক্ত পিচ্ছিল।

এদিক সেদিক অবলোকন করবেনা। তোমার প্রত্যাশা হবে উন্নত।

শামের জিহাদে অংশগ্রহণকারী ইসলামের সিংহ শাবকদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে দারআ'য়, ইদলিব ও জিসরে এবং কালামুনে যে বিজয় দান করেছেন সেই জন্যে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই।

হে ভাইয়েরা!! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং বন্ধন বজায় রেখে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। জুলুম ও ঝগড়া ফাঁসাদের মাধ্যমে আপনারা ইহার অপব্যবহার করবেননা। জেনে রাখবেন আল্লাহ অবশ্যই আপনাদের অন্তরের গোপন বিষয় ভালোভাবেই জানেন। সেই বিবেচনায় তিনি প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করছিল, আল্লাহ জেনে নিয়েছেন তাদের অন্তরে কি আছে। তাই তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং বিনিময় স্বরূপ তাদেরকে দিলেন নিকটবর্তী বিজয়। অতএব তোমরাও আল্লাহকে তোমাদের অন্তরের গোপনীয়তা জানিয়ে দাও। যাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের এই জিহাদের বিনিময়ে এমন একটি ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা হবে নবুওয়াতি ধারার। আর তা অচিরেই হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি ধর্মনিরপেক্ষও বস্তুবাদী খৃষ্টানদের অপবিত্রতা থেকে তোমাদের হাতে শামের ভূমিকে পবিত্র ও স্বাধীন করেন। অবশেষে শামের বিজয় হবে বিশ্ব বিজয়ের সূচনা, সকল যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু এবং বাইতুল মাকদিস জয়ের মাধ্যম ও খিলাফাত প্রতিষ্ঠার কারণ। যার ভিত্তি হবে মুসলিমদের সন্তুষ্টি ও পরামর্শের উপর, ছড়িয়ে দিবে ন্যায়পরায়ণতা, রক্ষা করবে সকলের সম্মান এবং অঙ্গীকার, যা কখনো বাইয়াত ভঙ্গ করবেনা এবং তাতে আল্লাহর চির সত্য সেই বাণীই ফুটে উঠবে, “যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য, তখন তারা বলে আমরা শুনলাম তো মানলাম।” শাম থেকেই মুসলিমদের অপহৃত ভূমি পুনরুদ্ধার অভিযান পরিচালিত হবে, দাওয়াত ও জিহাদকে ছড়িয়ে দিবে বিশ্বময়, শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি থেকে ফিরে আসবে এবং মুসলিমদেরকে তাকফির করা ও অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

আমি শাম, ইরাক সহ সমগ্র বিশ্বের মুজাহিদ ভাইদেরকে ঐক্যের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব এবং তার বরকত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাথে সাথে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বিচ্ছিন্নতা ও অনিষ্টতার

অমঙ্গল। আমি নিজেও আমার জীবনে ঐক্যের বরকত ও কল্যাণ অনুভব করেছি। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শত্রুদের মোকাবেলায় আমাদের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে, একে অপরকে তাকফির ও হেয় জ্ঞান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের আরো উচিৎ, আল্লাহ তায়ালার জন্য বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা এবং আমরা যেন খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায় একই কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে আমাদের পথ চলি। আমাদের প্রত্যেক ভাই হবে এমন যে, তারা অপর ভাইয়ের অপসারণ, দুর্নাম, ধ্বংস কামনা করা সর্বোপরি ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় লেগে না থেকে তাদের কল্যাণে সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করবে এবং এই বিশ্বাস লালন করবে যে, এর মাঝে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের মাঝেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যারা, মজলিসে শুরায় তাদের কোন স্থান নেই। কেননা তারা হয়তবা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে কিংবা ক্ষমতা আত্মসাতে লালায়িত প্রায়। শামের মুজাহিদ ভাইদের প্রতি!! শামে অবস্থানরত উম্মাতে মুসলিমা আপনাদের নিকট আমানত। অতএব তাদের প্রতি সদয় হোন এবং তাদের সেবক ও রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্রতি হোন। তাদের উপর এমন অবৈধ প্রভাব বিস্তার করবেননা, যেমনটি জবর-দখলকারী শাসকরা শাসিতদের উপর করে

থাকে। সুতরাং আপনাদের উপর প্রযোজ্য হবে সাইয়্যেদুনা উমর রা. এর সেই বাণী, “ইনশাআল্লাহ, আমি সাঁঝের বেলায়ও মানুষের মাঝে দণ্ডায়মান থেকে তাদেরকে সতর্ক করি, ঐ সকল পিশাচ থেকে, যারা তাদের অধিকার হরণ করতে চায়।”

শামের মুজাহিদ ভাইয়েরা!! পূর্বের ন্যায় আপনারা এখনো স্পষ্টভাবে ঘোষণা করুন যে, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক শাসননীতি প্রতিষ্ঠাই আপনাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এছাড়া দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই। যখন তোমাদেরকে ন্যায় ও সততায় খ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আহ্বান করবে , তখন তোমরা তাদের ডাকে সাড়া দিবে। যেমন, আমাদের সম্মানিত ভাই বিশিষ্ট আলেম শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহু শাম ও ইরাকে জিহাদি সংগঠন গুলোর মাঝে বিদ্যমান বিরোধের মীমাংসায় যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তোমাদের জন্য উচিৎ নয় যে, তোমরা বিভিন্ন কৌশলে এর থেকে কেটে পড়বে এবং ইসলামী শরিয়াহর আদর্শ বিবর্জিত পন্থায় এক বা একাধিক অঞ্চলে তোমাদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। তোমরা জিহাদের পৃষ্ঠপোষক শ্রেষ্ঠ আলেমদের প্রতি অবশ্যই পূর্ণ আস্থা রাখবে। তাদের দাওয়াতকে এড়িয়ে যারা তাদের নিন্দা করে থাকে, তারা এমনটি করে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং

সম্প্রসারণবাদী লালসার কারণে। এর দ্বারা তারা নিজ কর্ম পরিণতি ও তাদের সম্মুখীন হওয়া ভয়ঙ্কর অপবাদ থেকে বাঁচতে চায়। যে সময়ে তোমরা ইসলামী শরীয়াহ ও আকিদার ভিত্তিমূল নিয়ে ছাড়াছাড়ি ও শৈথিল্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, একই সময়ে তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবে।

তোমাদের অন্যতম আরেকটি দায়িত্ব হল, তোমরা উম্মাতে মুসলিমাকে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করে দিবে যে, তোমাদের এই জিহাদ শুধুমাত্র বাশার আল-আসাদের পতনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এই জিহাদ ততদিন চলতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর কালিমা সমুন্নত হয় ও কাফেরদের কালিমা অধঃপতিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হয়ে যায়।”

এই আয়াতে কারিমার টিকায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যটি কতইনা চমৎকার!! তিনি বলেন- যখন দ্বীন আংশিকভাবে আল্লাহর জন্য হবে এবং আংশিকভাবে গাইরুল্লাহর জন্য হবে, তখন দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ক্বিতাল করা ফরজ হয়ে যায়। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য যুদ্ধ করে, তবে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।”

অতএব, তোমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আগামীর পৃথিবী হবে **‘খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাত’** এর উজ্জ্বল নমুনা। যে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হবে মজলিসে শুরা ও সকল মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামী দেশগুলোর ঐক্যের উপর। যেখানে থাকবেনা জাতীয়তাবাদী চেতনা কিংবা দেশাত্মবোধক মনোভাব। যেখানে থাকবেনা দেশাত্ববোধক বা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়। বরং সকল মুসলিম পরস্পর সমান। যেমন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

“সকল মুমিনের রক্ত সমান। তারা তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তি। একজন দুর্বল মুমিনও প্রত্যেক মুমিনের অধিকার রক্ষা করতে চেষ্টা করে।”

এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে কোন দেশের মুসলিম নেতৃত্বের অধিকার রাখে। আর অন্যদের এবং তাদের উপর শরিয়াহ যে দায়িত্ব ও প্রাপ্য নির্ধারণ করেছে তাদেরকে তা অর্পণ করা হবে।

আমি আবারো উল্লেখ করতে চাই, যে দিকে আহবান করেছেন

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এবং আমি নিজেও। মুজাহিদ, দাঈ, ওলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়ীরা সকলে সমাধান ও বন্ধনের একটি পরিষদ গঠন করবে। চূড়ান্ত ভাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে যেন কাউকে বন্দী হতে না হয়। আর এটা অবশ্যই খোলাফয়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরামের পথই যেন হয়। যেন তারা উম্মার সুক্ষ বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে হয়।

একই ভাবে আমি অভিবাদন জানাচ্ছি, মাকদিসি এবং কেনিয়ায় ক্রুসেডার সেনাবাহিনী ও তাদের মুরতাদ মদদপুষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পূর্ব আফ্রিকার মুজাহিদ ভাইদেরকে। পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকায় মুসলিমদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আমি তাদেরকে দিচ্ছি। মুসলিমদের ইজ্জত সম্মান রক্ষায় তারা যেন তাদের শক্তি সামর্থ্য জমা করে না রাখে। তাদেরকে আমি বিশ্বাসঘাতক মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছি, যারা সোমালিয়ায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বাহিনীকে টেনে এনেছে। তোমরা তাদের ফসলাদি ধ্বংস করে দাও এবং তাদের ও তাদের মিত্রদের মোকাবেলা করার জন্য, তাদের শাসনব্যবস্থা নির্মূল করার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে বলেন

“তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তাদের থেকেই গণ্য হবে।”

ইয়েমেনে চলমান পরিস্থিতি বর্ণনার পূর্বে আমি সকল মুসলিমকে বিশেষ করে মুজাহিদ ভাইদেরকে এই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চাই যে, আমাদের কাতারগুলোকে ঐক্যের ডোরে আবদ্ধ করতে হবে। তাই আমাদেরকে এই ক্রুসেড, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও রাফেজিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। অথচ আমরা নিজেদের মধ্যকার নানা মতানৈক্য নিয়ে পড়ে আছি। এই মতানৈক্যে উসকানি দাতারা তাদের প্রধান বিরোধীদেরকে অধিকহারে উসকানি দিচ্ছে। তাদের মুখপাত্র আরো বলে- তারা দাওলার প্রসারতার জন্য সাংগঠনিক সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসেছে অথচ ইহা একটি মিথ্যা বক্তব্য, যা তারা একে অন্যের উপর রটায়।

প্রথম মিথ্যা – তাদের দাবি, তারা দাওলার প্রশস্ততার জন্য সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসেছে, অথচ তারা তখনো দাওলাতুল ইসলামী’র সদস্য ছিল।

দ্বিতীয় মিথ্যা- তারা বলে থাকে যে, আবু হামজা আলমুহাজির দাওলার জন্য আল কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, অথচ

তারাই দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দেয় যে, ইরাকের দাওলাতুল ইসলামী গোপনভাবে আল কায়েদার কাছে বাইয়াত ছিল।

তৃতীয় মিথ্যা- তারা শাইখ আবু হামজা আল মুহাজিরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার তীর ছুড়ে বলে যে, তিনি শাইখ উসামা রহ. এর সাথে তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন।

চতুর্থ মিথ্যা – আল কায়েদার আমিরদেরকে নিজেদের নেতা মেনে নিয়ে তাদের আনুগত্য, শ্রবণ ও তাদের সাথে কৃত মৈত্রীচুক্তি রক্ষার ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তিকে নিজেদের উপর মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। পাশাপাশি আরো অনেক প্রমাণ আছে, যাতে তারা তাদের ইমামের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছে।

পঞ্চম মিথ্যা- আল কায়েদার প্রতি ভ্রষ্টতার অভিযোগ, যা তাকফিরের পর্যায়ে পৌঁছে দেয় এবং অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করা। এতসব অপবাদ ও গালমন্দের পক্ষে তারা কোন প্রমাণই উপস্থাপন করতে পারেনি। বরং তাদের স্বীকারকৃত স্পষ্ট প্রমাণগুলোও তাদের দাবির বিপরীত।আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“যদি তারা সাক্ষী নিয়ে আসতে না পারে, তাহলে আল্লাহর কাছে তারা মিথ্যাবাদী।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন –

“যখন কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইকে বলবে হে কাফের, তাহলে দুজনের একজনের উপর এই অপবাদ পতিত হবে।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন –

“যে ব্যক্তি কাউকে কুফুরীর অপবাদ দেয়, তাহলে এই অপবাদ তাকে হত্যা করার সমান অপরাধ বহন করে।”

মিথ্যা অপবাদ দেয়া এবং কোন মুসলিমকে গালি দেয়া হল ফাসেকি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

“কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকি এবং কাউকে হত্যা করা কুফুরি।”

আর ফাসেকি দীনি বন্ধনের পথে বাঁধা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

“স্মরণ করুন যখন আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কিছু কালিমা দ্বারা পরীক্ষা করলে তিনি তা পূর্ণ করেন, তখন আল্লাহ পাক বলেন, আমি তোমাকে মানুষের নেতা বানাবো। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। আল্লাহ তায়ালা বলেন আমার অঙ্গীকার যালেমদের

জন্য প্রযোজ্য নয়।”

তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ হল, তাদেরকে শরীয়ার দিকে আহ্বান করা হলে তারা ছলনা শুরু করত। শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি দীর্ঘ এক বছর তাদের এমন ধোঁকাবাজির যন্ত্রণা সহ্য করার পর তাদের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের উপর আরোপিত অসংখ্য অপবাদকে তারা এড়িয়ে যেত। ওহে মুসলিমদের ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাকওয়াবান দ্বীনদার ভাইয়েরা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতকে সমুন্নত করতে আগ্রহী সকল মুসলিম, আমাদের জন্য দুটি সংক্ষিপ্ত তবে স্পষ্ট পত্র রয়েছে।

প্রথমটি; মুসলিম উম্মাহর প্রতি, তা হল, আমরা মুসলিমদেরকে ইসলামী শাসন দ্বারা পরিচালিত করতে চাইনা অথচ আমাদের বা অন্যদের মধ্য হতে যোগ্য কোন একজন ব্যক্তি ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাসন করুক, তা আমরা ঠিকই চাই।

দ্বিতীয়টি; মুজাহিদ ও ইসলামের সাহায্যকারী এবং খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী ভাইদের উদ্দেশ্যে। তা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর অবশ্যই আঁকড়ে ধরা

শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হবে। এর থেকে তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট সতর্কও করেছেন। এই শাসনব্যবস্থার অগ্রদূত ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে মারওয়ান। যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হিজাজে পাঠায়। ফলে সে কাবা ঘরে মিনজানিক দ্বারা আঘাত করলে তা পুড়ে যায় এবং মসজিদে হারামে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রা. কে শহীদ করে। অবশিষ্ট সাহাবাদেরকে মদিনা মুনাওয়ারায় হেয়জ্ঞান করে।

শুধু তাই নয়, অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামকে অপদস্থ করার জন্য সে তাঁদের হাতে সীলমোহর মেরে দিয়েছে। তাছাড়া হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাহাবী, তাবেয়ী ও উম্মাহর অসংখ্য শ্রেষ্ঠ আলেমদেরকে হত্যা করেছে। আমাদের পূর্ববর্তীরা ও আমরা খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহকে পুনরুদ্ধারের জন্য সব কিছু বিসর্জন দিয়েছি এবং সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছি। আমাদের উপর দয়া ও দান কেবল আল্লাহরই। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই কোরবানিগুলো একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যই গ্রহণ করে নেন। এত বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর, যাহা শেষ হয়ে গেল এবং এত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করার পর এমন ব্যক্তিদের আবির্ভাব হল, যারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদের আগ্রহের সুবিধা ভোগ করতে চায়। তারা এর

মাধ্যমে আঁকড়ে ধরা শাসনব্যবস্থা কায়েম করবে, যা শরীয়ার শাসন এড়িয়ে যাওয়া, প্রমাণ ছাড়া প্রতিপক্ষকে তাকফির করা, সমালোচককে অসম্মান করা, কোন পরোয়া না করে কাউকে বাধ্য করা ও আত্মসাৎ করা, স্পর্ধা দেখিয়ে বাইয়াত ভঙ্গ করা, প্রতিপক্ষকে হেয়প্রতিপন্ন করা এবং বড়ত্বের সাথে জাতির অধিকার খর্ব করাকে কোন পরোয়া করবেনা। তাদের মুখপাত্র গর্বের সাথে বলে- কার সাথে আমরা পরামর্শ করব? কার কাছে আমরা ফতোয়া চাইবো? তারা অহংকারের সাথে বলতে থাকে- আমরা এটা জোরপূর্বক গ্র হণ করেছি, অস্ত্রবলে আমরা উহা পুনরুদ্ধার করেছি অথচ জাতির গর্দানে কঠিনভাবে প্রহার করা হচ্ছে।

আমার একনিষ্ঠ মুজাহিদ, দাঈ এবং ই সলামের সাহায্যকারী ভাইয়েরা!! যদি আমাদের বিশ্বাস সত্যিই হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ ও খোলাফায়ে রাশেদার পথেই আছি, তাহলে আমাদের কর্তব্য হল- খিলাফাহকে ফিরিয়ে আনা এবং হাজ্জাজী ব্যবস্থার মোকাবেলা করা, নিষ্ঠুরতা ও যুলুমের নীতিকে প্রতিহত করা। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল, আবু বকর সিদ্দিক, ওমর ফারুক, আলী, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর খিলাফাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা

এবং ইবনে যিয়াদ, সিনান ইবনে আনাস ও ইবনে মারওয়ানের খিলাফার মূলোৎপাটন করা। আমাদের উচিৎ, খোলাফায়ে রাশেদার খিলাফাহ ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা, যা আমাদের সর্দার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যিনি হযরত আলী রা. কে বলেছেন- হে আলী! আমি দেখেছি মানুষ ওসমান এর ব্যাপারে ন্যায় বিচার করছেনা। তারা যেন তোমার বিরুদ্ধে কোন পথ বের না করে। আমাদের আরো কর্তব্য হল আব্দুল্লাহ ইবনে মারওয়ানের খিলাফার মোকাবেলা করা, যে তার ছেলেকে এই বলে ওসিয়ত করেছে, আমি মারা গেলে তুমি কাপড় গুটিয়ে ইযার ও বাঘের চামড়া পরিধান করবে এবং তরবারি তোমার কাঁধে রাখবে, যে তার ব্যাপারে কোন ঘোষণা দিবে, তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। আর যে চুপ থাকবে, তবে সে তার ব্যাধি নিয়ে মারা যাক। আঁকড়ে ধরা শাসনব্যবস্থার মোকাবেলা করতে হবে আমাদের, যদিও এর ধারক বাহকরা এই ব্যবস্থাকে খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ নামে চালিয়ে দেয়। মদীনার জ্ঞানী যুবকদের অন্যতম আব্দুল্লাহ ইবনে মারওয়ান এই নীতির পরিবর্তে প্রতাপশালী শাসকের প্রবর্তন ঘটায়। তার সৈন্য বাহিনী পবিত্র কাবা ঘরে মিনজানিক নিক্ষেপ করে এবং মসজিদে মানুষের রক্তপাত করে। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান

ও সাহাবায়ে কেরামদের রা. তারা শহীদ করে।

এই ব্যক্তিই ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রা. এর দাওয়াতী কাজে আনসারদের থেকে সৌদি রাজ বংশের পরিবর্তন করে ধর্মত্যাগী শাসননীতির আবর্তন করে। এর পরিচালনা করে অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, রাজনৈতিক সব ধরনের অশ্লীলতায় জড়িত এক শ্রেণির মানুষ। তারা শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করেনা। সুদের বৈধতা দেয়, অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয় এবং দেশ ও জাতিকে ইসলামের শত্রুদের নিকট অর্পণ করে। আঁকড়ে ধরা শাসনব্যবস্থা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার নীতি বিরোধী-ই নয়, বরং এটি নিশ্চিতভাবে অদৃষ্টবাদী শাসনব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যা শরীয়াহকে অপসারিত করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে। এটিই হল সৌদি রাজবংশের ইতিহাস। যে এদেরকে সহায়তা করবে কিংবা তাদের ব্যাপারে চুপ থাকবে, তাকে অনুশোচনা করতে হবে। প্রজন্মের কোরবানীকে বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য নয় শুধু বরং এজন্য যে, সে তার হাত ও জবান দ্বারা এই ধ্বংসলীলার পথ সুগম করেছে। আমি কি পত্র দুটো পৌঁছে দিতে পেরেছি? আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি? হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।

অতএব আমি সকল মুজাহিদিনদেরকে অনুরোধ করবো!!! আসুন সমতার বাণীর দিকে। কারণ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই প্রয়োজন। যেন আমাদের সম্মান রক্ষার্থে সমানভাবে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারি, আমাদের খিলাফাহ যেন নবুওয়্যাতি ধারার অনুকরণে হয় এবং আমাদের পরবর্তীরা যেন পূর্ববর্তীদের শ্রম দিতে পারে। এমনটি যেন না হয় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে, গালি দেয়া হবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতের জন্য ডাকা হবে।

ওহে মুসলিমদের ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাকওয়াবান দ্বীনদার ভাইয়েরা, কোথায় তোমরা!!! কোনো শ্রোতা আছো কি!!! আছো কি কোনো সাড়া দানকারী!!! তোমাদের মধ্যে কোন আদর্শবান কি নেই!!! বর্তমানে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধের ময়দান হল ইয়েমেনের ময়দানগুলো। সেখানে ক্রুসেড বাহিনী অবগুণ্ঠিত হচ্ছে। তারা দাবি করে যে তারা বিপ্লবী। ইয়েমেনবাসী প্রমাণ করে দিয়েছে, কারা বিপ্লবী। ইয়েমেনে অবস্থানরত আমাদের **ভাইয়েরা!!!** তোমাদের বিপ্লব চুরি হয়ে গিয়েছে। তোমরা তো অপসারিত অবৈধ শাসক আলী আব্দুল্লাহ সালেহ এর বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিলে।

আজ তাদের সাথে লোক-প্রিয়তার দাবিদার হুথি বাহিনীও মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। বস্তুত তারা ইরানের মৈত্রী বাহিনী। বর্তমানে তারা অপসারিত শাসককে সাহায্য করছে, যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ইয়েমেনের জনগণ। তারা সানা'য় অপসারিত শাসকের ছেলের জন্য নেতৃত্বের দাবিতে তার মিত্রদের সাথে বিক্ষোভ করছে। এটাই প্রমাণ করে যে, আসলে তাদের কোনো ভিত্তি নেই। বরং তারা হচ্ছে উপকারভোগী। যেকোনো পন্থায় তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মধ্য অঞ্চলীয় যুদ্ধের সময় বামপন্থীদের সাথে এবং ১৯৯৪ এর যুদ্ধের সময় সমাজতান্ত্রিকদের সাথে তাদের মৈত্রীচুক্তির কথা কে ভুলে যাবে? অনুরূপ আলী আব্দুল্লাহ আস সালেহের সাথে হুথিদের কেও কে ভুলে যাবে? শাবাবুল মুমিনের ৪ হাজার যুবক হিজবুল হাক্ব থেকে বেরিয়ে হিজবুল মুতামির আল-শা'বি আল আম-এ যোগ দিয়েছে। তাইয়ার আল ইসলাহ এর বিপক্ষে হুথি বাহিনী ও হিজবুল মুতামির এর মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। হুথিরা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বস্তুবাদী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। ইসলাহ এর পক্ষে ইয়েমেনি জনগণের মোকাবেলায় ভোটের ক্ষেত্রে হুথিরা হিজবুর রইস এর পক্ষ নিয়েছে। এরপর তারা আব্দুল্লাহ আস সালেহ এর বিরুদ্ধে অনেকগুলো যুদ্ধ করে এবং

তাকে ইহুদিদের মিত্র তাগুত বলে আখ্যায়িত করে। তাদের প্রতারণার ধ্বনি লাঞ্ছিত হয়েছে। হুথিরা এখন পর্যন্ত আমেরিকার সহায়তায় জিহাদ তথা তাদের কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। যেমন তারা সহায়তা করত পশ্চিমাদের সাথে চুক্তিকারী তাদের প্রধান নেতা আব্দুল্লাহ সালেহের সাথে। আমেরিকার বিরুদ্ধে তারা একটি গুলি করতেও আমরা শুনিনি। অথচ বিশ্বের মুজাহিদরা বিশেষ করে আল কায়দার মুজাহিদরা বিগত কয়েক দশক ধরে আমেরিকাকে আল্লাহর অনুগ্রহে পরাজিত করে আসছে। এতদসত্তেও তারা মুজাহিদদের ব্যাপারে মিথ্যে অভিযোগ করে বলে থাকে যে, নিশ্চয়ই মুজাহিদরা আমেরিকার দালাল, কেননা তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর তখন খোমিনি ছিল ইরাকের অতঃপর ফ্রান্সের এজেন্ট। কারণ সে প্রথমে ইরাক ও পরবর্তীতে ফ্রান্সের আশ্রয় নিয়েছিল। তখন তার পক্ষে প্রচার মাধ্যম ও বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল এবং সে ফ্রান্সের বিমানে করে তেহরানে ফিরে এসেছেন। সুতরাং এই কাজগুলো কি কোরআন অনুসারে হচ্ছে নাকি ইবলিসের পন্থায় হচ্ছে।

তাই ইয়েমেনবাসির কর্তব্য হল এই সকল মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ নেতৃবৃন্দের প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরা। আর এই শয়তানি

পদ্ধতির রাজনীতি তারা ইরাকেও করেছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তারা আমেরিকার সাথে আঁতাত করে এবং তাদের অনুসারীরা মার্কিন ট্যাংকে আরোহণ করে ইরাকে প্রবেশ করে। এতদসত্ত্বেও তারা ইসরাইলের ন্যায় আমেরিকার জন্যও মৃত্যু কামনা করত। আমেরিকার উপর বরকতময় বিভিন্ন আক্রমণ করার পূর্বে এরূপ প্রতারণামুলক শ্লোগানের কারণে আমেরিকা তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। হুথি ও হিজবুল্লাহ বাহিনী ইরানের উপর করা জুলুমের কারণে যেই কুম্ভীরাশ্রু প্রবাহিত করে, তাতে ইরানের একটু লজ্জাও হয়না। এরাই তারা, যারা সিরিয়ার মজলুম জনতার বিরুদ্ধে রক্তপাতকারী, সীমালঙ্ঘনকারী পাপী বাশার আল-আসাদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। ইতিপূর্বে হামাতে মুসলিম হত্যায় তারা আসাদকে সাহায্য করেছিল। এটাই তাদের স্বভাব। কিছু দিন আগে তারা আফগানিস্তানের বিপক্ষে আমেরিকার পক্ষ নিয়েছিল। তারপর আমেরিকার ট্যাংকে আরোহণ করে বাগদাদে প্রবেশ করে। তার আগে তারা বাগদাদ ধ্বংসের সময় তাতারদের সাথে ছিল। ক্রুসেড হামলার সময় তারা খৃষ্টানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর সাফাবিরা উসমানি খিলাফাতের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের সাথে চুক্তি করে। এর থেকে বুঝা যায় যে, অমনোযোগীদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য

আমেরিকার মৃত্যুর সংকেত মিথ্যা প্রলেপ মাত্র। ৯/১১ এর বরকতময় আক্রমণের পর তারা এই ধরনের সংকেত পরিত্যাগ করেছে। যাতে আমেরিকা খুশি হয়, কিন্তু বুশ খুশি হলনা। আর ইসরাইলের মৃত্যু সংকেতও ছিল আরেকটি মিথ্যা মাত্র। কিভাবে ইসরাইলের ব্যাপারে এমনটি হতে পারে, অথচ ইসরাইল জাতিসংঘের চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। আর এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব জাতিসংঘের। এর মধ্যে ইসরাইলও আছে। এই চুক্তিনামায় আরো সই করেছে ইরান। হাছান নাসরুল্লাহ ও হিজবুল্লাহ লেবাননের অংশ। আর লেবাননও এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের একটি।

আর হাসান নাসরুল্লাহ বলে থাকে যে, ফিলিস্তিন মুক্ত করার ব্যাপারে তাদের কোনো ইচ্ছা নেই, কারণ সেটা ফিলিস্তিনের ব্যাপার। এখানে তার কোনো স্বার্থ নেই। একই কথা বলেছে লেবাননের ব্যাপারেও অর্থাৎ লেবানন প্রশাসন সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যাকে আমেরিকার কর্মতৎপরতা হিসেবে বিবেচনা করা হত। হাছান নাসরুল্লাহ যা বলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ সে মিথ্যা বলে এবং অন্তরের বিপরীতে ভাব প্রকাশ করে। সে গোপনে ফকিহের অনুগত হয় অথচ সে প্রকাশ করে যে, সে একটি রাজনৈতিক দলের একজন সচিব। হাছান নাসরুল্লাহর

কোন জিহাদি সংগঠন, প্রতিরোধ বাহিনী কিংবা কোন জাতীয় সংগঠন নেই বরং সে ইরানী গোয়েন্দা বিভাগের একটি অংশ। সে রাফেজিদের সমর্থনে যুদ্ধ করে। এটাই হচ্ছে স্পষ্ট বাস্তবতা। সে প্রতাপশালী, বস্তুবাদী নুসাইরিদের এক মৌলিক অংশীদার অথচ তারা ইরাকে, শামে, ইয়েমেনে মুসলিমদের জবাই করছে। আর একটি চুল নিয়ে খেলা করা হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইরানের অনুসারীদের প্রভাব আর হুথিরা হল ইয়েমেনে নতুন রাফেজি সাফাবিদের সেবক। তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায়। এজন্য তারা রাফিজিদের মত মিথ্যার প্রচলন করতে চায় এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে গালি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ওমর রা. কে গালি দিয়েছিল হুসাইন বদরুদ্দিন আল-হুছি। সে ভেবেছিল, এটা মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করার একটা মাধ্যম। কেননা তিনি মুআবিয়া রা. কে শামে নিযুক্ত করেছেন। এই ব্যক্তি মিথ্যুকদের একজন। যদি ওমর রা. মুয়াবিয়া রা. কে শামের শাসক নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে হাছান রা. তো মুয়াবিয়া রা. এর জন্য পদত্যাগ করেছেন এবং তার কাছে সকল মুসলিমের উপর স্বাভাবিক নেতৃত্বের বায়আত গ্রহণ করেছেন। ইমাম হাছান রা. এমনি করেছেন। তাহলে এই মিথ্যুকদের ভাষ্যমতে ওমর রা. এর তুলনায় হযরত

হাছান ও হুসাইন রা. তিরস্কারের অধিক যোগ্য এবং রাসূল ﷺ পরিবারবর্গ দুইবার জুলুম করেছে।

প্রথমত; সে সব জালেম আধিপত্য বিস্তারকারীদের পক্ষ থেকে, যারা তাঁদেরকে হত্যা করেছে, তাদের উপর নির্যাতন করেছে এবং তাঁদেরকে কষ্ট দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত; তাদের থেকে, যারা তাদের সাথে যুক্ত হয়ে বস্তুবাদী ও রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করেছে। আমি এখানে সামান্য কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরব, যা বিতর্কের উর্ধ্বে। যেন আমি রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের পাঠশালা থেকে সংক্ষেপে কিছু অধ্যয়ন করতে পারি। আহলে বাইতের ইমাম হলেন আমাদের ইমাম হযরত আলী বিন আবি তালেব রা.। তিনি হযরত আবু বকর রা. হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তার অধীনে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি ওমর রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সহায়তাকারী ও পরামর্শদাতা হিসেবে ছিলেন। তারপর মুসলমানরা হযরত ওসমান রা. কে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করাকে তিনি পছন্দ করেছেন। তিনি তাঁর পরামর্শদাতা ও কাজী ছিলেন।

যখন ওমর রা. এর খিলাফাহ কাল শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর বাইয়াত জনসম্মুখে নিতে দৃঢ় সংকল্প করলেন, যেন গোপনে না হয়। তাই সাহাবারা যখন তাকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, যদি তোমরা আমার কথা নাই শুন তবে আমার এই বাইয়াত হবে প্রকাশ্যে। আমি মসজিদে যাব। অতঃপর যার ইচ্ছা সে বাইয়াত করবে। ফলে তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলে মানুষ তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমি মজলিসে শুরা ব্যতীত বাইয়াত দিবনা। সুতরাং আমরা তাঁর সিরাত থেকে জানতে পারলাম, খিলাফাত মজলিসে শুরা ও মুসলিমদের পরামর্শক্রমে হয়ে থাকে। আর এটা শুধু বনি হাশেমের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেক কুরাইশের জন্য প্রযোজ্য। আরো জানতে পারি যে, বাইয়াত গোপনে হয়না, অবশ্যই তা জনসম্মুখে হতে হয়। যার ইচ্ছা বাইয়াত নিবে আর যার ইচ্ছা নিবেনা। মীমাংসাকারীদের অধিকাংশ যার ব্যাপারে একমত হবেন, তিনিই খলিফা নিযুক্ত হবেন। আর যে গোপনে অল্প কিছু মানুষ থেকে বাইয়াত নেয়, তাহলে সে আহলে বাইতে রাসূল, সাহাবা রা. ও নবুওয়াতি মানহাজের বিপরীত করল। আর ইমাম হাছান রা. বাইয়াত থেকে

ফিরে এসেছেন, অথচ তাঁর শক্তি ছিল ফিরে না আসার। তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আমরা তাঁর সিরাত থেকে জানতে পারি যে, মুসলিমদের রক্ত রক্ষা করার জন্য বাইয়াত থেকে ফিরে আসা মর্যাদার কারণ। আর রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে একটু মর্যাদাই যথেষ্ট।

আমরা আরো জানতে পারি যে, হযরত হাছান রা. ও সকল সাহাবাদের বাইয়াতে তিনি খিলাফাতের অধিকারী ছিলেন। আর মুসলিমরা এই বাইয়াতে খুশি হয়েছেন, কারণ তা মুসলিমদের রক্তের হেফাযত করেছে। আর হুছাইন রা. হযরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে সন্ধি করতে রাজি ছিলেননা। তাঁর চিন্তা ছিল যে, যুদ্ধ হয়ত চলতে থাকবে। কিন্তু তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের ইজতেহাদে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। অতঃপর তিনি হযরত মুআবিয়া রা. এর হাতে বাইয়াত হলেন। হাছান, হুছাইন ও তাদের পূর্বে আলী রা., তারা কেউ অন্যের হাতে বাইয়াত হতে ভীতু ছিলেন না। বাতিল ও মিথ্যা শক্তি তাদেরকে ভয় দেখাবে, ফলে তারা জাতিকে ধোঁকা দিবেন। হুসাইন রা. পূর্ণাঙ্গভাবে মুআবিয়া রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। যখন ইয়াজিদ ক্ষমতা দখল করে, তখন তিনি মেনে নেননি, কারণ সে খেলাফাতের হকদার ছিলনা। সে জয়ের মাধ্যমে খিলাফাতের অধিকারী হয়েছে।

মজলিসে শুরার মাধ্যমে হয়নি। হুছাইন রা. মুআবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত বাদ দেয়াটা সঠিক ছিল। ইয়াযিদের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান ও তার বিরুদ্ধে বের হওয়াটা ছিল যুক্তিসংগত। উভয় পক্ষই হক্বের ইচ্ছায় ছিল। প্রথম অবস্থায় তিনি ভীত ছিলেন না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীও ছিলেন না।

যখন তিনি মুআবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তখন অনেক সাহাবী তাঁকে এর বিপক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন এবং ইরাকবাসীর বাইয়াতে যেন আস্থাবান না হয় অথচ তাদের মতামত ছিল সঠিক। হযরত হুসাইন রা. এর নিকট যখন কুফাবাসির অবস্থা জনতে চাওয়া হয়, তখন তাঁর ব্যাপারে মানুষের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কবি ফারাযদাক এভাবে তুলে ধরে- আমাদের অন্তরসমুহ আপনার সাথে অথচ আমাদের তরবারিগুলো বনি উমাইয়ার কাছে। অতএব আমরা তাঁর পবিত্র সিরাত থেকে জানতে পারি যে, খিলাফাত মজলিসে শুরার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কোরাইশের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হতে পারে এবং হযরত মুআবিয়া রা. এর যোগ্য। আমরা আরো জানতে পারি, অঙ্গীকার ও বাইয়াত পূরণের আবশ্যকতা এবং তা ভঙ্গ না করা। আমরা আরো জানতে পারি যে, খিলাফাতের

উপযুক্ত নয় এমন ব্যক্তির খিলাফাতের প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট থাকলে সে গুনাহগার হবেনা এবং যে অস্ত্র বলে মুসলিমদের ক্ষমতা গ্রহণ করে, তার ব্যাপারে কেউ অসন্তুষ্ট থাকলেও এতে কোন পাপ হবেনা। ইমাম হুসাইন রা. ইয়াযিদের নেতৃত্ব শুধু বর্জনই করেননি, বরং তার বিরুদ্ধে তিনি বেরও হয়েছেন। আমরা তাঁর ইতিহাস থেকে আরো একটি বড় শিক্ষা লাভ করতে পারি। তা হল, পদপ্রার্থী ব্যক্তি খিলাফাতের যোগ্য হতে হলে কিছু বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। যথা, পরিস্থিতি অনুকূলে হতে হবে এবং পর্যাপ্ত উপকরণ থাকতে হবে। খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শুধু মাত্র সৈন্যবল কিংবা এমন ব্যক্তির বাইয়াতই যথেষ্ট নয়, যে কঠিন মুহূর্তে দৃঢ়পদ থাকতে পারবেনা। এজন্য শাইখ উসামা রা. এই ব্যাপারে খুব সতর্ক করতেন। ইমারাতে ইসলামী'র কথা প্রকাশ করার জন্য পরিস্থিতি এখন মোটেই অনুকূলে নয়। তিনি অপর এক বর্ণনায় আরব বিপ্লবকে সুদৃঢ় ও প্রশংসা করে চুক্তি ও সমাধানকারী দলের নিকট পরমাণু তৈরির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। জাতির পরিণতি সংক্রান্ত যেকোন ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তে যেন বিবেচনা করা যায়। এর দ্বারা সাহাবাদের খিলাফাহ বিরোধীদের উপর সামান্য পরিমাণ হলেও অধিকার প্রতিষ্ঠা

করা যায়।

হে ইয়েমেনবাসী!!! আপনাদের এই বিপ্লব, যা অপহরণ করা হয়েছে। তা শুধুমাত্র হুথিরা ও আলী আব্দুল্লাহ সালেহ চুরি করেনি বরং এতে আব্দু রাব্বি আল-আমরিকিও ছিল। ইয়েমেনের দলসমুহ, যারা দুনিয়ার কিছু গনিমত গ্রহণ করেছে। উপসাগরীয় শাসকরা তোমাদের বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিল, যেন তাদের প্রাসাদগুলো জালিয়ে দিতে না পারে। বিপ্লবচোরারা যেই মূল্য ঘোষণা করেছে কিংবা গোপন রেখেছে তা হল, আমেরিকার সহায়তা অথবা ইয়েমেনে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তার ধ্বংসলীলাও অপরাধ থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা। তা হতে পারে হাত দ্বারা, কলম দ্বারা, জবান দ্বারা, এজেন্টদের দ্বারা। কর্মের দ্বারাও হতে পারে। যেমন, আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ও আব্দু রাব্বি আল-আমরিকি এবং হুথিরা। যারা সানা'য় স্থায়িত্বের সাথে আছে। আর কথার দ্বারা যেমন, ধর্মনিরপেক্ষরা আহ্বান করে। আরো হতে পারে যেমন, হুথিরা তাদের প্রচার মাধ্যমের দ্বারা বড় শয়তানের সেবার কথা পেশ করে থাকে। মুজাহিদদের যুদ্ধের কারণে তারা যার মৃত্যুর ধ্বনি দিচ্ছে। এখানে আরো কিছু লোক চুপ থেকে তাদের সমর্থন করেছে। আর হক থেকে চুপ থাকে যারা, তারা হল বোবা শয়তান। হুথিরা তাদের

পূর্বের ও বর্তমান চুক্তির আলোকে আলী আব্দুল্লাহ সালেহ এর কাছে ইয়েমেনের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সাহায্য চেয়েছে। তারা দর কষাকষির মাধ্যমে আলী আব্দুল্লাহ এর অন্য মিত্রদের কাছেও সাহায্য চেয়েছে। যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে কয়েক দশক ধরে তাকে সাহায্য করে আসছে। যখন তাদের সাহায্যের বাজারে ধ্বস নামলো তখন তারা তার থেকে ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু যখন আলী আব্দুল্লাহ সালেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, তখন তার অগ্রগামী মিত্ররা ও সকল রাজনীতিবিদরা উল্টো দিকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। তারা তার জন্য বাহ্যিকভাবে সরে যেতে চেয়েছে এবং অবৈধ শাসকের নায়েব হিসেবে তার অবস্থান নির্ণয় করেছে। তারা সকলে আমেরিকাকে ছেড়ে আসতে শুরু করল এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের সাথে আঁতাত করতে লাগল। যেমনটি তারা ছিল আলী আব্দুর রহমানের সাথে। হুথিদের সরে আসার পর আব্দু রাব্বি আল-আমরিকিও সরে এসেছে। অতঃপর যুদ্ধ তীব্রতা ধারণ করলে সে সৌদিতে পলায়ন করে। সে ইয়েমেনের মুসলিমদেরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, যে আমেরিকা ও তার মিত্ররা ইয়েমেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করবে। আমেরিকা ও সৌদী আরব কখনো ইয়েমেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করবেনা। আর

সৌদীর মাতা আমেরিকা তার স্বার্থ ছাড়া সাহায্য করবেনা। আর সে তার স্বার্থ হাসিল করার জন্য শয়তানের সাথেও আঁতাত করতে প্রস্তুত। এখন সে উপসাগরীয় নেতৃবৃন্দ থেকে কেটে পড়ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের থেকে সরে ইরানের সাথে চুক্তি করছে। সৌদী আরব তো বহুকাল ধরে আমেরিকার গোলামি করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বৃটেনমৈত্রী থেকে বেরিয়ে আমেরিকামৈত্রীতে আবদ্ধ হওয়ার পর রোজফালত এর সাথে তাদের বাবা আব্দুল আজিজ এই গোলামির ভিত্তি স্থাপন করে। সউদ বংশ আমেরিকার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং তাদের কোলেই এরা বড় হয়েছে। সৌদী আরব তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। সৌদী প্রশাসনের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী না থাকার জন্য তারা-ই দায়ী। অথচ তারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী খরচ করে। তারা তাদের এই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাজেট ব্যয় করে অন্যের কাছে ভাড়া দিয়ে। ফলে তারা নিজেদের প্রতিরক্ষায় পরনির্ভর হয়। আর ইহা হল পাকিস্তান, যাদের উপর ওরা আশা বেধেছিল। সে তাদেরকে চপেটাঘাত করেছে। তাদেরকে সহায়তার অনেক দাবি পেশ করার পরও তারা তা ছেড়ে নিজেদের উপকারিতা বেছে

নিয়েছে।

সম্মানিত, অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলিমরা ব্যতীত কেউ সৌদী আরবের প্রতিরক্ষা করতে পারবে না, যাদের অগ্রে রয়েছে মুজাহিদরা। আমেরিকা ও সৌদি আরব আমেরিকান ইসলাম চালু করতে চায়, যেই ইসলামে জিহাদ নেই, যা একক শাসকের প্রশংসা করে, উম্মাহ যাকে পছন্দ করেনা, যার বিশ্বাস হল সব ধরনের কবিরা গুনাহ ও ধ্বংসাত্মক কাজ করা বৈধ, মুসলিমদের ইজ্জত ও রক্তপাতে যার কাছে কেউ হিসাব চাবে না, যে দেশ ও জাতিকে পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারী সম্পদ মনে করে। যাকে সর্বদা পেশাদার মুনাফিক, সৈন্যবাহিনী, সাংবাদিক ও নিকৃষ্ট আলেমদের একটি দল ঘিরে রাখে। যারা লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার জ্ঞান প্রচার করে বেড়ায় এটা এমন ইসলাম যাকে আমেরিকা আব্দুর রাব্বি আল-আমরিকি তার গুরুদের সাথে চুক্তির মধ্য দিয়ে ইয়েমেনে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের সাবেক এজেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহকে পরিত্যাগ করার পর। যে ইরানের কাছে নিজেকে পেশ করেছে ভাড়াটে তার মালিকের কাছে পেশ করার ন্যায়। আর সৌদীরা ইয়েমেনের প্রতিরক্ষা করতে পারবেনা, কারণ তারা তো আমেরিকার পা চাটা গোলাম মাত্র। তাছাড়া তারা নিজের

প্রতিরক্ষায় অক্ষম। তাহলে অন্যের প্রতিরক্ষা করবে কিভাবে? তাহলে কিসে সৌদীকে অধিক সম্পদশালী হওয়া ও সামরিক খাতে সব চেয়ে বেশী ব্যয় করা স্বত্ত্বেও দুর্বল করে রেখেছে। সৌদী আরবের রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হল আমেরিকার হাতে। তারা চুরি ও আনন্দের মাঝে ডুবে আছে। তারা আমেরিকাকে যায়গা দিয়েছে এবং খনিজ সম্পদের ন্যায় তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে ও সংবাদ বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সকল বিষয়ে তারা আমেরিকা নির্ধারিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এবং তারা নিজস্ব কোন শক্তি প্রস্তুত করা থেকে বিরত থেকেছে। তারপরেও যদি সৌদী ইয়েমেনের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে যায়, তবে তারা তা করবে মার্কিনিদের যায়গা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আব্দে রাব্বি আল-আমরিকিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। বর্তমানে যাদের প্রতি হুথিরা বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছে এবং জিহাদকে সন্ত্রাস বলে তাদেরকে সেবা দিচ্ছে।

ইতিপূর্বে আফগান ও ইরাকের বিরুদ্ধে তাদের গুরুরা তেহরানে এমনই করেছে। সারকথা হল, আরব ও ইয়েমেনের পক্ষে একনিষ্ঠ, সম্মানিত মুসলিম ও মুজাহিদরা ছাড়া আর কেউ প্রতিরোধ করবেনা। তাই আমাদের উচিৎ আমেরিকা, আলী আব্দুল্লাহ সালেহ এবং তাদের গোলামদেরকে বর্জন করা, যারা

আমেরিকাকে আমাদের ঘাড়ের উপর স্থান করে দিয়েছে। আরবের সম্মানিত ও স্বাধীন জনগণ এবং বিশেষ করে সেখানের গর্বিত গোত্রগুলোর উচিৎ জজিরাতুল আরব, ইয়েমেন ও হারামাইন শারিফাইন এর প্রতিরক্ষার জন্য ক্রুসেড শত্রুদের মোকাবেলায় প্রথম সারিতে অবস্থান নেয়া।

আজ এসকল গোত্রগুলোই তাদের গর্বিত ইতিহাসকে নতুন করে সাজাতে আহ্বানের অধিক উপযোগী। কারণ একদিন তারা-ই বিজয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছিল এবং জিহাদের পাথেয় যুগিয়েছিল। তাদের উচিৎ মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা, তাদের নেতৃত্ব দেওয়া এবং তারা যেন মুনাফিকদের চুক্তির ব্যাপারে আমেরিকার পরিকল্পনার মোকাবেলা করে ও তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। সুতরাং হে মুসলিমরা, বিশেষ করে আরব ও ইয়ামেনের অধিবাসীরা!!! ক্রুসেড শত্রুদের বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে এবং বিচ্ছেদের বেড়াজাল ছিন্ন করতে হবে, যা বিরোধীদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই ক্রুসেড বাহিনী আমাদের নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আলোচনায় সাক্ষাত হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ৮]

বিজয়ের সূর্য নওসানতারা থেকে উদিত হয়

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

সারাবিশ্বে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

হামদ ও ছানার পর-

ইসলামী বসন্তের এটি অষ্টম পর্ব। প্রথম দুটি পর্বে আমি ইরাক ও শামে ক্রুসেডারদের হামলা, ওয়াযিরিস্তানে আমেরিকার দালাল পাকিস্তানীদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তারপর কথা বলেছি বাগদাদী ও তার দলের দাবিকৃত তথাকথিত খেলাফত নিয়ে। তেমনি গুরুত্বারোপ করেছিলাম মুজাহিদদের এক হওয়ার প্রতি। যার সম্পর্কে আমি আরও আগেও বলেছিলাম। বলেছিলাম-

জিহাদের কাতারে বিচ্ছিন্নতার ক্ষতি ও বিপদ যে কত ভয়াবহ!

তৃতীয় পর্বে নবুওয়তের আদলে খেলাফতে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যার অন্যতম আলামত হল: শরীয়তের কাছে বিচার ফয়সালা প্রার্থণা করা। বলেছিলাম, খেলাফতের ভিত্তি দুটি: শূরা ও তামাক্কুন। (পরামর্শ ও তামাক্কুন), নবুওয়তের আলোকে খলীফা নির্বাচন ও তার গুণ কী হবে তার ব্যাখ্যা, যার মধ্যে অন্যতম একটি হল: ন্যায়পরায়ণতা।

অন্যভাবে:

তৃতীয় পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ:

১. নবুওয়তের আদলে খিলাফাহ কী রকম হয়?

২. খিলাফাহর প্রধান বৈশিষ্টগুলো কী?

৩. খলিফাহ নির্বাচনের পদ্ধতী কী?

৪. খলীফাহর প্রধান গুণ কী?

আর চতুর্থ পর্বে কিছু সন্দেহ-অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলাম।

১. বলপ্রয়োগের দ্বারা ইমারাহ দখর করার হুকুম কী?

২. কমসংখ্যক লোকের বায়াতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন বৈধ

হবে কী?

৩. জোরপূর্বক যারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করে বা যারা এর যোগ্য নয় তাদেরকে বাইয়াত না দিলে কী গুনাহগার হব?

৪. খিলাফাহ ঘোষণার জন্যে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় কোন দোষ আছে কি না?

আমি বলেছিলাম- যারা আবু বকর রা. এর খিলাফাহ ঘোষণা অল্প কয়েক জনকে নিয়ে হওয়ার অপবাদ দিয়ে কম সংখ্যক লোকের বাইয়াহ কে বৈধতা দেয় তারা মূলত মিথ্যাবাদী রাফেদীদের সহযোগী।

জোর করে অস্ত্রের মুখে যে খিলাফাহ দখল করে তার ব্যাপারে কিছু দলীল উল্লেখ করেছিলাম ইমাম আহমদ রহ. এর অভিমত থেকে। বলেছিলাম বাগদাদী ও তার সাথীদের উপর একজন সমাসীন ইমামের বাইয়াত ছিল, তিনি হলেন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ.। তাদেরকে গঠনকারী মিথ্যা ধারণা করছে। তারা গত নয় বছর ধরে বাইয়াহ ভঙ্গ করে আসছে। আমি ইমাম নববী রহ. এর অভিমত উল্লেখ করেছি- আহলুল হল ওয়াল আকদের একমত হওয়ার শর্ত না পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে। যেখানটায়

দলীলগুলো জামাআতুল বাগদাদীর বিপক্ষে। কেননা নববী রহ. বলেন- যার ব্যাপারে মানুষেরা একমত ও একত্র হবে। আর যাদের ব্যাপারে মানুষেরা বলবেনা তারাতো অজ্ঞাত লোকদের মাঝে গণ্য হবে। তাহলে অজানা স্থানের অজ্ঞাত সময়ে অপরিচিত কিছু লোকের বাইয়াত। আমাদেরকে সে বলেছে যাকে আমরা মিথ্যাবাদী রূপে পেয়েছি।

পঞ্চম পর্বে দুটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এসছিলাম-

এক. বর্তমান সময় কী খিলাফাহ ঘোষণার উপযুক্ত সময়?

দুই. যদি খিলাফাহ ঘোষণার সময় এখন না হয়। তবে তার বিকল্প কী?

ষষ্ঠ পর্বে সাফাভীদের থেকে আসা বিপদ সম্পর্কে বলেছি।

সপ্তম পর্বে ইয়েমেনে চলমান কিছু বিপদজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি।

আর প্রথম পর্বে আমি একটি ভুল খুঁজে পেয়েছি। যে ভুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ে গেছে। আমি তা শুদ্ধ করে দিতে চাই। কেননা সঠিকতার দিকে ফেরাই তো উত্তম। তা হল, আমি বলে

ছিলাম- “অন্যদিকে বাগদাদী গাযা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ওয়াযিরিস্তান সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। অপরপক্ষে ইমারাতে ইসলামিয়া তার কথার মাধ্যমে, অনবরত সাহায্য করার মাধ্যমে, স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাধ্যমে একটি উজ্জ্বল নমুনা দেখিয়েছে।”

কিন্তু বাগদাদীর কথিত খিলাফাহ ঘোষণার পরে রমজানের বিবৃতি (রমজানে মুজাহিদীন ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি বার্তা) তে একবার মাত্র আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করেছে। আর গাযা ও ওয়াযিরিস্তাকে খাস করে কিছুই বলেনি। অথচ তখন এদুটি জায়গায় জ্বালাও-পোড়াও-বোমা হামলা চলছিল পুরোদমে। তাই আমি আমার কথাকে শুদ্ধ করে নেব-

“অন্যদিকে বাগদাদী তার কথিত খিলাফাহ ঘোষণার পর গাযা, ওয়াযিরিস্তান, পাকিস্তানের মুজাহিদ, আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সম্পর্কে খাস করে কিছুই বলেনি। অপরপক্ষে ইমারাতুল ইসলামিয়া কথার মাধ্যমে, অনবরত সাহায্য করার মাধ্যমে, স্পষ্টভাবে তাদের কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাধ্যমে উন্নত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।”

আর যে ভুলই আমার থেকে প্রকাশ পায় বা আমাকে জানানো হয়, আমি তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি। কেননা আমি তো একজন মানুষ মাত্র। যে মানুষ ভুলও করে আবার সঠিক কাজটাও করে।

এখানে আরো একটি জিনিস যোগ করব- ইমারাতে ইসলামিয়া ওয়াযিরিস্তানে বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ও আমেরিকানদের হামলার ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থা নিয়েছেন। তারা মুহাজির ভাইদের যতটুকু পেরেছেন সাহায্য করেছেন। এমনকি তাদের জন্যেও যারা তাদের প্রতি উদ্ধত হয়েছিল, তাদেরকে গালি দিয়েছিল, তালেবান মুজাহিদদেরকে পাকিস্তানের চর বলেছিল। আল্লাহ ইমারাতে ইসলামিয়া কে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এই হালাকাতে আমি পূর্ব এশিয়ার ইসলামের সীমান্তবর্তী এলাকা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও তার আশপাশের স্থান সম্পর্কে কথা বলব।

পূর্ব এশিয়ার ভাইয়েরা!

আপনারা উম্মতে মুসলিমার একটি বিরাট অংশ। পূর্ব মুসলিম

ভূখণ্ডের দরজায় আপনারা। ইসলামী আকীদা, মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘনকারী ক্রুসেড জোটের বিরুদ্ধে আপনারা লড়াই করেছেন। তেমনি আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও শত্রুদের বিরুদ্ধে আকীদা ও রাজনীতির মাঠে আছেন। জাতীয়তা ও দেশপ্রেম লালনকারী পূজারীদের বিরুদ্ধে আপনাদের অবস্থান।

আপনাদের লড়াই কয়েকটি ভাগে ও কয়েকটি অস্ত্রের মাধ্যমে হবে। আপনাদের যুদ্ধ হল প্রতিটি স্থানে আমেরিকী ও পশ্চিমাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থানে আঘাত হানা। আমেরিকা ও তার অংশীদারদের প্রতিরোধ করে তাদের অপরাধের মূল্য পরিশোধ করুন। এটাই সেই পথ যা শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ও তাঁর সাথীরা ইজতেহাদ করেছেন। উম্মাহকে সীমালঙ্ঘনকারীদের অনিষ্টতা থেকে মুক্ত করার জন্যে। বিইযনিল্লাহ যুগের হোবল আমেরিকার পতন হলে তার অন্যান্য অনুসরণকারীরও পতন ঘটবে। তখন তার চেয়ে দূর্বল শত্রুদেরকে খতম করা সহজ হবে। আর এটা বর্তমানের জিহাদের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য ও উত্তম

কৌশল। বাকী আল্লাহই ভালো জানেন।

আপনাদের উপর আবশ্যক হল- ফিলিপাইনে অত্যাচারী ক্রুসেডারদেরকে প্রতিহত করতে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। আপনাদেরকে দ্বীপাঞ্চলের ও ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টানদের অপরাধের বিরুদ্ধে আপনাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্য করা। আপনাদেরকে দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলিম ভাইদেরকে সাহায্য করতে হবে ও তাদেরকে সমর্থন করতে হবে।

তেমনিভাবে বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে আপনাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্যার্থে হিজরত করতে হবে। ইসলামের এসকল এলাকায় যেন শত্রুদের প্রতিরোধে আরো শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা যায়।

আপনাদের অনেক ভাই এ পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাদের অনেকে হিজরত করেছেন আফগানিস্তানের বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে। আমি কান্দাহারে দেখেছিলাম আপনাদের অনেক বড় বড় শায়েখগণ শায়খ উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাতে এসেছেন। তাঁরা তাঁর বার্তা পৌঁছানোর অঙ্গিকার করেছেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করেছেন।

আর শায়খ উসামা বিন লাদেনের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে আপনাদের মধ্যকার অনেক বীর পুরুষ খ্রিস্টানদের সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। এমনিভাবে খ্রিস্টান জোটের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে মালী ও জাকার্তার ভাইরাও এগিয়ে এসেছেন।

শায়খ উসামা রহ. এর এ দাওয়াত আপনাদের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। তাঁরা এখন উম্মাহকে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের সীমালঙ্ঘনকে প্রতিহত করার জন্যে উৎসাহিত করছেন।

সশস্ত্র হয়ে জিহাদ করার সাথে সাথে আপনাদের দায়িত্ব হল বয়ান, দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা। যার মূলনীতি হল- শরীয়তের বিচার -ফয়সালাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া। গণতন্ত্র, দেশভিত্তিক চেতনা, সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে প্রণয়ন করে। যা মুসলিম জাতিকে পঞ্চাশেরও অধিক ভাগে বিভক্ত করেছে।

নওসানতারার মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনাদেরকে মুসলিম উম্মাহর নিকট তাওহীদের আকিদা

বর্ণনা করার জন্যে চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। নিকৃষ্ট বানকীশিলীয় আকীদাকে প্রতিহত করতে হবে। যা পাঁচটি মৌলিক বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করে- এক ইলাহ, জাতীয় চেতনা, মানবতা, গণতন্ত্র, সামাজিক নীতিবোধ। যে আকিদা ভয়-ভীতি, উৎসাহ, জ্বালাও-পোড়াও, অস্ত্রের মুখে মুসলিমদের উপর সীমালঙ্গনকারীদের বিচার ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দেয়। আপনারা জানিয়েছেন এ আকীদা ইসলামী আকীদার বিপরীত। তাহলে এ আকীদার বিরুদ্ধে আপনাদের মোবারক কাজ চালিয়ে যান। আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করি তিনি যেন নওসানতারার উম্মতে মুসলিমার সামনে তাওহীদের বিশুদ্ধ আকীদা পেশ করার তাওফীক দান করেন। যেরকম আকীদা আমাদের নেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। যা তাঁর সাহাবারা (রা.) বিস্তার করে গেছেন।

আর এটা মুসলিমদের মাঝে একতার জাগরণের লড়াই। এটা বলার লড়াই যে আটলান্টিক উপকূল থেকে পূর্ব তুর্কিস্তান পর্যন্ত আমরা সকলে এক জাতি। এক উম্মাহ। যাকে এক দীন এক আকীদা একত্রিত করেছে। যেখানে কালো-সাদা, আরব-

অনারবে পার্থক্য নাই। যেখানে মাপার মানদণ্ড হল তাকওয়া।

সত্যিকার দায়ীদের প্রতি আমার আহ্বান- উম্মাহর কাতারসমূহকে এক করতে, শত্রুদের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে। আপনারা উম্মতের সামনে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. এর নেতৃত্বে মুজাহিদদের বরকতময় কাজের কথা তুলে ধরুন।

শায়খ রহ. উম্মাহকে একটি উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন। তা হল খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। যুগের হোবল আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তিনি জিহাদী জামাআতসমূহকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি একটি ইসলামী দল প্রতিষ্ঠা করেন। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে বাইয়াত দেন। মুসলমানদেরকে আহ্বান করেছেন- তারা যেন ইমারাহকে বায়াত দেন, যেন এক পতাকার নিচে সমবেত হওয়া যায়। আপনারা এ ডাকে সাড়া দিন। ইমাম মুজাদ্দিদ রহ. এর এ পথকে পূর্ণ করুন।

সত্যিকার দায়ীদের উপর আবশ্যক হল- আপনারা পূর্ব এশিয়ার উম্মতে মুসলিমার কাছে স্পষ্ট করে তুলুন ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপকে যার প্রতি আমরা দাওয়াত দিয়ে থাকি। এটি হল

শান্তির রাষ্ট্র। পরামর্শ ও ন্যায়পরায়নতার রাষ্ট্র। ক্রোধ ও দমনের নয়। নয় বিস্ফোরণের।

এমন রাষ্ট্র যা শরীয়তের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। তা থেকে পালানোর নয়।

এমন রাষ্ট্র যাদের নীতি হবে ওয়াদা পূর্ণ কর। ওয়াদা ভঙ্গ করা নয়।

এমন রাষ্ট্র যা মুসলমান ও মুজাহিদদের আমানতকে, তাদের মৌলিক অধিকারের হেফাযত করবে। তাদেরকে তাকফীর করে নয়। তাদের সমালোচনা করে নয় বা তাদেরকে তাগুতের চর বলে গালি দিয়ে নয়। তাদের রক্তকে হালাল করে নয়।

এমন একটি রাষ্ট্র যা কোরআনের আলোকে পরিচালিত হবে। যেরকম আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وأمرهم شورى بينهم আর তাদের বিষয় সমূহ পরিচালিত হবে তাদের নিজেদের মাঝে পরামর্শ করার মাধ্যমে। বাগদাদীর বেদাআতী পদ্ধতীতে নয়, যা হল: وأمركم شورى بيننا মুসলমানদের বিষয়গুলো পরিচালিত হবে আমাদের মাঝে যে পরামর্শ হয় তার মাধ্যমে।

এমন রাষ্ট্র যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হবে। যেমন তিনি বলেছেন:

: وقال، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله."أول من يغير سنتي رجل من بني أمية وجعله وراثة،ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة"

প্রথম যে আমার সুন্নতকে পরিবর্তন করবে সে হল বনু উমাইয়ার এক লোক। শায়খ আলবানী রহ. এ হাদীসের সনদকে হাসান বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

فإنّه من يعش منكم ،أوصيكم بتقوى اللّه والسمع والطّاعة وإن كان عبدا حبشيًّا ، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الّراشدين المهديّين،بعدي فسيرى اختلاف ا كثيرا فتمسكوا بها وعّضوا عليها بالنّواجذ

“আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি -আল্লাহকে ভয় করবে। আদেশ শুনবে ও মান্য করবে, যদিও নেতা কোন হাবশী গোলাম হোক না কেন। কেননা আমার পরে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতপার্থক্য দেখবে। তাই তোমরা আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো আর আঁকড়ে ধরো সৎপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে, তোমরা তাকে নাওয়াজিয দাঁত দিয়ে হলেও কামড়ে ধরো।”

এমন রাষ্ট্র যা খোলাফায়ে রাশেদীনের শিক্ষা অনুসারে

পরিচালিত হবে। যেরকম আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন: إنّه لا خلافة إلا عن مشورة খিলাফাহ পরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। আর এর সনদ সহীহ, ছিকাহ রাবীর বর্ণনাতে ক্রমানুসারে এসে পৌঁছেছে।

আমাদের নেতা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. আলী রা. কে বলেন (যা বোখারী রহ. বর্ণনা করেছেন): পরসমাচার। হে আলী আমি দেখেছি মানুষ উসমান রা. এর ক্ষেত্রে ইনসাফ করেনি। তাই আপনি আপনার ব্যাপারে তাদেরকে এমন সুযোগ দিবেন না। আলী রা. বললেন- আমি আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরের দুই খলীফার সুন্নাহ অনুসারে বাইয়াত দিচ্ছি। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. তাঁকে বাইয়াত দিলেন এবং আনসার ও মুহাজিররা তাঁকে বাইয়াত দিলেন। মুসলমান সেনাবাহিনীর নেতা, মুসলমানদের নেতাগণ তাঁকে বাইয়াত দিলেন।

এটা হবে খিলাফার রাষ্ট্র। যার ভিত্তি হবে নবুওয়তী মানহাজ। যাতে অনুসৃত হবে না ইউসুফ পুত্র হাজ্জাজ বা আবু মুসলিম খোরাসানী। কিংবা বাগদাদীর বেদাআতী পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে

তারা ডাকাতি ও জোরের মাধ্যমে বিস্ফোরণ-বিস্ফোরকের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করে!

আর আপনাদের লড়াই হল উম্মাহকে এক করার রাজনৈতিক বা কুটনৈতিক লড়াই। উম্মাহকে কাঙ্খিত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়ার লড়াই। যেন মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা করা যায়। ইসলামের বড় বড় শত্রুকে প্রতিহত করা যায়। এমন এক খিলাফাহর অধীনে যা সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাওহীদ, উম্মাহকে এক হওয়ার দাওয়াত দেয়া, মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়া। যা মুসলিমদেরকে সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে একটি খেলাফাহর অধীনে একত্র করবে। একত্রিত ও শৃঙ্খলা আনয়নের এই কাজটির জন্যে উম্মাহর মাঝে চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। তাওহীদের আকীদা প্রচার করার জন্যে, খ্রিস্টান মিশনারীদের ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে সাধারণভাবে উম্মাহর মাঝে শহরে, গ্রামে, বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াহর কাজটি করে যেতে হবে। আপনাদের কাছে আরো চাওয়া হল-উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব ও নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদের দাওয়াত মোকাবেলায় যুবক ও ছাত্রদেরকে জাগ্রত করা। আপনাদের কাছে চাওয়া হল

আপনারা শুভাকাঙ্খী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষকদের মাঝে কাজ করে যাবেন। তাদেরকে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্রের মত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থার স্বরূপ তুলে ধরবেন। মুসলমানদের মাঝে চলমান ফাসাদ ও বিচ্ছিন্নতার কথা তুলে ধরবেন।

সাথে সাথে এটা একটা সামাজিক আন্দোলনও যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা, সুস্থ ব্যবসা পদ্ধতি, সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। মুসলিম উম্মাহকে বিপর্যয়ে সাহায্য করা হবে। জাতীয়তাবাদী ও খ্রিস্টান মিশনারীদের মেহনতকে প্রতিহত করা হবে।

আপনাদের লড়াই হল শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের লড়াই। যেন আমরা শরীয়ত, তার আহকাম, তার আদাব মানার উপযুক্ত হতে পারি।

আমরা কীভাবে উম্মাহকে বলবো যে, আমরা তোমাদের কাছে যা চাইছি তা হল শরীয়তের বিচরা ফয়সালা, এ ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করো। অথচ জিহাদের প্রতি সম্পর্ক করা হয় এমন এক দল শরীয়তী বিচার ফয়সালা থেকে পলায়ন করে! যারা শরীয়তকে দু ভাগ করে দিয়েছে। **এক.** এ প্রকার তারা ব্যতীত অন্য সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **দুই.** এ প্রকার প্রয়োগে

তারা শরীয়ত থেকে পালানোর সুযোগ পায়।

কীভাবে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তাদেরকে বিশ্বাস করা যায়? তারাই তো শরীয়তের বিচার-ফয়সালা থেকে পালানোর শত কৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি তারা যে সকল অপবাদ আরোপ করে, তার জন্যে তাদের কাছ থেকে জানতে চাইলে তারা ধর-পাকড়ের বাইরে থাকে। স্বাধীন শরীয়তী আদালতের সামনে তাদের বিবাদ তাদের বিরুদ্ধে যে দলীল দাঁড় করায় তারা তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না।

কীভাবে উম্মাহ আমাদের উপর পরিতৃপ্ত হবে যে, আমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করব? অথচ আমাদের মধ্যেও এমন লোক আছে যারা স্বীকৃতি দেয় যে তারা ওয়াদাগুলো পূর্ণ করবে। আর ঘোষণা দেয় যে তারা এক্ষেত্রে দীনকে মেনে চলবে। তথা এটা তাদের আকীদার অংশ হবে। তারপর তারাই কয়েক মাস পরে ওই আকীদার অবজ্ঞা করে!

কীভাবে মুসলমানগণ এ কথা সত্য বলে মেনে নেবে যে, আমরা তাদের অধিকার সংরক্ষণ করব? অথচ আমাদের মধ্যেই কিছু লোক মুসলমানদের রক্ত ঝরানোতে লিপ্ত হয়। তারাই এমন

ফেতনা ছড়ায় যাতে হাজার হাজার মুজাহিদ নিপতিত হয়।

আমরা কীভাবে উম্মাহকে পরিতৃপ্ত করতে পারি যে, আমরা তাদেরকে তাকফীর করবো না? অথচ জিহাদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় ও যারা মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার দাবী করে এমন লোকেরাই তাদের সাথে বিরোধকারীদের কোন দলীল ছাড়াই মিথ্যা ও অপবাদের ভিত্তিতে তাকফীর করে। কোন কোন সময় অন্যের অনুগত হওয়ার কারণে তাকফীর করে।

আমরা কীভাবে উম্মাহকে পরিতৃপ্ত করবো যে নবুওয়তের রীতি-নীতি অনুসরণে আমরা পরামর্শ ও খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা করবো? অথচ কিছু লোক কোন পরামর্শ ব্যতিত জোর করে বিস্ফোরনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহকে নিয়ে গর্ব করে।

উম্মাহ কীভাবে পরিতৃপ্ত হবে যে আমরা নবুওয়তী নীতির আলোকে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা চেষ্টা করছি? অথচ এমন ব্যক্তিও আছে যে মনে করে উম্মাহর হক চুরিকারী কিছু ব্যক্তির বাইয়াতে সে খলীফা হয়ে গেছে। আমরা যাদের না নাম জানি। না তাদের কুনিয়াত। না তাদের সংখ্যা। না তাদের গুণ বা ইতিহাস। আমরা জানিনা তারা কোথায় কখন একত্র হয়েছে। কিংবা যখন তারা একত্র হয়েছে কে তাদের বিরোধিতা করল বা

কে তাদের মেনে নিল। কে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হল কে তাদেরকে অপছন্দ করল। যারা তাদের বিরোধিতা করল তাদের ব্যাপারে তারা কী করল?

নওসানতারার মুসলিম উম্মাহ আর সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ! নিশ্চয় আমাদের বার্তা সুস্পষ্ট।

আমরা চাই শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা। তা থেকে পলায়ন করার ইচ্ছা পোষণ করি না। সাউদ পরিবারের মত শরীয়তকে দুভাগে ভাগ করতে চাই না।

আমরা পরামর্শক্রমে শাসন চালাতে চাই, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জুলুমের অনুসরণে নয়। আমরা এমন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করতে চাই যার ভিত্তি হবে নবুওয়তের মানহাজ, যার ভিত্তি কোন ক্রমেই হাজ্জাজ নয়।

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। খোলাফায়ে রাশেদীন রা. এর সুন্নাহ চাই। কামড়ে থাকা রাজতন্ত্র নয়।

আমরা নিজেদের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতা চাই। আমরা নিজেদের ওয়াদা পূর্ণ করতে চাই। শ্রমবাজারের ডলারের দাম পরিবর্তন

করতে চাই না।

আমরা চাই আপনারা এ কথা নিজেদের মনে বদ্ধমূল করে নিন যে, আমরা আপনার প্রতি সদয়। আপনার প্রতি একাগ্র। আপনার অধিকারের সংরক্ষক। আমরা ফেতনা ছড়াতে চাই না, যাতে মুসলমানদের হাজার হাজার লোক নিপতিত হবে।

আমরা উম্মাহকে এক করতে চাই। তাদেরকে পৃথক করতে নয়।

তাই আমরা বাগদাদী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কৃতকর্ম থেকে মুক্ত। আমরা তাদের মত নই। তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে আমাদের মানহাজ তাদের মত নয়।

নওসানতারার ও গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ! আমাদের মূল যুদ্ধ হল সবচেয়ে বড় শত্রুর সাথে। যারা তাদের সৈন্য দিয়ে ইসলামী বিশ্বকে অবরোধ করে রেখেছে। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। তাদের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদের উপর বিশ্বাসঘাতক ও চোর কর্মচারীদের চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। তাদেরকে ত্রাসে রাখার পাঁয়তারা করছে। তারা শরীয়তকে বিশৃঙ্খলা, দূর্বলতা ও

অশ্লীলতার মাধ্যম বলে। তাই তারা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে, যেন আমরা সংযমশীলতা ও কল্যাণের মাধ্যম ত্যাগ করে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দের পিছনে লেগে থাকি।

শত্রু হল সে যে তৃতীয় পবিত্রভূমিকে দখল করে রাখা ইজরায়েলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। যারা জোর করে পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা করে ফেলেছে। শীশান, দক্ষিণ ফিলিপাইন, ফাতামী, কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনকে দমন-পীড়ন, জুলুম, হত্যা, সীমালঙ্ঘনের মধ্যে রেখেছে।

আমাদের যুদ্ধ হল সবচেয়ে বড় শত্রুর বিরুদ্ধে যেন তাদের আঘাতকে প্রতিহত করা যায়। যা তারা ও তাদের সীমালঙ্ঘনকারী কর্মচারীরা আপনার স্বাধীনতা, সম্পদ ও বিশ্বাসের উপর করেছে।

নওসানতারা ও পুরো মুসলিম উম্মাহ! আমরা আপনাদের স্বাধীনতা চাই। আপনাদের মান-সম্মান চাই। চাই আপনারা লাঞ্ছনা, দূর্বলতা, বিশ্বাসঘাতক চোর কর্মচারীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবেন।

আমরা আপনাদের প্রত্যেক মজলুম অংশের পাশে দাঁড়াবো, চাই

তারা ছোটই হোক না কেন। আমাদের মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে ব্যক্তিই নির্যাতিত হবে বা কাফেরদের মধ্যে যেই নির্যাতিত হবে, আমরা তার থেকে জালিমকে প্রতিহত করবো। এটা আমাদের দীন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অধিক জানেন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

فما أحب أ ّن لي حمر ، وأنا غلام،شهدت حلف المطيّبين مع عمومتي النّعم وأ ّني أنكثه

"ছোটবেলায় আমি সুগন্ধিওয়ালাদের অঙ্গীকারে (হিলফুল মুত্তায়িবীন) আমার চাচাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম। আমাকে

লাল উট দেওয়া হলেও আমি তা ভঙ্গ করবো না।”

ومن قتل دون ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد،من قتل دون ماله فهو شهيد

ومن قتل دون دمه فهو شهيد،دينه فهو شهيد

“যে তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে তার পরিবার রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ। যে তার দীন রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ। যে আত্মরক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

من قتل دون مظلمته فهو شهيد

“যে জুলুমের কারণে নিহত হয় সে শহীদ।”

তাই যে ব্যক্তিই জুলুমের শিকার হয়ে বন্দী অবস্থায় আছে আমরা তার পাশে আছি। জুলুম করে কারখানার যে কর্মচারীর বেতন কেটে নেয়া হয়েছে আমরা তার সাথে আছি। জুলুম করে যে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করা হয়েছে আমরা তার সাথে আছি। আমেরিকার গোলাম পুলিশ যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে আমরা তার সাথে আছি। প্রত্যেক মহিলা, যুবতী, এতিম, বিধবা যার উপর সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে বা তাকে

অপমান করা হয়েছে কিংবা তার অধিকার হরণ করা হয়েছে আমরা তাদের সাথে আছি। অন্যায়ভাবে যার অধিকার খেয়ে ফেলেছে আমরা তার সাথে আছি। চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের।

হে আমাদের প্রিয় উম্মাহ! যারাই আপনাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে তারা তাদের ধারণা মত একজন খলীফা বসিয়ে দিয়েছে। না কোন পরামর্শ করেছে না কারও মত নিয়েছে। না তাদের কোন যোগ্যতা আছে। তারা বিস্ফোরণের মাধ্যমে, জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে, মিথ্যা দাবী বাতিল প্রচারণার মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবস্থানে এনেছে। আমরা তার বিরোধিতা করি তাদের বিপরীতে। যারাই পরামর্শ ভিত্তিক, ন্যায়, তুষ্টি, ঐক্যমত ভিত্তিক ও খোলাফায়ে রাশেদীনের মানহাজ ভিত্তিক কাজ করতে চাইবে আমরা তার সাথে আছি।

নওসানতারা ও বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহ! আল-কায়েদা শুধু কোন তানজীম বা দল নয়, নয় কোন ব্যক্তি বা সংখ্যার নাম। বরং এটা হল এসকল প্রত্যেক জিনিসের পূর্বে তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে একটি বার্তার নাম আর এটাই আমাদের

বার্তা।

আল্লাহর কাছে চাওয়া তিনি যেন একে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে বানিয়ে দেন। তাঁর শরীয়ত অনুসারে বানিয়ে নেন। এটিকে কবুল করে নেন।

و صلى الله على سيدنا محمد وآله ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব –৯]

তুর্কিস্তান...সবর ও নুসরতের গল্প

এই পর্বে আমি পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমান ভাইদের নিয়ে কথা বলতে চাই।

পূর্ব তুর্কিস্তান, ইসলামের ভুলে যাওয়া এক অঞ্চল। যেখানকার ভাইরা, আমাদের মুসলিম পরিবারের সদস্যগণ প্রতিনিয়ত নাস্তিক চীনের দমন-পীড়নের স্বীকার হচ্ছে। তাঁদেরকে হত্যা, নির্যাতন, ও গ্রেফতার করা হচ্ছে; তাঁদের আকীদাকে পরিবর্তন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে; তাঁদের মাঝে অশ্লীলতা ও মাদকের সয়লাব ঘটানো হচ্ছে; দ্বীনের শিআরসমূহ আদায় করতে দেয়া হচ্ছে না; মহিলাদের পেটের সন্তানকে মেরে ফেলা হচ্ছে; মুসলমানদের সম্পদ ভোগ-দখল করা হচ্ছে, সেগুলো চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; তাঁদের ভূমিকে পারমানবিক বোমার পরীক্ষণের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, পারমানবিক বর্জ্য ফেলছে;

মুসলিম নারীর হিজাব কেড়ে নেয়া হচ্ছে; এবং লক্ষ লক্ষ চীনা নাস্তিক দ্বারা তাঁদের দেশ ভরে ফেলা হচ্ছে। নাস্তিকদের এসকল নির্যাতন, চীনাদের এসকল অত্যাচারের মুখে দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী এসকল মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত এসকল ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ড চলছে।

কিন্তু এতোসব জুলুম অত্যাচারের পরেও পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিম ভাইয়েরা নতি স্বীকার করেননি, বরং তাঁরা চল্লিশেরও কিছু বেশি সংখ্যক আন্দোলন করেছেন। ক্রমান্বয়ে তাঁদের এ আন্দোলন দখলদার নাস্তিক চীনাদের বিরুদ্ধে জিহাদে রূপ নিয়েছে।

পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনাদের সামনে একটি দীর্ঘ লড়াই। আল্লাহর কাছে দু'আ তিনি যেন আপনাদেরকে সাহায্য করেন, এবং আপনাদেরকে তাওফীক দান করেন।

আপনাদের সামনে দখলদার চীনাদের বিরুদ্ধে একটি কঠিন যুদ্ধ, যারা আপনাদের ভূমিকে লক্ষ লক্ষ চীনা দ্বারা দখল করে রেখেছে। তাই আপনাদের সামনে তুর্কিস্তানের মুসলিম উম্মাহকে

উৎসাহ দান, একত্রিতকরণ, জাগানোর লড়াই, এবং তাঁদেরকে প্রস্তুতকরণের লড়াই।

আপনাদের সামনে তুর্কিস্তানের মুসলিমদেরকে শরীয়তের আহকাম, ইসলামের আদাবের দিকে আহ্বান করার লড়াই; নাস্তিকতার সর্বনাশ থেকে উম্মাহকে বাঁচানোর লড়াই যা নাস্তিক চীনারা বিস্তার করছে।

আপনাদের লড়াই হলো যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লড়াই; তাঁদেরকে ইলম অন্বেষণের, আকীদার পাঠ পড়ানোর, শরীয়তের বিধিবিধান শেখানোর লড়াই, যেন আপনাদের মাঝ থেকে বের হয়ে আসে সত্য পথের দাঈ যারা উম্মাহকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনবেন।

আপনাদের লড়াই হলো প্রত্যেক জিহাদের ময়দানের মুজাহিদ ভাইদের সাথে জিহাদ ও কিতাল করার লড়াই। তাই যখন কোন মুসলিমের উপর তাঁর দেশে থাকা কষ্টকর হয়ে যায়, তখন তাঁর উপর ওয়াজিব হলো দ্বীনের প্রতিষ্ঠাকল্পে দ্বীনের সাহায্যার্থে যেখানে সম্ভব হয় হিজরত করা। আর আমরা হলাম একটি জাতি যার সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

“এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে প্রাচীরের ন্যায়। তার একটি অপরটির সাথে জোড়া লেগে থাকে।”

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

“ভালোবাসা, দয়া করা, দান করার ক্ষেত্রে মুমিনরা এক দেহের ন্যায়। যখন তাঁর কোন এক অঙ্গে ব্যাথা অনুভব হয়, তো সারা শরীরে জ্বর এসে যায় ও সমস্ত রাত জাগরণ করতে থাকে।”

মুসলমানদের দেশ একটি দেশ। যদি কেউ তাঁর এলাকাতে জিহাদ ও ইদাদ করতে না পারে, তাহলে সে যেন হিজরত করে। কেননা হিজরত রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) সুন্নাত, তাঁদের অনুসারীদের সুন্নাত। আল্লাহ তা’আলা কোরআনে হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কথা স্মরণ করে বলেন,

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ [الشعراء-٢١]

“অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন।”(সূরা শু’আরাঃ ২১)

আল্লাহ সুবহানাহু ও তা’আলা আরো বলেন,

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [النحل : ٤١-٤٢]

“যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাঁদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দিবো এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তাঁরা জানতো।”(সূরা শু’আরাঃ ৪১-৪২)

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী (রহিমাহুমাল্লাহ) ফিলিস্তিনে জিহাদ করেছিলেন। তারপর যখন সেখানে থাকা তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়, তাঁরা নিজেদের দেশে থেকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম হলেন না, তাঁরা পাকিস্তানে হিজরত করলেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা আফগানিস্তানে হিজরত করলেন, যেন আফগানের মুজাহিদদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এরপর শায়খ আবু মুসআব (রহিমাহুল্লাহ) ইরান যান এবং সেখান থেকে ইরাকে হিজরত করেন। আর শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) পাকিস্তানে হিজরত করার পর সুদানে হিজরত করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। অতঃপর সেখানে বিশ্বব্যাপী এমন একটি ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করলেন

যা বিশ্ব কুফফারদেরকে দূর্বল করে দেয়। তারপর তিনি বিশ্বব্যাপী ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে একটি বৈশ্বিক ইসলামী দল গঠন করেন। এরপর তিনি আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর (রহিমাহুল্লাহ)-কে বাইয়াত প্রদান করেন, যেন মুসলমানরা একত্রিত হয়। তাঁকে উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) বাইয়াত দেয়া মানে তাঁকে শায়খ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী, শায়খ আবু হামযা আল-মুহাজির, শায়খ আবু ওমর আল-বাগদাদী (রহিমাহুমাল্লাহ) বায়াত দেন। তাঁকে মাগরেবে ইসলামীর মুজাহিদগণ, এবং জাযিরাতুল আরবের মুজাহিদগণও বাইয়াত প্রদান করেন। তাঁর শাহাদাতের পর আল-কায়েদার সোমালিয়া শাখা ও ভারত উপমহাদেশের ভাইরা তাঁকে বাইয়াত দেন। আর এসকল কিছুই হিজরত ও একতার বরকতে হয়েছে।

এমনিভাবে শায়খ আবু মুহাম্মদ আত-তুরকিস্তানী (রহিমাহুল্লাহ) ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তিনি ইমারাহকে বাইয়াত দেন এবং তাঁর সাথে সাথে আপনাদের অনেক পূণ্যময় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও বাইয়াত প্রদান করেন।

মোট কথা, শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম, শায়খ উসামা বিন লাদেন, শায়খ আবু মুসআব আস-সুরী, শায়খ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী, এবং শায়খ আবু মুহাম্মদ আত-তুরকিস্তানী (রহিমাহুমাল্লাহ) প্রমুখ জিহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ ইসলামের সাহায্যার্থে হিজরত করেন যখন তাঁদের দেশ তাঁদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে এলো। তাঁরা যেন আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উদাহরণ স্বরূপ; তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء: ١٠٠]

"যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাঁর সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা নিসাঃ ১০০)

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, ইহুদীরা ফিলিস্তিন দখল করার প্রস্তুতি স্বরূপ খ্রিস্টান জোটের সাথে থেকে দুটি বিশ্বযুদ্ধে

অংশগ্রহণ করে ইউরোপে, লিবিয়ায়, মিসরে, ও শামে। এখন আপনারা নিজেরা দেখছেন রিবাত ও জিহাদের ভূমি শামে কীভাবে কুফর সংঘ একত্রিত হয়েছে। সাফাভী শিয়ারা তাদের সাহায্যকারী ইতরদের আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, ও লেবানন থেকে একত্রিত করেছে। পশ্চিম ও পূর্বের খ্রিস্টানরা তাদের নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, ও জাতিয়তাবাদী বন্ধুদের নিয়ে মুসলমানদের মারতে এসেছে। তারা এ বিষয়ে একমত যে, তারা রিবাত ও জিহাদের ভূমি শামকে জিহাদী মুসলিম দেশ হিসেবে গড়তে দেবে না।

আফগানের পাহাড়-পর্বতও পূর্ব তুর্কিস্তানের আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মুজাহিদদেরকে চেনে। তাঁরা ইমারাতে ইসলামিয়াকে রক্ষা করার জন্যে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন যাদেরকে রাশিয়া, ইরান, আমেরিকা, ও ইউরোপ সমর্থন দিয়েছিলো। আর যখন আমেরিকা ও তার জোট, এবং তাদের চাটুকাররা শেষ ক্রুসেড হামলা করেছিলো, পূর্ব তুর্কিস্তানের মুজাহিদ ভাইরা তোরাবোরাতে তখন জিহাদ করেছিলেন। তারপর ওয়াযিরিস্তান, ও আফগানিস্তানের আনাচে কানাচে তাগুতের মোকাবেলা করেছেন।

বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান সরকার এবং আমেরিকান খ্রিস্টান জোটের অনবরত হামলা সত্ত্বেও তাঁদের জিহাদ থেমে যায়নি। যখন রিবাত ও জিহাদের ভূমি শামে জিহাদ প্রতিষ্ঠা পেলো, তখন পূর্ব তুর্কিস্তানের মুজাহিদ ভাইরা সেখানে শামের ভাইদের সহায্য করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন।

সুতরাং শামের (সিরিয়ার) বরকতময় ভূমিতে তাঁদের জিহাদ এটাই প্রমাণ করে যে, আরব বসন্ত, যা সাম্যবাদীরা এবং ইসলামী কর্মকান্ডের দাবীদার কিছু দল ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে অধপতিত হয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া তারা আরব বসন্তকে ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবরচিত সংবিধান, মানুষের প্রবৃত্তির কাছে বিচার চাওয়া, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র চেতনা এবং দেশীয় লীগ প্রভৃতির বৃত্তে নিমজ্জিত করে রেখেছে। আল্লাহর হুকুমে অচিরেই এই ব্যর্থ, নষ্ট আরব বসন্তের গতিপথ সংশোধিত হয়ে ইসলামী বসন্তের রূপ ধারণ করবে। যা শরীয়তের শাসনে, মুমিনদের ভ্রাতৃত্বে ও ইসলামী ভূখন্ডসমূহের ঐক্যে বিশ্বাসী হবে। তদ্রুপ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও দাওয়াতের মাধ্যমে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাবে। যাতে করে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর

জন্যই হয়ে যায়।

শামে আপনাদের পরবর্তী সাহায্য আল্লাহর ইচ্ছায় মিসর ও তিউনিসিয়ার মজলুমদের জন্য একথা সাব্যস্ত করবে যে, উম্মাহর বিজয়ের জন্যে দাওয়াত ও জিহাদের পথই সঠিক। এটি আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামী বসন্তের বিজয়ের সুসংবাদ।

পূর্ব তুর্কিস্তানের মুজাহিদ ভাইরা! আপনারা ক্রুসেডারদের হামলার আগে ও পরে আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়ার পক্ষে জিহাদ করেছেন, এবং শত্রুদেরকে প্রতিহত করেছেন। এরপর ওয়াযিরিস্তানে জিহাদ করেছেন, আর তারপর রিবাতের ভূমি শামে, যা মুমিনদের জন্যে উত্তম স্থান। জিহাদ করার মাধ্যমে আপনারা একথা সাব্যস্ত করেছেন যে, আমরা এক জাতি, এবং আমাদের মাঝে কোন জাতিগত, বংশগত ভেদাভেদ নেই, নেই কোন সীমানা। আপনারা এ কথার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যে, মুজাহিদদেরকে ক্রুসেডার, সাফাভী, নুসাইরি ও ধর্মনিরপেক্ষতার মত নিকৃষ্ট মতবাদীদের হামলার বিপরীতে এক হতে হবে যারা রাফেদী, খ্রিস্টান, নুসাইরি, রাশিয়ানদের জোটের মাধ্যমে ইসলাম ও জিহাদকে সমূলে উৎপাটন করতে চায়।

এ মারাত্মক হামলা আমাদের সকলের কাছে এ দাবী রাখে যে,

কুসংস্কার ও নির্বুদ্ধিতার বিভক্তি পরিত্যাগ করে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবো। আমাদের উপর আবশ্যক হলো, বিভক্তির ডাক, মিথ্যা দাবী, ভ্রান্ত ধারনা, অন্তঃসারশূন্য উপাধীসমূহ যা বাস্তবসম্মত নয় এবং শরয়ী ভিত্তিতেও নয়। বরং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের বিপরীত এবং জোর-জবরদস্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যা সঠিক মত-পথের বিপরীতে হাজ্জাজের পন্থার সাথে মিলে যায়। এসবের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠন করা।

যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করলো তার ধারালো ছুরি দ্বারা, বিদীর্ণকারী বুলেট দ্বারা, বিপথগামী অভিযোগ দ্বারা, বা বিচ্ছিন্নকারী বিভিন্ন ভাবাদর্শ দ্বারা, সে অনেক বড় অপরাধ করলো। সে শুধু খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে পিছনে নিক্ষেপ করেনি, শুধু হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মতের অনুসরণ করেনি, বরং সে এমন কিছু অনুসরণ করেছে যা থেকে আমাদের নেতা উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাবধান করেছিলেনঃ

لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن – إن شاء الله–إني يغصبوهم أمورهم

“ইনশাআল্লাহ, আমি আজ রাতে মানুষের সামনে দাঁড়াবো এবং

তাঁদেরকে ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে সর্তক করবো যারা অন্যের অধিকার হরণ করে, এবং তাঁকে বঞ্চিত করে (বিষয়টি ছিল খিলাফাহর ব্যাপারে)।"

কিন্তু বাতিল আরও চায় মুজাহিদদের কাতারকে বিক্ষিপ্ত করতে। অথচ এ সময়ে তাঁদের একীভূত হওয়া আমাদের জন্যে অধিক প্রয়োজন। তারা প্রত্যেকে তাদের উদ্দেশ্য ও আশা বাস্তবায়নের জন্যে তাকফির করা, গালি দেয়া, পবিত্র রক্তকে প্রবাহিত করা, নিষ্পাপ মহিলাদেরকে যিনার অপবাদ দেয়া, মর্যাদাবান লোকদেরকে গোয়েন্দা বলে অপমান করা, পরামর্শ থেকে পালানো, শরীয়তী বিচারপন্থা থেকে পালানোর পথ ছাড়া ভিন্ন পথ পেলো না। তাদের এ কাজ শত্রুদেরকে অমূল্য খেদমত পেশ করেছে!

শরীয়তের সাথে প্রতারণার নিন্দায় ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"আমাদের শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) [এখানে ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) উদ্দেশ্য] বলেন, এ বিষয়ের সামঞ্জস্যশীল অপর একটি হাদিস এসেছে যা এক রেওয়াতে মারফু ও এক রেওয়াতে মাওকুফ। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, **"এমন**

এক সময় আসবে যখন মানুষ পাঁচটি জিনিস দিয়ে পাঁচটি জিনিসকে হালাল করবে:

তারা মদের নাম পালটিয়ে একে হালাল করবে, অবৈধ সম্পদকে হাদিয়া বলবে, মানুষ হত্যা করাকে ইরহাব বলবে, যিনাকে বিবাহ বলবে, এবং সুদকে ক্রয়-বিক্রয় বলবে।"

এমনকি শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) এভাবেও বলেছেন,

"অত্যাচারীরা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ব্যবহার করে আইন করে রাষ্ট্রীয় পবিত্রতার নামে সন্ত্রাস নাম দিয়ে মানুষ হত্যা বৈধ মনে করবে সেটা সুস্পষ্ট।

জুলুম করে অজ্ঞতাপ্রসূত তাকফির করার ব্যাপারে **ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,**

"যদি আপনি এমন কোন ব্যক্তির উপর বিজয় লাভ করেন যে ইলমের অধিকারী, যে মুহকাম দলীল খোঁজে সত্যের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্যে, সে যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক, যার সাথেই থাকুক একাকিত্ব চলে যায় ও তাঁর সাথে হৃদ্যতা হয়ে যায়, যদিও সে আপনার বিরোধীতা করে। কেননা সে আপনার বিরোধীতা করে ও আপনার কাছে ওযর পেশ করে। আর

গণ্ডমূর্খরা কোন প্রকার প্রমাণ ব্যতীতই আপনার বিরোধীতা করবে, আপনাকে তাকফির করবে, এবং বিদ'আতী বলবে। আর আপনার অপরাধ আপনি তার অনুসৃত খারাপ পথ থেকে ও তার মত মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকতে চান। এরকম শত ঘটনাও যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। কেননা...পরস্পর বন্ধনযুক্ত এসব লোকেরা আহলে ইলমের কোন একজন মানুষের সমান নয়, আর আহলে ইলমের একজন মানুষ পুরো পৃথিবীর মানুষের সমান।"

যে সৎচরিত্রবান হয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন, সবার থেকে দূরেই থাকুক না কেন, সে জানবে যে, আল্লাহর সাহায্যে মুজাহিদ ভাইরা উম্মতে মুসলিমার এসকল সন্তানরা উম্মতের ইতিহাসকে আবার লিখছে। আর তাঁদের প্রথম সারিতে হলো আপনাদের ভাই তুর্কিস্তানের মুজাহিদরা যারা তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, ও শামে ইসলাম ও মুসলমানদের হয়ে লড়াই করছে। সুতরাং তাঁদেরকে সাহায্য করা, তাঁদেরকে শক্তিশালী করা, এবং তাঁদেরকে সমর্থন করা আমাদের উপর আবশ্যক। আর প্রত্যেক মুজাহিদ, মুসলিম ও মজলুমকে সমর্থন করা ও সাহায্য করাও আমাদের উপর আবশ্যক।

وصلى الله على سيدنا محمد ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآله وصحبه وسلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ১০] প্রথম খন্ড

পূর্ব আফ্রিকাঃ দক্ষিণে ইসলামের সুরক্ষিত সীমান্তশহর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه.

বিশ্বের সমগ্র মুসলিম ভাইয়েরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

হামদ ও সালাতের পর:

এটি ইসলামী বসন্তের ধারাবাহিক পর্বসমূহের দশম পর্ব, যা আমি নবুয়্যতের আদলে খিলাফতব্যবস্থা ফিরে আসার সুসংবাদ দান এবং অবিচার, দুর্নীতি দূরীভূত করার জন্য শুরু করেছিলাম। এই পর্বে আমি আমার সম্মানিত ভাইদের সাথে

মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে আলোকপাত করতে চাই। যেন তাদেরকে এই সুসংবাদ দিতে পারি যে, প্রকৃত বসন্ত হলো ইসলামী বসন্ত। যা নিঃসন্দেহে অচিরেই বিজয়ীরূপে আসছে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পাঁচটি পর্বে আমি ইরাক ও শামে ক্রুসেডারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ওয়াজিরিস্তানের বিপরীতে আমেরিকান পাকিস্তানিদের অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের আবশ্যকীয় করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

এমনিভাবে তথাকথিত খেলাফত সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি, যা ইবরাহীম আল-বদরী ও তার সঙ্গীরা দাবি করেছে। অনুরূপভাবে আমি মুজাহিদীনের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করেছি। তাছাড়া আমি এ ব্যাপারে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং জিহাদের কাতারে বিচ্ছিন্নতার বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

এমনিভাবে ষষ্ঠ পর্বে ইরানী সাফাবীদের বিপদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

সপ্তম পর্বে ইয়েমেনে চলমান বিপদের ভয়াবহতা নিয়ে

আলোকপাত করেছি।

আর অষ্টম পর্বে পূর্ব এশিয়ার ইসলামের সীমান্তবর্তী এলাকার মুসলমানদের নিয়ে আলোকপাত করেছি।

তারপর নবম পর্বে পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানদের ব্যাপারে আলোকপাত করেছি। বর্তমান দশম পর্বে পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানদের নিয়ে আলোকপাত করার ইচ্ছা করেছি।

এই পর্বের আলোচনা শুরু করার আগে পূর্ব আফ্রিকার দৃঢ় ইসলামী সীমান্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সর্বাগ্রে উল্লেখ করাটা উপকারী হবে বলে মনে করছি। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের সময় থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইসলামের সাথে জুড়ে আছে। সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) প্রথম প্রজন্মের একটি গ্রুপ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তাঁদের হাতেই আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েছিলেন।

আরববাসী ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার পরে তাদের একটি ব্যবসায়িক কাফেলা পূর্ব আফ্রিকায় গমন করেন। অতঃপর ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মানুষেরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু মানুষেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই মহান দ্বীনের হেদায়াত লাভ করাটা পূর্ব আফ্রিকার ক্রুসেডারদেরকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল, কারণ তারা আবিসিনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করত। আমি এমনটাই বুঝতে পেরেছি, যেমনটা উত্তর আফ্রিকার খৃষ্টানরা বুঝতে পেরেছিল। তা হলো যদি জনগণকে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে মুসলমানদের দাওয়াত তাদের মাঝে জয়লাভ করবে। সুতরাং আবিসিনিয়ার খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করে দিল, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। এমনিভাবে মিসরের প্রধান গির্জার অবস্থাও অনুরূপ, যা দীর্ঘ সময়কাল ধরে মুসলমানদের বিরোধিতা করে যাচ্ছে এবং প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী ত্বাগুত সরকার মুসলমানদের উপর হামলার পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে।

এই শত্রুতার বহির্প্রকাশ ঘটে মাসু'ও শহরে আহবাশের আক্রমণ

এবং সেখানে মুসলমানদের হত্যা করা ও তাদের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে। তারপর আহবাশ ৮৩ হিজরী সালে জেদ্দা শহরে আক্রমণ করার জন্য জলদস্যুদের একটি দলকে উৎসাহিত করে। ফলে তারা হত্যা, লুটতরাজ ও বোঝাইকৃত জাহাজগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। যাতে করে রোমানদের সাথে উত্তর ফ্রন্টের চাপ হালকা করতে পারে। কিন্তু খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি একটি অভিযান পরিচালনা করেন, যার মাধ্যমে 'দাহলাক' দ্বীপপুঞ্জের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি সেখানে একটি ঘাঁটি নির্মাণ করেন, যাতে করে আহবাশের তৎপরতার উপর নজরদারী করতে পারেন এবং আফ্রিকানদের উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারেন। ফলে নিরাপত্তা ও দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়। কারণ, তা স্বভাবধর্ম। অন্যদিকে আবিসিনিয়ার গির্জা পিছনে পড়ে যায়। মুসলমানরা হিজরী প্রথম শতাব্দিতে 'হাররা' শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা ১৩৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৬ সালে আবিসিনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় মেনেলিকের সৈন্যরা আক্রমণ করার আগ পর্যন্ত স্বাধীন

ছিল।

পূর্ব আফ্রিকার উপকূল আবিসিনিয়া থেকে চুক্তিগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং পূর্ব আফ্রিকান মুসলিমরা আবিসিনিয়ার মুসলিম অংশ সহ পরবর্তী খেলাফত রাজ্যের বাদশাহর অধীন হয়ে যায়।

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম, বিশেষত আবিসিনিয়ার চার্চের মাঝে শতাব্দীকাল যাবৎ তিক্ত দ্বন্দ্ব হয়েছে। তথাপি ইসলামের প্রচার-প্রসার অব্যাহত থাকে। এমনকি পূর্ব আফ্রিকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয়ে যায়। অপরদিকে আবিসিনিয়ার অধিকাংশ জনগণও ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। উপরন্তু বর্তমানে আবিসিনিয়ার ৬০% জনগণই হলো মুসলমান অধিবাসী।

ইসলামী দেশসমূহের দুর্বলতার কারণে ইউরোপীয়রা পূর্ব আফ্রিকা দখল করতে শুরু করে। তারপর পর্তুগিজরা আসলো, অতঃপর আবার তারা চলে গেল। তারপর আবিসিনিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাথে জোট গঠন করল।

এতকিছু হওয়ার পরেও মুসলিমরা আত্মসমর্পণ করেনি, বরং আরো দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করেছে। একাধিক সংগ্রামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে 'আদলা' সাম্রাজ্যের সংগ্রাম অন্যতম, যা ৯২৩ হিজরী সালে মিসরের অটোমানদের প্রবেশের ক্ষেত্রে তার পিছনের দিককে শক্তিশালী করে। ফলে লোহিত সাগরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং সেখানে একটি নৌ বহর স্থাপন করে ও তার ঘাঁটি জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে তা মুসলমানদের সংকল্পকে আরো দৃঢ় করে। তারা খৃষ্টান আহবাশের উপর আক্রমণ করে এবং এতে করে আদলা সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তার সাথে সোমালিয়া ও আবিসিনিয়ার অংশগুলিও যোগদান করে এবং তার অঞ্চলের অনেক অধিবাসী মুসলমান হয়। ফলে সাধারণভাবে ইউরোপের অর্থোডক্স চার্চ ও বিশেষভাবে পর্তুগাল সাহায্য প্রার্থনা করে। পাশাপাশি ৯৪২ হিজরী সালে ইউরোপীয় অর্থোডক্স চার্চকে তার মতবাদ বজায় রাখাসহ ক্যাথলিক চার্চের অংশ হতে আবেদন করে। অতঃপর পর্তুগিজ সৈন্যবাহিনী আসলো এবং ৯৪৯ হিজরী সালে মাসূ'উতে অবতরণ করে। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ৯৪৫ থেকে ৯৪৭

হিজরী সালের মাঝামাঝিতে আবিসিনিয়া কেন্দ্রের মাঝে আদলার সুলতান ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম তাজর প্রদেশ খুলতে সক্ষম হন। অতঃপর ৯৫০ হিজরী সালে আবিসিনিয়ায় একটি পর্তুগিজ বাহিনী আসে। এরপর পর্তুগিজ বাহিনী ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিমের বাহিনীর মাঝে আবিসিনিয়ার কেন্দ্রে তানা লেকের কাছাকাছি প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম মারা যান ও তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়।

তারপর আধুনিক ক্রুসেডাররা আক্রমণ আরম্ভ করে। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ্য তার সাথে সহযোগিতা করে।

১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৩৮২ ইংরেজি সালে ব্রিটিশরা মিশরের উপর জবরদখল প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব আফ্রিকায় অটোমান সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে মিশরের সম্রাটের অঞ্চলগুলি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তার কেন্দ্র ছিল হারারেতে। তিনটি জেলা তার অনুসরণ করত। তা হলো তাজৌরা, যাইলা' ও বারবারা। আর ব্রিটেন পূর্ব আফ্রিকার জায়গাগুলি রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে খালি করে দিতে মিশরীয় বাহিনীকে আদেশ দেয়, যাতে করে তারা আহবাশের খ্রিস্টানদের সাথে পূর্ব আফ্রিকার

বিভাজনের ক্ষেত্রে দখলকৃত পশ্চিম এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়।

মিশরের তখনকার শাসক ছিলেন তৌফিক আল-খেদভী। তিনি শুধুমাত্র ইংরেজদের এজেন্ট ছিলেন। মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বড় শাইখ তাঁকে পরিচালনা করেন। তাঁরা হলেন শাইখ মুহাম্মাদ আলীশ, শাইখ হাসান আল-আদাবী এবং শাইখ আল-খালফাভী। দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে ও দেশীয় সৈনিকদের পক্ষপাতিত্ব করে তারা এমন করেছেন।

আর তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর্মেনিয়-খ্রিস্টান নূর পাশা। সে হাররা ও সোমালিয়া বন্দর খালি করার আদেশ জারি করে। তবে হাররার গভর্নর তাকে বলেছিলেন যে, খালি করা খুব কঠিন হবে। কারণ মিশরীয় সৈন্য এবং কর্মচারীরা এই অঞ্চলের জনগণের সাথে একত্রিত হয়, বিশেষ করে বিবাহের মাধ্যমে। তাই খালি করার পরে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। ফলে তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং তার স্থানে অন্য একজন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি তাকে ইংরেজ অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হান্টারের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেওয়া হয়। তাকে

কর্মচারী বা কর্মকর্তার ছাঁটাই প্রক্রিয়ায় বিলম্বিত অফিসারদের বেতন স্থগিত করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে মিশরীয় সৈন্যরা হাররাকে খালি করে দিতে অস্বীকার করে এবং তারা বিদেশী আক্রমণকারীদের মুখোমুখি হতে অধিবাসীদের সাথে মিলে একটি জোট গঠন করে। এমনিভাবে নূরপাশা যাইলা'র গভর্নরকে এটি খালি করার নির্দেশ প্রদান করে।

এই সমস্ত ঘটনা মন্দ যুগের সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়। এটি মুসলমানদের ভূমি দখল করতে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ও ক্রুসেডার শত্রুকে সহায়তার জন্য মুরতাদদের এজেন্ট পুতুল সরকারগুলি কর্তৃক করা হয়। তাছাড়া সেই যুগ থেকে অদ্যাবধি পূর্ব আফ্রিকা ও সমগ্র ইসলামী ভূখন্ডে মুরতাদদের এজেন্ট সরকারগুলি অবলীলায় এসব করে যাচ্ছে।

এই ঘটনাই একথা প্রমান করে যে, মিসর ও পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানেরা ক্রুসেডার শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদেরেকে এক উম্মাহ-জাতি বিবেচনা করতেন। তাঁরা প্রতীকী উসমানীয় খিলাফাতের বিদ্যমান দূর্নীতি সত্ত্বেও তাদের

প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

এই ঘটনা ও অনুরূপ অন্যান্য ঘটনাবলী আরবী মাদরাসাগুলির ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমনিভাবে আনওয়ালের যুদ্ধ, ককেশাস বা পূর্ব তুর্কিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে তাতে কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ সমস্ত ঘটনা আমাদেরকে আহ্বান করছে যে, আসুন! আমরা অল্পসময় নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করি যে, পূর্ব তুর্কিস্তানের ও মধ্য এশিয়ার আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত কাফিরদের জবরদখল ও ককেসাশ থেকে মধ্য আফ্রিকার জবরদখলের বিষয়গুলি কী কারণে আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল?

আমাদের কাফির শত্রুরা মৌলিক দুটি কারণে আমাদেরকে পরাজিত করেছে। যথা:

এক: আমাদের উপর তাদের অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব থাকা।

দুই: রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যা মুসলমানদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমাদের উপর তাদের অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব থাকার ব্যাপারে কথা হলো: তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে আমাদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে এবং তাতে আমাদেরকে পিছনে ফেলে গেছে। কারণ, মুসলমানরা কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত তাদের বোধশক্তিকে তর্কশাস্ত্রের কুটিল প্রশ্নের জালে ও বিকৃত সুফিবাদের রহস্যের সন্ধানে ব্যয় করেছে। ফলে তারা তাদের প্রতি নির্দেশিত দ্বীনের বিধান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজীব নিয়ে এবং স্থল স্থাপত্য বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করা থেকে বিরত থেকেছে। অন্যদিকে তাদেরকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, এমন নিষিদ্ধ বিতর্ক ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছিল।

এর জন্য শুধু আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানীর ত্বাকাতুল আউলিয়া নামক কিতাবটির উপর একবার দৃষ্টি বুলানোই যথেষ্ট হবে। তাতে আপনি দেখতে পাবেন যে, বিকৃত সুফিবাদ মুসলমানদের বোধশক্তি, মন-মানসিকতাকে কী পরিমাণ অধঃপতিত করেছিল। অথচ তিনি তাঁর যুগের বড় বড় উলামায়ে কেরামের মাঝে অন্যতম একজন ব্যক্তি ছিলেন!!!

সুতরাং এই কিতাব ও এ জাতীয় অন্যান্য কিতাবে শা'রানী

সুস্পষ্টভাবেই পাপাচারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, স্বেচ্ছাচারী বরং সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশকারীদের একটি গ্রুপের বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মুরীদদের আহ্বান করেছেন। এমনিভাবে তিনি মুরীদদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা শাইখকে দ্বীন, বোধশক্তি বা শিষ্টাচারবিরোধী কিছু করতে দেখলে প্রতিবাদ না করে। তাছাড়া তাতে এমন কিছু কিচ্ছা-কাহিনী চালিয়ে দিয়েছেন, যা উল্লেখ করতে কলম ও জবান দুটোই বিরক্তি অনুভব করে।

বিশেষ করে আবদুল্লাহ মাজযুব সম্পর্কে কিছু দুঃখজনক তামাশার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে সেখানে পারদর্শী আলেম ও অধিক কাশফ হয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ সে হাশীশ নামক মাদকদ্রব্যের পাত্র তৈরি ও বিক্রয় করত। এটাকে তার কারামাতের মধ্যে গণ্য করত যে, যে ব্যক্তি তার থেকে হাশীশ (মাদকদ্রব্য) ক্রয় করবে, সে তা (হাশীশ) থেকে তাওবা করবে এবং পুনরায় তার দিকে ফিরে যাবে না। **(শাযারাতুয যাহাব, খণ্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-২২১, আল-কাওয়াকিবুস সা'য়িরাহ, খণ্ড নং-১ পৃষ্ঠা নং-২৮৭)**

এখানে হাশীশের ব্যবসা করাকে আওলিয়ায়ে কেরামের কাজ

বলে গণ্য করা হয়েছে! অথচ এখানে উল্লেখ করা হলো না যে, কী কারণে ক্রয়-বিক্রয় করার আগে ক্রেতা ও বিক্রেতা তাওবা করল না?! আল্লাহর কোনো ওলীর জন্য কি হারাম মাল গ্রহণ করা জরুরী??!! তাওবাকারী ব্যক্তি প্রথমে হাশীশ পান করে মাতাল হবে, যাতে করে তার তাওবার রোকন পূরণ হয়???!!!

উম্মাহর বিজয়ের একটি শর্ত হলো হাশীশ ব্যবসা থেকে পবিত্র থাকা। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন:

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

অনুবাদ: "যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মতো হবে না।" (সূরা মুহাম্মাদ-৩৮)

তিনি (শা'রানী) তাদের (পীরদের) পাপাচারিতার ব্যাপারে নিন্দা করতে ও তাদের অসম্মান করতে নিষেধ করছেন। যারা তাদের সম্মানহানী করবে তাদের ঘৃণা করেছেন। অথচ তাদেরকেই জ্ঞানী বলে দেওয়া হলো?! **(শাযারাতুয যাহাব, খণ্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩৭৩)**

এমনভাবেই দুটি বিচ্যুতির সংমিশ্রণ ঘটে। তা হলো তর্কশাস্ত্রের সম্মান ও বিকৃত সূফিবাদের কল্পকাহিনী।

এই দুটি বিচ্যুতিই মুসলমানদের বোধশক্তিকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজীব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত রেখেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেন:

قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ

অনুবাদ: "হে নবী! আপনি বলুন: 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কীভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি।" (সূরা 'আনকাবূত, আয়াত নং-২০)

:তিনি আরো ইরশাদ করেন

أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ.

অনুবাদ: "তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে?" (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৮৫)

তর্কশাস্ত্র হলো গ্রীক দর্শনের নীতিমালার উপর নির্ভরশীল, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান ভেঙে চূর্ণ করে দিয়েছে। এটি উলামায়ে কেরামের বোধশক্তিকে কুটিল প্রশ্নের জালে ক্লান্ত করে দিয়েছে, যা বুলেট ছুড়তে পারে না, কামান দাগাতে পারে না এবং জাহাজে ভ্রমণ করতে পারে না! অপরদিকে বিকৃত সূফীবাদ তাদেরকে দুনিয়াতে থেকে অদৃশ্য করে দিয়েছে, তাদেরকে অন্যায়-অশ্লীল কাজের বাধা প্রদান করতে নিষেধ করে দিয়েছে এবং পাপাচারীদের ও স্বেচ্ছাচারীদের, এমনকি সুস্পষ্ট কুফরী প্রকাশকারীদের বন্ধুত্বকে তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছে। তাদের থেকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মর্যাদা, শরীয়তের শাসনব্যবস্থার মর্যাদা, মু'মিনদের প্রতি ভালোবাসা ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কহীনতার মর্যাদা উঠে গেছে....!!!

এ কারণেই যে ব্যক্তি বিকৃত সুফিবাদের সাথে জড়িত, তার জন্য শরীয়তের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে ফাসিক, মুরতাদ শাসকের শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে নেয়া সহজ হয়ে গেছে। বহুবার মাশায়েখরা তার (শাসকের) প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, এমনকি অনেকসময় তাকে আল্লাহর ওলী বলে গণ্য করে করেছেন।

উদাহারণস্বরূপ সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল-হাযরামী সম্পর্কে শা'রানী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জুমু'আর খুৎবা দানের সময় বললেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের জন্য ইবলীস (আ:) ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ-প্রভু নেই।"

(ত্বাবাকাতুশ শা'রানী, খণ্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-৯৪ তাফসীরুল মানার থেকে বর্ণনাকৃত, তাফসীরুল মানার, খণ্ড নং-১১, পৃষ্টা নং-৩৪৭-৩৪৮)

এমনিভাবে মুসলমানদের ভূমিগুলি জোরজবরদস্তি করে দখল করে নেওয়ার ক্ষেত্রে যারা কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে,তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াটা সূফীদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। অনেকবার মাশায়েখরা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। পাশাপাশি তারা ইসলামী ভূমির উপর আক্রমণকারী কাফিরদের বিপরীতে সশস্ত্র জিহাদ ছেড়ে দেওয়াকে মেনে নিয়েছে। কারণ, মাশায়েখরা ও ভণ্ড ওলীরা এ ব্যাপারে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তারা মানুষের চাহিদা পুরা করবে বরং তাদের কুকুরগুলি তাদের চাহিদা পূরণ করবে। যেমনটি শা'রানী ও অন্যান্যরা আবুল খাইর আল-কুলিবাতি

থেকে বর্ণনা করেছেন। **(আল-কাওয়াকিবুস সা'য়িরাহ, খণ্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৭১, শাযারাতুয যাহাব, খণ্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৪১)**

আর এ কারণেই আমেরিকানরা ঘোষণা দিচ্ছে যে, ভ্রান্ত সুফীদের গ্রুপকে সমর্থন করা উচিত। র‍্যান্ড ইনস্টিটিউটও এর উপর জোর দিয়েছে। **"মডারেট ইসলামী নেটওয়ার্ক বিনির্মাণ"** নামক বইয়ে এসেছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমের সম্ভাব্য অংশীদাররা তিনটি গ্রুপের বিভক্ত। যথা:

ক) ধর্মনিরপেক্ষ, খ) উদার মুসলিম, এবং গ) মডারেট ঐতিহ্যবাদীরা, যাদের মধ্যে সুফিবাদীরাও রয়েছেন।

"সিভিল ডেমোক্র্যাটিক ইসলাম" নামক বইয়ে তাদেরকে আধুনিকতাবাদীদের মাঝে গণ্য করা হয়েছে। তাদেরকে সমর্থন করা ও তাদের অবস্থা আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলা হয়েছে।

এর মাধ্যমে আমেরিকানদের, পশ্চিমাদের ও ইথিওপিয়ানদের সোমালিয়ায় সূফিবাদী গ্রুপদেরকে সমর্থনের বাস্তবতা আরো সুচারুপে স্পষ্ট হয়। যারা ক্রুসেডার জোটের সারিতে থেকে

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

পাশাপাশি মার্কিন শাসনের অধীনস্থ মিশরীয় ইহুদীবাদী সিসির দারুল ইফতা সোমালিয়ায় হরকাতু শাবাবিল মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে সূফিবাদের আন্দোলনকে সমর্থনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

যে সময়ে মুসলমান উলামায়ে কেরামের বোধশক্তি তর্কশাস্ত্রের অসার বিতর্কে ও বিকৃত সূফিবাদের রহস্যের সন্ধানে নিমগ্ন, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপ জেগে উঠে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। ফলে গির্জার দার্শনিক তামাশা থেকেও নিষ্কৃতি পেতে শুরু করে। পাশপাশি প্রকৃতির গোপন রহস্য উন্মোচনেও অগ্রসর হতে শুরু করে এবং মুসলমানদের পরাজিত করার প্রচেষ্টা হিসাবে এবং সম্পদলাভের লালসায় ভৌগোলিক বিভিন্ন অনুসন্ধান-আবিষ্কার শুরু করে।

এক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন পর্তুগালের রাজা হেনরি। তার ক্রুসেডার নৌবাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ভরপুর ছিল, যাকে শা'রানী **(শা'রানীর জন্ম ৮৯৮হিজরী মোতাবেক ১৪৯৩ ইংরেজি। আল্লামা যিরিকলীর আল-আ'লাম, খণ্ড নং-৪, পৃষ্ঠা**

নং-১৮০) জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে পঞ্চম পোপ নিকোলা কর্তৃক একটি চিঠিতে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল: "নিশ্চয় আমার এক মহা আনন্দ হলো এটা জানানো যে, আমাদের প্রিয় সন্তান পর্তুগালের রাজা হেনরী, তার পিতা রাজা জং কিং-এর হুবহু পদচিহ্ন অনুসরণ করে মাসীহের সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন সক্ষম সৈনিকরূপে আল্লাহর শত্রু ও মাসীহের শত্রু কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাত্রা করবে।"

এই সেই হেনরী, শা'রানীর জন্মের প্রায় ৮০ বছর আগে যে তাঁর পিতা প্রথম কিং-এর সাথে মুসলমানদের থেকে সেতু বিজয়ে অংশীদার ছিলেন। এরপর তিনি যখন রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন ইউরোপে প্রথম একাডেমি অব ন্যাভিগেশন সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন। সামুদ্রিক বিষয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞ একদল বিজ্ঞানী তাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। তদ্রূপ তিনি একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। এমনিভাবে তিনি আফ্রিকান উপকূল থেকে আগত বিদেশী জাহাজগুলির তথ্যসংগ্রহের কাজ করেন। যেমনভাবে তিনি জাহাজ নির্মাণের উন্নতিতেও কাজ করেছিলেন, এমনকি সেই সময়ে জাহাজের মালামাল আশি

থেকে একশ টন পর্যন্ত বহন করতে সক্ষম ছিল।

তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় অভিযান প্রেরণ করেন। অতঃপর পর্তুগিজরা বিষুবরেখা অতিক্রম করে এবং শা'রানীর জন্মের প্রায় পাঁচ বছর আগে উত্তমাশা অন্তরীপে **(Cape of Good Hope)** পৌঁছে। তারপর শা'রানীর জন্মের পাঁচ বছর পর তারা হিন্দুস্তানে পৌঁছেছিল।

নৌবাহিনীর রাজা হেনরি খ্রিস্টান ধর্ম বিস্তারের জন্য আফ্রিকায় একটি পর্তুগিজ-খ্রিস্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। অ্যাবিসিনিয়ার রাজা সেন্ট জন সেখানে পৌঁছানোর জন্য ঘানা শহর সম্প্রসারিত করেছিলেন, যেন মুসলমানদের বিতাড়নে অথবা তাদেরকে ধর্মান্তরকরণে সেখান থেকে আধ্যাত্মিক এবং সামরিক সাহায্য করা যায়।

উলামায়ে কেরাম যখন ভিত্তিহীন তর্কশাস্ত্র ও সূফিবাদের কল্পকাহিনীতে নিমগ্ন, তখন এই সবকিছু হয়ে গেছে। অথচ এই সূফিবাদকেই হাশিশ ব্যবসায়ী আর নাস্তিকরা পবিত্র মনে করে।

আমাদেরকে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়

ফ্যাক্ট হলো রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যন্ত্রনাদায়ক শাসনব্যবস্থা, যা জিহাদের পতন ঘটানো, গৃহযুদ্ধ এবং হারাম সম্পদ জমা করার দিকে নিয়ে গেছে। এমনিভাবে তা বিলাসী জীবন-যাপনের দিকে গেছে। ফলে জিহাদের জন্য আবশ্যক ইলমের প্রতি উদাসীনতা তৈরি হয়েছে।

অথচ দুঃখের বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক সতর্কতার বাণী থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ভয়াবহতা সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলমান-ই গাফেল-অমনোযোগী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

"لَتُنْقَضَنّ عُرَى الإِ سْلامِ، عُرْوَةً عُرْوَةً، فكُلّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبّثَ النّاسُ بِالّتِي تَلِيهَا ، فَأَوّلُهُنّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنّ الصّلاةُ".

অনুবাদ: "অবশ্যই ইসলামের এক এক বন্ধন করে সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। তারপর যখনই কোনো বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, তখনই মানুষ তার পরবর্তী বন্ধন ছিন্ন করার পিছনে লাগবে। সর্বপ্রথম তারা শাসন ছিন্ন করবে আর সর্বশেষ তারা নামায ছিন্ন

করবে।” (আল-জামিউস সগীর ও যিয়াদাত, হাদীস নং-৯২০৬, খণ্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৯২১)

শাইখ আলবানী রহ. এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এমনিভাবে হযরত ওমর রাযি. বলেন:

"مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا".

অনুবাদ: “যে কেউ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিত কোনো ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে।” (সহীহ বুখারী, অনুচ্ছেদ যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা। হাদীস নং-৬৩২৮, খণ্ড নং-২১, পৃষ্ঠা নং-১০৬)

নবুয়্যাতের আদলে খেলাফতব্যবস্থা অধঃপতিত হয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে। যা শুরা’র ব্যাপারে মুসলমানদের অধিকার হরণ করে, নির্যাতন-অবিচার, স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিষেধাজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একটি দুঃখজনক হাস্যকর বিষয় হলো, আমি মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের দলিলাদি পেশ করেছিলাম যে, শূরাব্যবস্থা খেলাফতে রাশেদার বুনিয়াদী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা ইবরাহীম আল-বদরীর শাসনের দুর্নীতির পরিমাণ নির্দেশ করে। যা যন্ত্রণাদায়ক শাসনব্যবস্থার একটি খুব খারাপ উদাহরণ হিসাবে সুবিধাবাদীদের তাকফিরের সাথে সংযুক্ত। তাদের কেউ আমাকে উত্তর দিয়েছে যে, মুতাআখখিরীন শাফেয়ীরা চল্লিশজন ব্যক্তির দ্বারা খেলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাকে অনুমোদন দিয়েছেন!!!

সুতরাং আমি সহীহ হাদীসের কিতাবাদি থেকে ও সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বারংবার সংঘটিত খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা থেকে সঠিক দলিলাদি উপস্থাপন করার চেষ্টা করি। আর তা এমন সব উক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হয়, যা যন্ত্রণাদায়ক শাসনব্যবস্থাকে সঠিক বলে বিবেচিত করে এবং বড় বড় উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের বিরোধিতা করে। উক্তিগুলি অবক্ষয়ের যুগে লেখা হয়েছিল। এমনিভাবে মিসরের মামলুক রাজবংশ খলীফাকে অপসারণ করে এবং অন্য একজনকে নিয়োগ করে। তাদের আগে বাগদাদের তুর্কি সৈন্যরা

খিলাফতকে তার চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

যার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি খলিফা থেকে একটি ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কারো কারো দু'চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। সর্বশেষ যন্ত্রণাদায়ক শাসনব্যবস্থার হাস্যরসাত্মক নাটক, যা আমাদেরকে পশ্চিমা ক্রুসেডারদের সামনে এই বিপর্যয়মূলক পরাজয়ের দিকে পরিচালিত করেছে।

আর তার কথার অর্থ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তার চল্লিশজন ছেলে ও নাতী নিয়ে মুসলিম দেশগুলির উপকণ্ঠে একটি উপত্যকার কোনো গ্রামে নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করে, তাহলে তার জন্য তাদের বাইয়াত নেয়া বৈধ।

এই সবগুলিই খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থার বিরোধিতা, যা অসহিষ্ণুতা বা প্রতারণা অথবা ইবরাহীম আল-বদরীর গ্রুপের ফায়েদা দানের উদ্দেশ্যে করা হয়।

আমাদের পরাজয়ের আরো কারণ হলো যে, রাজনৈতিক

বিশৃঙ্খলা আমাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছে। পাশাপাশি খেলাফতের রাজ্যগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাঙা রাজ্যে পরিণত করে দিয়েছে।

এমন দিন আসছে, যে দিন কোনো ব্যক্তি শাইখ উসামা রহ. ও তাঁর সাথীদের মতো অগ্রদূতদের নির্মিত মুজাহিদীন ও মুসলমানদের ঐক্যের কাঠামোকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করবে। ফলে সারি ভেঙ্গে যাবে এবং বাইয়াত ভঙ্গ হয়ে যাবে। যাকে সে ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে নিজেকে ধার্মিক ভাববে এবং বাইয়াত ও ক্ষমতা ছাড়াই নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা দিয়ে দিবে। এমনিভাবে যারা তার হাতে বাইয়াত হবে না, তাদের বিরুদ্ধে তার মুখপাত্র যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করবে। বরং তাদের সাথে যারা যুদ্ধ করবে, এমনকি তারা যদি শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যও যুদ্ধ করে, তার পরেও তারা সবাই মুরতাদ বলে গণ্য হবে!

আর যখন আমেরিকান যুদ্ধবিমানগুলি সিরিয়া ও ইরাকের উপর আক্রমণ করা আরম্ভ করে, তখন আমরা তা প্রতিরোধ করতে তাদের নিকট সহযোগিতার একটি উদ্যোগ পেশ করি। প্রত্যুত্তরে আমরা শুধু গালি-গালাজ ও তাকফির করা এবং

মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে হুমকি-ধমকি-ই পেয়েছি। এ জন্য কয়েকবার আমরা তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি যে, আমাদেরকে তাকফির করার দলিলাদির ক্ষেত্রে আপনাদের সরকারী বিবৃতি কী? এবং তারা কারা, যারা ইবরাহীম আল-বদরীর জন্য কথিত খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়? অথচ সে এ ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। গালিগালাজ আর তাকফির ছাড়া তারা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। ফলে তারা মহান আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে-

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

অনুবাদ: "যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।" (সূরা নূর- ১৩)

আল্লাহ তা'আলার রহমতে আমরা সর্বদা তাদেরকে তাওহীদের কালিমার ছায়াতলে মুজাহিদীন ও মুসলমানদের ঐকের জন্য আহ্বান করেছি এবং বর্তমানেও এই আহ্বান অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি আমরা সকল মুজাহিদ ও মুসলিমকে আহ্বান করি যে, আসুন! আমরা পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ, একতা এবং সহযোগিতার

মাধ্যমে নবুয়্যতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠা, শরীয়তের শাসনব্যবস্থা ও মুসলিমদের ভূমিগুলি পুনঃরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। উপরন্তু আমরা পক্ষপাতিত্ব, জাতীয়তা ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যাই। পাশাপাশি আপনাদেরকে যেন আমেরিকার হুমকি-ধমকি ভীত-বিহ্বল না করে। কেননা, তারা আমাদেরকে সৃষ্টি করেনি, রিযিক দেয় না, জীবিত করে না এবং মৃত্যুও দেয় না।

আপনাদের কাছে কি পৌঁছিয়েছে? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

আজ এই পর্যন্তই। ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানদের নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلم.

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.

আস-সাহাব মিডিয়া কর্তৃক ১৮ মার্চ ২০১৮ ইং তারিখে প্রকাশিত

ইসলামী বসন্ত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

[পর্ব – ১০] প্রথম খন্ড

بسمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه.

সর্বস্তরের মুসলিম ভাইয়েরা-

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ.

হামদ ও সালাতের পর- আমার ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করছি।

আমি এই পর্বের প্রথম খন্ডে পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করেছিলাম।

সেখানে আলোচনা করেছিলাম, ব্রিটেনের পক্ষ থেকে মিশরীয় বাহিনীকে আদেশ করা হয়েছে; তারা যেন পূর্ব আফ্রিকা থেকে তাদের চৌকিগুলি খালি করে নেয়। এখন সেখান থেকেই আলোচনা শুরু করছি।

অতঃপর যখন (জরাজীর্ণ উসমানী খেলাফত পতনের শেষ সময়ের দিকে) মিশরীয় বাহিনী পূর্ব আফ্রিকা থেকে বের হয়ে গেল। তখন আবিসিনিয়ার বাদশা দ্বিতীয় মেনালিকের নেতৃত্বে ইউরোপীয় কমিশন মুসলিম দেশগুলোর উপর হামলা শুরু করে এবং তাদের উপর জুলুম-নির্যাতনের ষ্ট্রীমরোলার চালানো আরম্ভ করে। যার ফলে হাররা, ওগাদেন ও

সোমালিয়ার কিছু অঞ্চল তারা দখল করে নেয়। সোমালিমার বাকি অঞ্চলগুলো ইটালী, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে বণ্টন করে দিয়ে দেয়। অপরদিকে ব্রিটেন কেনিয়া ও জ্যানজবারের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং জার্মানিরা ট্যাঙ্গানিকার উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে।

পূর্ব আফ্রিকার অধিগ্রহণ সম্প্রসারণের সাথে সাথে আহবাশ এবং ক্রুসেডারদের একটি বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় সোমালিয়ার অধিবাসীরা একটি বৃহদাকারের আন্দোলন শুরু করেন। তাদের জিহাদের পতাকা ধারণ করেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান। যাকে মরুসিংহ বলা হয়। অতঃপর তিনি খ্রিষ্টান উপনিবেশের বিরোধিতা শুরু করেন এবং তাঁর আন্দোলন ২২ বছর যাবৎ অব্যাহত থাকে। এতে তাঁর মহান বীরত্ব-সাহসিকতার অনুপম প্রকাশ ঘটে, যা আজও প্রবাদতুল্য।

দ্বিতীয় মেনালিকের মৃত্যুর পর তার নাতি (লিজ ইয়াসূ) তার স্থলাভিষিক্ত হন। যিনি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। এরপর তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং পশ্চিমা বাহিনীর জোটের বিপরীতে মুসলমানদের মাঝে ঐক্য বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি তিনি উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে তার বন্ধুত্বকে আরো দৃঢ় করার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

উক্ত পরিস্থিতিতে গির্যার পাদ্রীরা তাকে আবিসিনিয়ার ক্ষমতা থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সাথে সাথে খৃষ্টান জনসাধারণ ও পশ্চিমা জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে (যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইতালি) তাঁর

বিরোধিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফলে রাজধানীতে আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি চার্চ মেনালিকের মেয়ে জুদিতোকে সম্রাজ্ঞী হিসাবে নিযুক্ত করে এবং তার চাচাতো ভাই রাস তাফারী (যিনি হাইলা সায়লাসী নামে পরিচিত)কে অভিভাবক ও উত্তরাধিকারীরূপে নিযুক্ত করে। তারপর সে (হাইলা সায়লাসী) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং লিজ ইয়াসূর পিছু নেয়। অবশেষে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করে।

হাইলা সায়লাসী ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাররা, আওজাদীন, আবিসিনিয়া ও ইরিত্রিয়াতে গণহত্যা চালায়। তার বক্তৃতার মাধ্যমেও এই শত্রুতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর সোমালিয়ার বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। তারপর ব্রিটেন আবিসিনিয়ার উপর জবরদখল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যাকে তথাকথিত 'ব্রিটিশ সোমালিয়া' নামে ডাকা হয়। ফ্রান্স জিবুতির উপর জবরদখল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আর ইরিত্রিয়া আন্তর্জাতিক দখলদার বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়।

সুদানে মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে মাহদী আন্দোলন শুরু হয়। যে নিজেকে প্রতীক্ষিত মাহদী বলে ঘোষণা দেয়। পাশাপাশি তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন। ১৩০৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ সালের ২৬ই জানুয়ারীতে তিনি খার্তুমে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সেখানে ইংরেজ গভর্নর জর্ডনকে হত্যা করেন, যাকে ব্রিটিশরা তাদের বীরদের মধ্যে গণ্য করত।

১৩১৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৬ সালে ব্রিটেন সুদানকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ জন্য লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে ব্রিটেন ও মিশরীয় সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি যৌথ বাহিনী সেখানে পাঠায়। তারপর তাদের মাঝে ও মাহদী আন্দোলনের অনুসারীদের মাঝে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে মাহদী আন্দোলনের অনুসারীগণ, তাদের চাইতে সরঞ্জাম ও অস্ত্রের দিক দিয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং তারা সেখানে খুব বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়।

১৩১৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের পক্ষ থেকে প্রেরিত যৌথ বাহিনী উত্তর ওমদুরমানের কেরি যুদ্ধে অংশ নেয়। তারা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহর উত্তরাধিকারী আবদুল্লাহ আত-তা'আসীকে পরাজিত করে। অবশেষে তারা মাহদী আন্দোলনের রাজধানী ওমদুরমানের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়। ব্রিটেনের পক্ষ থেকে প্রেরিত যৌথ বাহিনীর সংখ্যা ছিল মোট পঁচিশ হাজার, যাতে মিশরীয় সৈন্যও রয়েছে। যারা কামান, আধুনিক রাইফেলস, নিরাপত্তা আবরনী, ভারী অস্ত্র-সস্ত্র ও যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তারা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহর উত্তরাধিকারী আবদুল্লাহ আত-তা'আসীর ৫০ হাজারের বাহিনীকে পরাজিত করে। যারা বর্শা, তলোয়ার ও পুরাতন রাইফেলস ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত ছিল। ফলে তারা সীমাহীন বীরত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে ১১ হাজার নিহত, ১৬ হাজার আহত এবং ৪ হাজার বন্দি হয়। অপরপক্ষের (ব্রিটেন ও মিশরীয় যৌথ বাহিনীর) মধ্য

থেকে মাত্র ৪৮ জন নিহত এবং ২৩৮ জন আহত হয়। অতঃপর সে (লর্ড কিচেনার) কেরী যুদ্ধে বিরতি দিল এবং বলল কেরী যুদ্ধে বিরতি দেয়া প্রয়োজন।

ওমদুরমানের কেরী যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছিল, তার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং ইরাক অবরোধে কারা আমেরিকাকে সহযোগিতা করেছে? কারা ইরাকের উপর হামলা করার ক্ষেত্রে মদদ জুগিয়েছে? কারা আফগানিস্তানে আক্রমণ করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করেছে? কারা গাজা শহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে? কারা মুজাহিদীনকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করছে? কারা আমেরিকার হয়ে মুজাহিদীনকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করছে এবং হত্যা করছে? মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহের (মিসর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, ইরাক, জর্দান, পাকিস্তান, আলজিরিয়া এবং মালি প্রভৃতি) দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনগুলো কি আমেরিকাকে এই সবের পিছনে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে না? এই জাতীয় প্রশাসনগুলো কি "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"নাম দিয়ে আমেরিকা ও পশ্চিমাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলছে না? এরা কি তাদের নতুন ক্রুসেড যুদ্ধের ক্ষেত্রে সবধরনের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে না? চেহারা এবং নামসমূহ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঘটনা, ট্রাজেডি এবং বিশ্বাসঘাতকতায় একটুও পরিবর্তন হয়নি। ব্রিটিশ লর্ড কিচেনার চলে গেছে, কিন্তু অনুরূপ অনেক লর্ড কিচেনার আমাদের মধ্য থেকে তৈরী হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত:

কেরি যুদ্ধে যা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং প্রায় দুই শতাব্দীকাল ধরে আমাদের ইসলামিক সাম্রাজ্যেও তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আক্রমণাত্মক ক্রুসেডার বাহিনীর ঔপনিবেশিক ক্রুসেডের কারণে ইসলামিক সাম্রাজ্য একটি বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়েছিল। কিন্তু অস্ত্রের বল থাকায় ক্রুসেডার আক্রমণকারীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ ছিল।

এখন কথা হলো: কোন কারণে আমরা মার্শাল আর্ট বা যুদ্ধবিদ্যা ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছি?! আর কি কারণেইবা তারা আমাদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গেল?!

আমরা বহু কারণে পিছিয়ে আছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো: আমাদের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকা। যা আমাদের শক্তি-সামর্থকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে শেষ করে দিয়েছে এবং আমাদের অর্থনীতিকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে আমরা তর্কশাস্ত্রের কুটিল প্রশ্নের জালে আটকা পড়ে গেছি। বিকৃত ও কুসংস্কারপন্থি সূফীবাদেও জড়িয়ে পড়েছি। যার কারণে আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মনোযোগী হতে অবহেলা করেছি। আমরা পিছিয়ে পড়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হলো: আমাদের ও আমাদের ধন-সম্পদের উপর পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব বজায় থাকা। যার ফলে অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ পরিমাণ শোষণের শিকার হয়েছি এবং নিজস্ব

শক্তি-সামর্থ অর্জনের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছি।

আর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে ক্ষমতা জবরদখলের মাধ্যমে (যা শূরা বিহীন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন এবং জুলুমের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করা হয়েছে) । এটাই হচ্ছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। যার মাধ্যমে অন্যান্য বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়েছে। এই বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নিচের হাদীসে সমর্থন পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

"لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ، عُرْوَةً عُرْوَةً، فكلما انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ".

অনুবাদ: "অবশ্যই মানুষ ইসলামের এক এক বন্ধন করে সকল বন্ধন পরিত্যাগ করবে, অতঃপর যখনই তারা কোন বন্ধন পরিত্যাগ করবে, তখনই তার পরবর্তী বন্ধন পরিত্যাগ করার পিছনে লাগবে। সর্বপ্রথম তারা শাসনব্যবস্থা পরিত্যাগ করবে এবং "সর্বশেষ তারা নামায পরিত্যাগ করবে" (আল-জামিউস সগীর ও যিয়াদাত, হাদীস নং-৯২০৬, খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৯২১) (শাইখ আলবানী রহ. এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

আমার প্রিয় মুজাহিদ ও মুসলিম ভাইয়েরা-

আমি আপনাদেরকে মুসলিম মিল্লাতের বিজয়াভিযানের এবং জিহাদের ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। যাতে করে আমরা জানতে ও বুঝতে পারি যে, কিভাবে ও কি কারণে আমরা এই দুর্বলতার শিকার

হয়েছি এবং ঐ পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছি।

মুসলিম জাতি শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদ ও ক্বিতালের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মারহালা/ধাপ অতিক্রম করেছে।

প্রথম মারহালা:

এ ধাপটি হচ্ছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন রাযি. এর সময়ে অর্জিত বিজয়ের ধাপ। এই ধাপে ইসলামের বড় বড় বিজয়গুলো অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় মারহালা:

এ ধাপটি হচ্ছে: বনু উমাইয়ার জুলুমের শাসনামলে অর্জিত বিজয়ের ধাপ। এ ধাপে খোলাফায়ে রাশেদীনের তুলনায় একটু বেশী বিজয় অর্জিত হয়। তখন স্পেনসহ প্রাচ্যের অনেকগুলো রাষ্ট্রও বিজিত হয়।

তৃতীয় মারহালা:

এ ধাপটি হচ্ছে: আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রথম ভাগ। তখন বিজয়ের পরিমাণ খুব কমে যায়। রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ভাঙ্গণ শুরু হয়। যার ফলে শুরুতেই স্পেন তার থেকে পৃথক হয়ে যায়।

চতুর্থ মারহালা:

এ ধাপটি হচ্ছে: আব্বাসীয়া খেলাফতের মধ্য ভাগ। তখন ভাঙ্গণের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। সেলজুক ও ফাতেমী রাষ্ট্রগুলি আব্বাসী খলীফাদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। এ সুযোগে ক্রুসেডার ও তাতারীরা

মুসলমানদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে দেয়। তখন মুসলমানরা তাদের অধিকাংশ আক্রমণের সফল প্রতিরোধ করেছিলেন।

পঞ্চম মারহালা:

এ ধাপটি হচ্ছে: রাজকীয় আব্বাসীয়া খেলাফতের শেষ অংশ এবং উসমানী খেলাফতের শুরু অংশ। তখন ক্রুসেডারদের হাতে স্পেনের পতন ঘটে। অপরদিকে উসমানীরা কনস্ট্যান্টিনোপল ও পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু অংশ জয় করতে সক্ষম হন।

কিন্তু পূর্ব ইরাকের অধিকাংশ শহর উসমানী খেলাফতের হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে সাফাভিরা পর্তুগিজদের সহযোগিতায় মুসলমানদের কোমরে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করা শুরু করে।

ষষ্ঠ মারহালা:

এ ধাপটি হচ্ছে: ইসলামী ভূখণ্ডে ক্রুসেডার-কমিউনিস্ট আক্রমণের ধাপ। যা উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। তখন কাফিরদের হাতে ইসলামী সাম্রাজ্যের দেশগুলো টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল।

সপ্তম মারহালা:

এ ধাপটি হচ্ছে: স্বৈরশাসনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ধাপ। যারা আক্রমণকারী যুদ্ধাদের প্রতিহত করে অধ:স্তন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

এই ধাপসমূহ নিয়ে কোন গবেষক গবেষণা করলে দেখতে পাবেন যে, দুর্বলতা, দুর্নীতি ও ইসলামী দেশগুলোতে শত্রুদের কর্তৃত্ব ইত্যাদি

বিষয়াবলী মুসলিম দেশের রাজনৈতিক দুর্নীতির সাথে মিলে যায়।

যখনই কোন ফাসিক, স্বৈরাচারী, লুণ্ঠনকারী অস্ত্রের বলে জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই শূরা ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে। অযোগ্য ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

ফলে রাষ্ট্র গনীমতের মালে পরিণত হয়েছে, যা অস্ত্রের বলে লুণ্ঠন করা হয়। তাদের কেউ যেমনটি বলেছেন: বোমাবর্ষণ, বিস্ফোরণ ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করা। যেখানে উম্মাহর কোন মান-মর্যাদাই থাকে না। পরবর্তীতে তারা তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে এমন একজন উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে, যে তার উপযুক্ত নয়। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। যা তাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও হারাম মালের লিপ্রায় নিমজ্জিত করেছে এবং শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেছে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তারা জিহাদ থেকে বিমুখ হতে থাকল এবং বিজয়ের ধারাও সংকীর্ণ হয়ে আসল।

মুসলিম উম্মাহ জিহাদ থেকে দূরে থাকার কারণে বিভিন্ন বিতর্কে লিপ্ত হয়। যার কারণে তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা থেকে বিরত থাকে। এমনিভাবে তারা অহেতুক কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণে বিকৃত সূফীবাদের আর্বিভাব ঘটে। যার ফলে তারা কুসংস্কার ও বিভিন্ন কুটিল প্রশ্নের মাঝে হারিয়ে যায়। যাকে আজ ক্রুসেডার বিদেশি যোদ্ধারা মুজাহিদীনের কিতালের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। যেমনটি বর্তমানে শিশান(চেচনিয়া) ও পূর্ব আফ্রিকায় চলছে।

এ সকল কারণে বিজয়ের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। শত্রুরা মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে থাকে। ফলে জিহাদের পটভূমি পরিবর্তন হয়ে যায়। ইকদামী (আক্রমণাত্মক) জিহাদ দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক) জিহাদে রুপান্তরিত হয়। তারপর উসমানী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় (আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন)। তারা গ্রানাডা পতনের ৪০ বছর আগে কনস্টা ন্টিনোপল বিজয় করেন এবং মুসলিম জাতির বড় অংশকে ঐক্যের অধী নে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে ক্রুসেড যুদ্ধ পাঁচ শতাব্দি পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। তারপর সেখানে জুলুম-অত্যাচার ও বিভেদ-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং ইউরোপীয় আইন প্রবর্তিত হয়। অতঃপর সেখানে জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতৃত্বের উত্থান ঘটে। এ সকল কারণে শেষ পর্যন্ত উসমানী খেলাফতের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। উসমানী খেলাফত ধ্বংসের পর আধু নিক ক্রুসেড যুদ্ধ আবার শুরু হয়।

এখানে এসব ইতিহাস বর্ণনা করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো:: রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ভয়াবহতা ও অসারতা বর্ণনা করা। যা শুরু হয় ক্ষমতা জবরদখলের মাধ্যমে। সুতরাং এসব কিছু হঠাৎ করেই হয়ে যাইনি যে, আমরা রাতে ঘুমালাম আর সকালে উঠে দেখলাম খেলাফতের পতন ও ধর্মনিরপেক্ষ জবরদখলকারী শাসকদের ক্ষমতা দখল সম্পন্ন হয়ে গেছে। বরং আমরা যে শাস্তি ভোগ করছি, তা হচ্ছে: কয়েক শতাব্দির রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির ফসল। যেটি আরো বহু ধরনের

বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর উক্তিটি তার বাস্তব প্রতিফলন। যা তিনি এক মহিলার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। মহিলা প্রশ্ন করে ছিল যে, "আমরা এই সরল-সোজা পথের উপর দৃঢ় থাকার উপায় কি? যে পথের দিশা আল্লাহ তা'আলা জাহিলিয়্যাতের পর আমাদেরকে দিয়েছেন"? তখন তিনি বলেন: **"তোমরা এই রাস্তায় দৃঢ়পদ ততক্ষণই থাকতে পারবে, যতক্ষণ তোমাদের ইমাম-নেতা সঠিক পথের উপর দৃঢ়পদ থাকবেন"।** তাঁর এই মহান উক্তিটি আমাদেরকে স্পষ্ট করে দেয় যে, রাজনৈতিক দুর্নীতি ও উম্মাহর পতনের মাঝে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

১২৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৯ ঈসায়ী সনে আমীর রাবিহ ও তার ছেলে ফজলুল্লাহর নেতৃত্বে আফ্রিকার চাঁদ নামক দেশে একটি জিহাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। তারা একটি ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করেন, যার রাজধানী ছিল ডেকো। বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর ফরাসি কমান্ডার ল্যামিকে হত্যা করা হয়। এতে আমীর রাবিহ, ও তাঁর ছেলে ফজলুল্লাহ রাহিমাহুমাল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। ১৩২৭ হিজরী মোতাবেক ১৯০৯ ঈসায়ী সনে ফরাসিরা সেই কাঙ্খিত ইমারাহর রাজধানী জবরদখল করতে সক্ষম হয়।

ফরাসিরা প্রথমে ইসলামি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। তারপর ১৩৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৯১৮ ঈসায়ী সনে ৪০০(চারশত) উলামায়ে কেরামকে একস্থানে একত্রিত করে কসাইয়ের ছুরি দ্বারা হত্যা করে। যা

কাবকাবের গণহত্যা নামে পরিচিত।

কুসাইরি নামক শহরের প্রধান ফটকে ল্যামি ওরফে ফোর্ট ল্যামিকে হত্যা করা হয়েছিল। যেই শহরটিকে পরবর্তীতে ইনজামিনা বলা হত, আর তা ছিল চাঁদ দেশের রাজধানী।

এভাবেই পশ্চিমা ক্রুসেডার বাহিনী পূর্ব আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে নেয়, শুধু ইথিওপিয়া ব্যতীত। ১৯৩৫ হিজরী সালে ইটালী ইথিওপিয়াতে আক্রমণ করে। অতঃপর ইথিওপিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মিত্র দেশগুলোর সহায়তায় ইটালি থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৫০ দশকের সময় পশ্চিমা দেশগুলি তাদের উপনিবেশের রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা দিতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে তাদের পক্ষ থেকে ঐ সকল দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৩ সালে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে কেনিয়া স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ করে ও সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

এই সকল শাসকেরা মুসলমানদের উপর জোর-জুলুম চালানো আরম্ভ করে । ফলশ্রুতিতে তারা সোমালিয়ার অঞ্চলগুলো দখলে নিতে দমন নীতির পন্থা অবলম্বন করে এবং হাজার হাজার মুসলমানের উপর গণহত্যা চালায়।

মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার কারণে পূর্ব আফ্রিকা রাজনৈতিকভাবে একটি বিশৃঙ্খল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পাশাপাশি তাদের উপর ধর্মনিরপেক্ষতার আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনটি সোমালিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া ও মধ্য আফ্রিকায় হয়েছিল।

এই অঞ্চলে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে ইসলামী দাওয়াহ্ ও জিহাদী আন্দোলনের প্রচারণা শুরু হয়। তখন শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মুজাহিদ ভাইদেরকে সঙ্গে নিয়ে সুদানের দিকে যাত্রা করেন। এরপর তিনি পূর্ব আফ্রিকার দিকে মনোনিবেশ করেন। সেখানে তিনি শাইখ হাসান হিরসি রহ. সহ আরো অনেক মুজাহিদ নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পাশাপাশি তিনি সিনিয়র ভাই শাইখ আবু উবাইদাহ আল -বানশিরী ও শাইখ আবু হাফস আল-কায়েদ রাহিমাহুমাল্লাহ সহ আরো অনেক সংখ্যক ভাইকে কেনিয়া, ওগাদেন এবং সোমালিয়ায় পাঠান।

আমেরিকা যখন সোমালিয়ায় আক্রমণ করে, তখন সোমালিয়ার মুজাহিদ ভাইদের সাথে মিলে শাইখ উসামা রহ. আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর সেখানে শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সোমালিয়ার এই যুদ্ধ ইথিওপিয়া পর্যন্ত গড়ায়।

সোমালিয়ায় শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বেই মুজাহিদীন হরকাতুশ্ শাবাব নামে একটি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা এই সংগঠনের মাধ্যমে তাদের বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করেন। পাশাপাশি এর দ্বারা ক্রমাগত ক্রুসেড আক্রমণ ও তাদের এজেন্ট সরকারগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়েছিল। তারপর একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তারা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর কাছে তাদের বাই'আত প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদেরকে বলা হয়; তারা যেন প্রাথমিকভাবে তা প্রকাশ না করে। অতঃপর শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ শাহাদাত বরণ করার পর তারা তাদের মুবারক বাই'আত প্রকাশ্যভাবে আল-কায়েদার অধীনে ঘোষণা করেন।

কাতায়েব ফাইন্ডেশনের ভাইয়েরা এই মারহালার বিস্তারিত বিবরণ বেশ কয়েকটি ইস্যুতে নথিভুক্ত করেছেন। তার মধ্যে একটি ইস্যু ছিল 'অবিচলতার মার্চ' নামে।

এভাবেই পূর্ব আফ্রিকাতে মহান আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে জিহাদী রেনেসাঁ আরম্ভ হয়। তাছাড়া এটি চুক্তিমূলক আন্দোলনরূপে পরিচালিত হয়। যারা কালিমায়ে তাওহীদের সাহায্য করে এবং তার দিকে অন্যকে আহবান করে। মুসলমানদেরকে তার চারপাশে একত্রিত করে। পাশাপাশি তা ভারত উপকূল থেকে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত সকল মুজাহিদ ভাইদের সাথে আমাদেরকে একত্রিত করে দেয়।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার রহমতে ক্রুসেডারদের আক্রমণের ঢেউ, বিশ্বাসঘাতক ও এজেন্টদের চক্রান্তের প্রস্তরখন্ডকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকায় অবস্থানরত আমার সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা!

আসুন!

আমরা দুনিয়াতে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করি এবং পরকালীন সফলতার দিকে যাত্রা করি।

আসুন!

জিহাদের দিকে, যাতে আপনারা অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ও দুর্নীতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। আজ আপনাদের মহাদেশের পূর্ব দিকে ইসলামের উজ্জল পতাকা উড্ডিন হয়েছে। তার জন্য একটি সুউচ্চ বাতিঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি সুস্পষ্ট নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে।

আসুন!

সোমালিয়ার মুজাহিদ ভাইদের সাথে একত্রিত হোন এবং তাদের সাথে এক সারিতে এসে আমাদের প্রতিপক্ষ ঐক্যবদ্ধ শত্রুদের মোকাবিলা করুন।

আসুন!

আমরা পূর্ব আফ্রিকাকে ক্রুসেডারদের অপরাধ থেকে মুক্ত করি এবং একটি ইসলামী ইমারাহ্ প্রতিষ্ঠা করি, যেখানে চলবে শরীয়তের অনুশাসন, ন্যায়বিচার, শুরাব্যবস্থা ও মাযলুমদের সাহায্য-সহযোগিতা।

আসুন!

পূর্ব আফ্রিকায় ইসলাম ও জিহাদের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করি। যাতে

আমরা মুসলিম উম্মাহকে সর্ব-স্থানে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর প্রতি জোর-জুলুমকারী ও আমাদের পবিত্র ভূমিগুলোর উপর আক্রমণকারীদের থেকে যেন প্রতিশোধ নিতে পারি।

আসুন!

আমরা মুজাহিদ ভাইদের সাথে মিলে শিশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত জিহাদের সারি তৈরী করি। যার পরিধি কাশগর থেকে টিম্বাকতু পর্যন্ত এবং গজনি থেকে মোগাদিসু পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

পূর্ব আফ্রিকার মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!

আপনাদের কাঁধে জিহাদের যে মহান দায়িত্ব রয়েছে, তার গুরুত্ব অনুধাবন করা আবশ্যক। তাই আপনারা নিজেরা পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন না, বরং আপনাদেরকে লড়াই করতে হবে বর্তমান সময়ের ক্রুসেডারদের সাথে ও তার মিত্র ইসরাইলীদের সাথে। কেননা, তারা পূর্ব আফ্রিকা ও নীল নদের উপকূলীয় এলাকা সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। পাশাপাশি তারা পূর্ব আফ্রিকাসহ পুরো দুনিয়ায় ইসলামী জিহাদের টুটি চেপে ধরার হীন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

আপনাদের জিহাদী রেনেসাঁ ইসরাইলীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি! ইথিওপিয়ার খৃষ্টানদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি! পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকায় আমেরিকান-জায়নবাদীদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও হুমকি!!

প্রিয় মুজাহিদ ও মুসলিম ভাইয়েরা আমার!

আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে এই বিশাল যুদ্ধে শরয়ীভাবে ও যুক্তির

নিরিখে কিছুতেই সফলকাম হতে পারব না। সুতরাং ঐক্যের কাতার ভঙ্গ করা ও ওয়াদা নষ্ট করা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকুন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন:

﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾.

অনুবাদ: "আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর, এবং শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না।" (সূরা নাহল-৯১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন:

"لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ".

অনুবাদ: "কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে তার বিশ্বাসঘাতকতা পরিমাণ পতাকা উত্তোলিত হবে। শুনে রেখ! জনপ্রতিনিধি বা বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্রপ্রধানের চাইতে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কোনটিই নেই।" (সহীহ মুসলিম-৪৩৮৮)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন শপথ ও বাইয়াহ্ পূর্ণকারীদের উপযুক্ত বদলা দান করেন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

প্রিয় মুজাহিদ ও মুসলিম ভাইয়েরা আমার!

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

অনুবাদ: "আল্লাহ তা'আলা লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালা-২১)

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদেরকে নবুয়্যতের আদলে খেলাফতব্যবস্থা ফিরে আসার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। তিনি হাদীসে পাকে এই মর্মে ইরশাদ করেছেন:

"ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ" .

অনুবাদ: "অতঃপর নবুয়্যতের আদলে খেলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।"

অতএব, আসুন!

আমরা আমাদের ভূমিগুলোকে স্বাধীন করার জন্য এবং খেলাফতব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং আমাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই।

আজ এই কথাগুলোর উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি।

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلم.

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.